তাহার প্রবৃত্তি একদিকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহার ইচ্ছা আর এক দিকে নিয়োগ করিতেছে। প্রবৃত্তি সকল আমাদের বশে নহে—উপযুক্ত বিষয় পাইলে তাহারা উত্তেজিত হইবেই হইবে। কতকগুলি বিষয় হইতে আমরা সুখ লাভ করি আমাদের প্রকৃতিই এই রূপ। সুন্দর বস্তু দেখিবামাত্র মন স্বভাবতঃ তাহাতে অনুরক্ত হয়, মনের গতিই এই রূপ। এই সকল স্থলে পাপ পুণ্য দোষ গুণ নাই। কিন্তু আমাদের এপ্রকার শক্তি আছে যে প্রবৃত্তির আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারি এবং ইচ্ছা করিলে, তাহা হইতে দুরে থাকিতে পারি। আমাদের প্রবৃত্তি তখন দূষণীয় হয়, যখন ইচ্ছার সঙ্গে তাহার যোগ থাকে। আমি যখন আপনার ইচ্ছাতে লোভনীয় বস্তুর সম্মুখে যাই, তখন তাহাতে আমার দোষ থাকিতে পারে, কেননা সেই যাওয়া আমার স্বেচ্ছাধীন। আমি যদি ইচ্ছা পুর্ব্বক সেই সকল বিষয়ে মনোযোগ দিই যাহাতে মনের বিকার উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে আমি সম্পূর্ণ দোষী, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন বস্তু যে কোন প্রকারেই হউক আমার সম্মুখে আসিলে তাহাতে যদি আমার মনের মলিনতা উপস্থিত হয়, তবে আমি দণ্ডনীয় হইতে পারি না। কেননা তাহাতে আমার কোন ইচ্ছা নাই—কর্ত্তৃত্ব নাই, এই জন্য তাহার পাপ পুণ্যের সঙ্গেও সংস্রব নাই।

প্রশ্ন।

৩। যে স্থলে আমারদিগের ইচ্ছা ছিল না, অথচ কার্য্য করিয়াছি এমত স্থলে আমরা কি দোষী হইব?

উত্তর।

যে স্থলে আমাদের ইচ্ছা ছিল না অথচ কার্য্য করিয়াছি এমন স্থলে আমরা দোষী নহি। যদি বন্দুকের কলে দৈবাৎ হাত লাগিয়া তাহার গুলিতে এক জনের মৃত্যু হয়, তবে আমার নর হত্যার পাপ কখনই স্পর্শে না। যে স্থলে আমারদের কার্য্য স্বেচ্ছাধীন সেই স্থলেই আমরা দোষী। আমি মদ্য পানে উন্মত্ত হইয়া যদি একজনকে আঘাত করি, সে স্থলে এমন হইতে পারে আমি জ্ঞান শুন্য হইয়া আঘাত করিয়াছি, তথাপি আমি দোষী। কেননা মদ্য পান করা বা না করা আমার ইচ্ছাধীন। আমার ইচ্ছা-পুর্ব্বক উন্মত্ত হওয়াতেই প্রথমে আমার দোষ—সুতরাং সেই অবস্থাতে এক জনের উপর অত্যাচার করাতেও আমার দোষ।

প্রশ্ন।

৪। এমত ঘটনা যাহাতে পাপের ভাগ অপেক্ষা পুণ্যের ভাগ অধিক, তাহাতে ঐ পাপ-ভাগ স্বীকার করা কর্ত্তব্য কি না?

উত্তর।

পাপ ভাগ স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মনে কর এক জন অন্যায় ও উৎপীড়ন করিয়া ধন সংগ্রহ করিয়াছে। এমন হইতে পারে যে সে ব্যক্তি সেই ধন লইয়া সহস্র সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতেছে। অতিথি সেবা হইতেছে—ঔষধালয় বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইতেছে, সহস্র সহস্র বিপন্ন ব্যক্তি তাহার বদান্যতা ও দানশীলতা গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। তাঁহার অন্যায় আচরণ যদি আমরা না দেখিতে পাই তবে আমরা তাহার দয়া ও হিতৈষণার প্রশংসা করি, কিন্তু যখন আমরা তাহার সমুদয় জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, তখন তাহাকে দোষী না বলিয়া থাকিতে পারি না।

কিম্বা মনে কর, আমেরিকার এক জন ধনী, জাহাজ প্রস্তুত করিয়া আফ্রিকা হইতে

এক দল নির্দ্দোষী কাফ্রি ধরিয়া আনিতে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি বলিয়া দিলেন, দাসদিগকে অতি যত্নের সহিত রক্ষণ করিবে, এবং তাহারা উপস্থিত হইলে যাহাতে তাহাদের কোন ক্লেশ না হয়, তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার কোন ত্রুটি না হয়, তাহাদের বাস গৃহ পরিপাটী হয়, তাহার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিতে লাগিলেন। যদি এক জন কেবল এই দেখেন, তিনি কিরূপে দাসগণকে পালন করিতেছেন, তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য কেমন যত্ন করিতেছেন, তাহা দেখিয়া অবশ্যই তিনি প্রশংসা করেন কিন্তু সকল দিকে দেখিতে গেলে তিনি তাহার কার্য্য কখনই ভাল বলিতে পারেন না।

অতএব ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এমত ঘটনা "যাহাতে পাপের ভাগ অপেক্ষা পুণ্যের ভাগ অধিক," তাহাতে ঐ পাপ ভাগ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

প্রশ্ন।

৫। পাপ পুণ্য বিষয়ে মনুষ্যের মনের এত বিভিন্নতা কেন? এক জন যাহাকে পাপ কর্ম্ম বলিয়া ঘৃণা করিতেছে, আর এক জন তাহাকেই পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া অনুষ্ঠান করিতেছে, এ কি প্রকার হয়?

উত্তর।

মনুষ্যের কার্য্য সকল অতি দুরূহ। কি অভিপ্রায়ে কোন এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে, ইহা অনেক সময় নিজেই বুঝিতে পারা যায় না, অন্যেরা কি প্রকারে বুঝিবে? যেমন আফ্রিকা দেশের নদী সকলের মূল প্রস্রবণ আবিষ্কার করা দুষ্কর, সেই রূপ মনুষ্যের কার্য্যের মূল-প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া কঠিন। কোন এক কার্য্যের যথার্থ প্রবর্ত্তক কি, এই বিষয় লইয়া সুতরাং বিস্তর গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা।

কোন একটি কার্য্য, তাহার এক দেশ মাত্র দেখ, তোমার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রশংসা করিবে—কিন্তু আর একদিকে দেখ, তাহা অন্যায় না বলিয়া থাকিতে পারিবে না। কোন এক সংগ্রামের ব্যাপার মনে করিতে গিয়া যখন সাহস, মনস্বিতা, মহাপ্রাণতা এই সকল গুণ মনের মধ্যে উদয় হয়, তখন রণ বাদ্য অপেক্ষাও বীর পুরুষদিগের বীরত্ব শ্রবণে মন উৎসাহে প্রজ্বলিত হইবে। কিন্তু যখন সেই সকল বীরত্বের কার্য্যের আর এক দিক দেখা যায়, যখন মনে করা যায় রক্ত নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে—নগর গ্রাম দগ্ধ হইতেছে—আহত ও মৃতকল্প লোকদিগের ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইতেছে—অনাথ এবং বিধবাগণের হাহাকার রবে আকাশ পূর্ণ হইতেছে, যখন দেখা যায় বিজয়ী রণীদিগের হৃদয় অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, ও ক্রোধে পরিপূর্ণ, তখন আমাদের মনের ভাব পরিবর্ত্ত হইয়া যায় ও আমাদের বিবেচনা আর এক প্রকার হয়।

ইহা হইতেই মনুষ্যের পাপ পুণ্য বিষয়ের বিচারের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। কোন সতী স্ত্রীকে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া মৃত পতির সহগামিনী হইতে দেখিয়া যিনি প্রশংসা করেন, তিনি আর সকল দিক ভুলিয়া গিয়া কেবল তাঁহার সতীত্বের প্রশংসা করেন। কোন কোন দেশে পুত্র কি কন্যা জন্মিবামাত্র জরাজীর্ণ বৃদ্ধদিগকে বধ করিবার রীতি আছে, তাহাতে তাহারা ইহাই মনে করে যে তাহারদিগকে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইল। এই রূপে আমারদের কার্য্যের এক দেশ মাত্র দেখিয়া ধর্ম্ম বুদ্ধি অনেক সময় ভ্রান্ত হইয়া যায়।

ভ্রান্তির আর এক প্রবল কারণ আছে। যখন আমারদের ইচ্ছা বিকৃত হয়, তখন ধর্ম্ম বুদ্ধিও বিকৃত হয়। ইচ্ছা যখন

কোন কুকর্ম্মে রত হইতে যায়, তখন কুবুদ্ধি আসিয়া তাহার সহায়তা করে। কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যাহা আমারদের করিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা না করিবার নানা কারণ আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সেই কর্ম্মের কর্ত্তব্যতার প্রতি অন্ধ হইয়া আর আর দোষ দেখিতে মন তৎপর হয়। যখন ইচ্ছা কোন কুকর্ম্মে রত হয়, তখন যে সকল চিন্তা তাহার মন্দ ভাব দেখাইয়া দিতে যায়, তাহাদিগকে মন হইতে দূর করিয়া দিই, এবং তাহাতে কত সুখ হইবে, কত লাভ হইবে, লোকের কত উপকার করিতে পারিব, এই সকল অনুকূল চিন্তা আসিয়া মনকে প্রবোধ দিতে থাকে। এই প্রকার যাহার অভ্যাস পায়, তাহার মন্দকে ভাল বোধ হইবে, ভালকে মন্দ বোধ হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? এক জন যদি দেশাচারকে রক্ষা করিবার জন্য কপট ভাবে চলেন, তবে তিনি আপনার কপটতা দোষের প্রতি অন্ধ হইয়া মনে মনে আপনার বিনয় গুণেরই প্রশংসা করিতে থাকেন। এক জন যদি ঈশ্বরকে ভুলিয়া ও আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল ভুলিয়া কেবল ধন সংগ্রহে ও বিষয় অর্জ্জনে জীবন ক্ষেপণ করেন, তবে তিনি আপনার পরিশ্রম, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিতে থাকেন। এই প্রকারে অধিকাংশ লোকের ধর্ম্ম বুদ্ধি বিকৃত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। ইচ্ছা যখন মন্দ দিকে যায়, তখন কুবুদ্ধি আসিয়া ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল করিবার জন্য সবিশেষ তৎপর হয় এবং অতি নিপুণ চাটুকারের ন্যায় মনকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়া প্রসন্ন রাখে।

ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব প্রবিষ্ট হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক্ষণে আর উদাসীন নাই, গৃহে গৃহে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের সরল কোমল হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসীন হইলে এ দেশে যে কত কল্যাণ প্রসূত হইবে, তাহা আর বলিবার নহে। এখন বঙ্গ সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ বিকল রহিয়াছে। এই সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন স্ত্রীজাতি জ্ঞান ধর্ম্ম লাভের জন্য হয় নাই। তাহাদের শরীর অন্তঃপুরের প্রাচীরে বেষ্টিত; তাহাদের মন অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন। হা! আমরা আপনারাই কি জ্ঞান ধর্ম্ম সভ্যতার আলোক পাইয়া ক্ষান্ত থাকিব? আমরা কি আমাদের মাতা, স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীগণের প্রতি উদাসীন থাকিব? যাহাতে তাঁহাদের মন অজ্ঞান ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া সত্য ও ধর্ম্মের জ্যোতিতে পূর্ণ হয়, সে বিষয়ে কি কিছুমাত্র যত্ন করিব না? যত্ন করিলে অবশ্যই অচিরাৎ তাহার ফল লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। আমাদের স্ত্রীলোকেরা যে কত শীঘ্র শিখিতে পারে, তাহা বোধ হয় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। আমরা নিম্ন লিখিত যে প্রস্তাবটি প্রকাশ করিতেছি, তাহা একটি স্ত্রীলোকের রচিত। তাঁহার বয়স অতি অল্প এবং তিনি শিক্ষাও অধিক দিন পান নাই। এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া বোধ হয় পাঠক মাত্রেই তৃপ্ত হইবেন।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পথ।

সংসারের মধ্যে দুইটি পথ আছে, ধর্ম্মের পথ এবং অধর্ম্মের পথ। ধর্ম্ম পথে গেলে ইহকাল ও পরকালে প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধর্ম্ম পথে গেলে প্রথমে সুখ লাভ হয়, অবশেষে সমূলে বিনাশ পায়। ধর্ম্ম আমারদিগকে লোভ বা কোন ভয় দেখাইয়া তাঁহার পথে লইয়া যাইতে চাহেন না, তিনি এই বলেন যে যদি তোমরা আমার

পথে এসো, তাহা হইলে তোমারদের আত্মার সুখ ও শান্তি কখনই যাইবে না। যদিও অনেক কঠিন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় ও সংসারের অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হয় কিন্তু ইহাতে মন উন্নত হয় এবং পরকালে পরম গতি প্রাপ্তি হয়। অধর্ম্ম আমারদিগকে নানা প্রকার আমোদ জনক বস্তু দেখাইয়া তাহার পথে আকর্ষণ করে। সে আমারদিগকে বলে, আমার পথে মলয় পবন মন্দ মন্দ বহিতেছে, বসন্ত চির দিন বিরাজমান, বৃক্ষ সকলের নব নব পল্লব, নানাপ্রকার পক্ষির সুমধুর স্বর, চতুর্দ্দিকে সরোবর, নর্ত্তকীগণ নাচিতেছে, অপ্সরা সকল গান করিতেছে, দিবা রাত্রি আনন্দের ধ্বনি উঠিতেছে। আমার পথে ক্লেশ নাই, চিন্তা নাই। অধর্ম্মের এই সকল কথায় যে ব্যক্তি ভুলিয়া যায় ও তাহার পথে গমন করিতে উদ্যত হয়, তাহার মনে তখন সুবিবেচনা আসিয়া তাহাকে বলেন, তুমি অধর্ম্মের কথায় ভুলিওনা, অধর্ম্মের পথে অস্থায়ী সুখ, ইহাতে কেবল শরীর ও মন নিস্তেজ হইয়া যায় ও কোন ফল হয় না এবং এ পথে গেলে তোমার ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হইবে। ধর্ম্মের পথে গেলে তুমি প্রকৃত সুখ পাইবে ও তোমার মন নির্ম্মল হইবে এবং ধর্ম্ম তোমার আত্মাকে পরিষ্কৃত করিয়া ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

——০০——

ব্রহ্মবাদিনীর প্রার্থনা।

কোথা হে করুণাময় ডাকি বার বার।
তুমি বিনা অধীনীর গতি নাহি আর ॥
তোমার নিকটে নাথ করি হে প্রার্থনা।
পরিপূর্ণ কর মম মনের বাসনা ॥
ধন জন পুত্র আদি কিছু নাহি চাই।
অন্তকালে তোমার চরণ যেন পাই ॥
ঐহিকের সুখে মম নাহি প্রয়োজন।
ধর্ম্মেতে আমার সদা থাকে যেন মন ॥
নির্জ্জনে সজনে আমি যে খানেই থাকি।
তোমার সৃষ্টির মধ্যে তোমাকেই ডাকি ॥
ওহে নাথ হও তুমি সর্ব্ব মূলাধার।
কহিতে তোমার লীলা সাধ্য কি আমার ॥
তোমার মহিমা আমি কি বলিতে পারি।
অবোধ অবলা আমি জ্ঞান হীন নারী ॥
দিবাকর নিশাকর গ্রহগণ তারা।
তোমার মহিমা নাথ সাক্ষ দেয় তারা ॥
ওহে নাথ যে দিকেতে নয়ন ফিরাই।
তোমার করুণা চিহ্ন দেখিবারে পাই ॥
জীব জন্তু আদি করি পশু পক্ষীগণ।
তোমার দয়াতে সবে হতেছে রক্ষণ ॥
তুমি করিয়াছ এই জীবের সৃজন।
তোমার দয়াতে সবে হতেছে পালন ॥
করি নাথ প্রণিপত তোমার চরণে।
দয়া করি রক্ষা কর তব পুত্রগণে ॥
সম্পদ সময়ে বন্ধু সকলেই হয়।
অসময়ে তুমি বিনা নাহিক উপায় ॥
দুর্ব্বলের বল তুমি নির্দ্ধনের ধন।
অনাথের নাথ তুমি জীবের জীবন ॥
দয়াময় দয়া কর এ অধীন জনে।
বসো ওহে নাথ মম হৃদয় আসনে ॥
ভক্তি চন্দনেতে মাখি প্রীতি পুষ্প হার।
পূজিব চরণ তব বাসনা আমার ॥
ওহে পিতা অন্তরেতে হইয়া উদয়।
অজ্ঞান তিমির রাশি রাশি কর ক্ষয় ॥
কতগুলি লোক আছে এই ভূমণ্ডলে।
ওহে নাথ তোমাকে সাকার রূপে বলে ॥
ওহে পিতা দয়াময় অনাথের নাথ।
তাহা দের প্রতি কর কৃপা দৃষ্টি পাত ॥
ওহে প্রিয় ভ্রাতাগণ করি নিবেদন।
কপটতা ছাড়ি দেহ সত্য ধর্ম্মে মন ॥
যিনি সর্ব্বাশ্রয় দাতা পতিত পাবন।
কায় মন বাক্যে লই তাঁহার শরণ ॥

ভেবে দেখ তিনি বিনা সকলি অসার।
পিতা মাতা দারা সুত কেহ নহে কার॥
অতএব কর সবে ধর্ম্ম উপার্জ্জন।
ধর্ম্ম বিনা মনুষ্যের বৃথাই জীবন॥
ওহে পিতা মম প্রতি হও হে সদয়।
তুমি বিনা কেবা আর দিবে হে অভয়॥
এ সংসার অতিশয় ভয়ানক স্থান।
তুমি বিনা কোন মতে নাহি পরিত্রাণ॥
শ্বশুর শাশুড়ি আদি যত পরিবার।
সকলেই মম প্রতি করে তিরস্কার॥
তথাপি তাহাতে আমি নাহি করি ত্রাস।
অন্তরে থাকিয়া তুমি দেও হে আশ্বাস।
করেছি নির্ভর আমি তোমার উপরে।
চারি দিকে শত্রু মম কি করিতে পারে॥
যখন হৃদয়ে আমি দেখি হে তোমাকে॥
বিষয় বাসনা মম কিছুই না থাকে॥
অতএব দয়াময়, করি হে বিনতি।
তব কৃপা থাকে যেন অধিনীর প্রতি॥

———

প্রেরিত।

সকল জাতির মধ্যেই এক এক মহোৎসব প্রচলিত আছে এবং সেই সকল উৎসব প্রকৃত সত্য ধর্ম্মের অনুমোদিত হইলে তদ্দ্বারা অশেষ মঙ্গল সাধন হইতে পারে। বাস্তবিক এপ্রকার উৎসব যে আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং অতি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন সাপেক্ষ, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। জন সমাজ চিরকাল সাংসারিক কর্ম্মে নিমগ্ন থাকিয়া নির্জীবপ্রায় হইয়া যায়; কাম ক্রোধাদি রিপুগণের নিয়ত সংগ্রামে তাহা বিচ্ছিন্ন ভাব ধারণ করে, কিন্তু উৎসবের দিন তাহা যেন পুনর্জীবিত হয়। মানবগণ চির সঞ্চিত দ্বেষভাব ও স্বার্থপরতা পরিহার পূর্ব্বক পুনরায় ভ্রাতৃভাবে মিলিত হয়। যাহারা চিরকাল ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া কোন না কোন রিপুর সেবায় আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও মনে এই পবিত্র উৎসবের দিনে ধর্ম্মের অমৃতময় ভাব উদয় হয়। যাঁহারা নিরন্তর পাপাসক্ত হইয়া কুৎসিত আমোদে আমোদিত ছিলেন, তাঁহারা উৎসবের পবিত্র আনন্দ-রস উপভোগ করিয়া পাপের ঘৃণিত জঘন্য রূপ দেখিতে পান। বর্ষে বর্ষে এ প্রকার অবকাশ নিতান্ত আবশ্যক, যখন সাংসারিক বিষয় ব্যাপার বিসর্জ্জন করিয়া সকলে কেবল বিশুদ্ধ ধর্ম্ম জনিত পরম আনন্দে আনন্দিত হয়, যখন সকলে মিলিয়া অকপট হৃদয়ে ঈশ্বরের মহিমা পরিকীর্ত্তন করে, তাঁহার মঙ্গল গীত গান করে, তখনই মনুষ্যের উৎসব লোকান্তরীয় দেবতাদিগের চির উৎসবপ্রায় হয়, তখন পৃথিবী হইতে দ্বেষ, বিবাদ, শত্রুতা, সকলই অন্তরিত হয়, তখন মনুষ্যগণ পরস্পরের মুখে ব্রহ্মানন্দ জ্যোতি সন্দর্শন করিয়া উৎসাহের সহিত ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করে।

কিন্তু মনুষ্যের ভ্রম ও কুসংস্কার আসিয়া যখন এই সকল উৎসব মধ্যে প্রবেশ করে; যখন অলীক ধর্ম্ম আসিয়া তাহার নির্ম্মল স্রোতকে মলিন ও বিস্বাদ করিয়া ফেলে, তখন সেই উৎসব বিষাদের কারণ হইয়া উঠে। এদেশের দুর্গোৎসবই তাহার এক প্রশস্ত দৃষ্টান্ত স্থল। দুর্গোৎসব হিন্দুদের অতি প্রধান উৎসব। দুর্গোৎসবের আগমনে দেশের আবাল বৃদ্ধ, উচ্চ নীচ সকলের মনে মহা হর্ষ উপস্থিত হয়। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হন। নগর মধ্যে আর কোন কথারই প্রসঙ্গ থাকে না। ব্যবসায়ীগণ লাভের প্রত্যাশায় উৎসাহচিত্তে স্বীয় স্বীয় ব্যবসায়ে দ্বিগুণ পরিশ্রম করিতে থাকে। যাহারা সমস্ত বৎসর দেশত্যাগী হইয়া কর্ম্ম স্থলে বদ্ধ আছে, তাহারা এই পর্ব্বের দিবস গণনায়

তৎপর রহিয়াছেন;—অবসর হইবে—কর্ম্মের ভার মস্তক হইতে নিক্ষেপ করিবেন; বহু দিবসের পর আপন পুত্র কলত্রকে পুনরায় স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইবেন, এই আশায় তাঁহাদের হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছে। অতি দীন হীন ব্যক্তিরও অনবরত অশ্রুধারা-ধৌত আননে প্রফুল্লতার উদ্রেক হইতে থাকে।

স্বভাবও এই সময়ে অতি মনোহর বেশ ধারণ করে। সুবিস্তীর্ণ আকাশ মণ্ডল, যাহা কিছু কাল পূর্ব্বে বিষণ্ণ ভাবে ঘোর ঘনঘটাতে আচ্ছন্ন ছিল, এক্ষণে তাহা নির্ম্মল রূপ ধারণ করিয়াছে, প্রভাকরের প্রখর কর জগৎব্যাপ্ত হইয়া বর্ষা বিনষ্ট ও উদ্‌ভিদ্‌ সকলকে উত্তেজিত করিতেছে। সকলেই যেন মনুষ্যকে উল্লাস করিতে কহিতেছে। কিন্তু তথাপি এই উৎসবে কি প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি উৎসবযুক্ত হইতে পারেন? যে উৎসবে ভয়ানক পৌত্তলিক ধর্ম্মের পতাকা উড্ডীন হয়, যে উৎসবের প্রত্যেক অংশেতে জগদীশ্বরের অবমাননা করা হয়, সত্য ধর্ম্মের গৌরবের হানি হয়, কাল্পনিক ধর্ম্মের প্রভাব বর্দ্ধিত হয়, সে উৎসবে কি কোন ধর্ম্মপরায়ণ ঈশ্বরপ্রেমী ব্যক্তি উৎসাহিত হইতে পারেন। তাঁহার মন এই সাধারণ উল্লাসের মধ্যে গভীর সন্তাপ সাগরে নিমগ্ন হয়। তিনি ঈশ্বরের বিপথগামী পুত্রগণের অজ্ঞানোন্মত্ততা দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হন এবং সহজেই তাঁহার অন্তর হইতে সতত এই প্রার্থনা উত্থিত হয়, যে হে জগদীশ! কত দিন-আর কত দিন তোমার সন্তানগণ তোমা হইতে বিমুখ থাকিবে, কত দিন আর কাল্পনিক ধর্ম্ম তাহাদিগকে তোমার অমৃত হইতে বঞ্চিত রাখিবে, তোমার মঙ্গল রাজ্যে কত দিন-আর অলীক ধর্ম্মের স্রোত বহমান থাকিবে!

বাস্তবিক যে উৎসব ধর্ম্মের অনুযায়ী নহে, তাহা আপাতত সুখকর হইলেও পরিণামে অনর্থের মূল হইয়া উঠে। তাহা কেবল উচ্চৈঃস্বরে মনুষ্যের খর্ব্বতা ও কলঙ্ক ঘোষণা করে।

পূজার তিন দিন কোথায় ধর্ম্মের উৎসব হইবেক, সাংসারিক আমোদ প্রমোদ দূরীকৃত হইবেক, পাপাচরণ মন্দীভূত হইবেক, না কোথায় গৃহে গৃহে নিতান্ত কুৎসিত আমোদের কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। ইন্দ্রিয় সেবার পর্য্যাপ্তি থাকে না। পাপের স্রোত প্রবল বেগে বহমান হয়। কিন্তু যখন পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশ-ময় ব্যাপ্ত হইবে, যখন এই দুর্গোৎসবের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মোৎসব প্রচলিত হইবে, তখন মহোৎসবের প্রকৃত ফল অবশ্যই ফলিবে। হা! সে দিনের মঙ্গল উষা কবে আমাদের এই অজ্ঞানান্ধ বঙ্গ-ভূমিতে উদিত হইবে, যে দিনে ইহার এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সঙ্কীর্ত্তন হইতে থাকিবে, যে দিনে এই হতভাগ্য জাতি তাঁহার পবিত্র নাম লইয়া জীবন সফল করিবে। সে দিন যদিও ভবিষ্যতের গর্ভে রহিয়াছে, তথাপি তাহা নিতান্ত দূরে নাই। ঈশ্বরের করুণা তাঁহার সন্তানগণের প্রতি অবশ্যই শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

এই সকল গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আমি একাকী একটি তরু ছায়াতে উপবেশন করিয়া ভাবিতে ছিলাম; ক্রমে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া মনোমধ্যে একটি অপূর্ব্ব কল্পনা বা দিবাস্বপ্নের আবির্ভাব হইল। সহসা আপনাকে এক লোকারণ্য-ময় কোলাহল পূর্ণ বিস্তীর্ণ নগর মধ্যে বোধহইল। তথায় দেখিলাম, জনগণ মহা উল্লাসে মত্ত রহিয়াছে, ভয়ঙ্কর বাদ্যধ্বনি চতুর্দ্দিক হইতে উঠিতেছে। জনতা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখি যে সকলে ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া

একটা বিকটাকৃতি প্রতিমাকে অর্চ্চনা করিতেছে। প্রতিমার প্রতি অবলোকন করিলে পর বোধ হইল যেন তাহাতে মনুষ্য হৃদয়ের রিপুগণ মূর্ত্তিমান হইয়া আবির্ভূত হইয়াছে, এবং এক এক ব্যক্তি তাহাকে এক এক ভাবে অর্চ্চনা করিতেছে। কেহ তাহাকে কামের আহুতি প্রদান করিতেছে, কেহবা ক্রোধের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার পূজা করিতেছে; কেহ প্রতিমার সম্মুখে স্তূপাকার রজত কাঞ্চন রাখিয়া ভক্তি ভাবে উপাসনা করিতেছে। অপর কতিপয় ধূর্ত্ত ব্যক্তি অলক্ষিত ভাবে আস্তে আস্তে প্রতিমার পদতলে সকলকে শৃঙ্খল বদ্ধ করিতেছে। এই প্রতারকগণ, উপাসকেরা যাহা কিছু আনিয়াছিল, একে একে সকলই আত্মসাৎ করিল। ইহাতে তাহারা যাহারদিগকে কিঞ্চিৎ রোষ প্রকাশ করিতে দেখিল, তাহাদিগকেই তৎক্ষণাৎ স্বহস্ত লিখিত এক এক খানি গ্রন্থ দেখাইয়া নিরস্ত করিল।

প্রতিমার পশ্চাৎভাগে আমাদের নব্য সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তিকে দেখিলাম। তাহারা হস্তে দণ্ড লইয়া অন্তরালে থাকিয়া প্রতিমাকে ভাঙ্গিবার নিমিত্ত আঘাত করিতে ছিল। কিন্তু বোধ হইল যেন তাহারা নিতান্ত ভয়ের সহিত এই কার্য্য করিতেছে। তাহাদের আচরণ দেখিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তাহারা কখন সাহস পূর্ব্বক প্রতিমা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইতেছে; কখন বা ভয়ে পলায়ন করিতেছে; কখন বা কপট ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিমার পদতলে পতিত হইতেছে। তাহাদের মুখাবলোকন করিলে কেবল একটি শূন্য ভাব মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নগর দিবা রজনী চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত ছিল, তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় হইয়া ছিল, এই হেতু কাহাকেও হঠাৎ চিনিতে পারি নাই। এইরূপ চন্দ্রাতপ আচ্ছাদন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম যে নগরবাসীগণ কেহই আলোক সহ্য করিতে পারেন না। অপর কেহ কেহ কহিলেন যে পাছে প্রতিমার কোমলাঙ্গ সূর্য্য-কিরণ-তাপে গলিয়া যায়, এই হেতুই উক্ত চন্দ্রাতপ মস্তকোপরি বিস্তারিত হইয়াছে। যাহাহউক নগর-ময় অন্ধকার হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত নব্য সম্প্রদায়গণ তাহাদের পথ দেখিতে না পাইয়া ও অধিকতর উৎকণ্ঠিত ও অস্থির-চিত্ত হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখিলাম পশ্চিম প্রদেশ হইতে আলোক কিরণ নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। নবীন যুবক দল সেই আলোক পাইয়া উল্লসিত চিত্তে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উত্থিত হইল। এই সময়ে সহসা চন্দ্রাতপ অন্তরিত হইল, সুবিমল আলোকে নগর আলোকিত হইল; প্রতিমা আলোকের উত্তাপে ভস্মীভূত হইল, চতুর্দ্দিক স্বর্গীয় সৌরভে পরিপূর্ণ হইল, এবং দূর হইতে তেজঃপুঞ্জ কলেবর এক মহা পুরুষ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পবিত্র ভাব, শান্ত মূর্ত্তি এবং সহাস্য বদন দেখিয়া নব্যগণ ব্যগ্র ভাবে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইল। অন্ধকারপ্রিয় ব্যক্তিগণ তাঁহার জ্যোতিষ্মান্ বপুঃ দর্শনে অধীর হইয়া প্রথমে পলায়ন করিল। কিন্তু পরিশেষে সকলেই আসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। জন কোলাহল একেবারে নিস্তব্ধ হইল এবং সেই মহা-পুরুষ "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই মহা বাক্য উচ্চারণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ "একমেবাদ্বিতীয়ং" আকাশ হইতেও প্রতিধ্বনিত হইল এবং সকল লোকে তাহা উচ্চৈঃস্বরে পুনরায় উচ্চারণ করিল। নগরের কৃত্রিম ভাব দূরীভূত হইল। যাহাদের পরস্পর শত্রু

ভাব ছিল, তাহারা পুনরায় প্রণয় বন্ধনে বদ্ধ হইল। সকলেই ভ্রাতৃ ভাবে একত্র হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ব্রহ্ম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন সকলে পুনর্জ্জীবন ধারণ করিয়াছে। শোক দুঃখ বিষাদ সকলই অন্তরিত হইয়াছে এবং কেবল চতুর্দ্দিকে বিমলানন্দের উৎস উৎসারিত হইতে দেখিলাম। আমিও এই উৎসবে উৎসব যুক্ত হইয়া সেই মহা পুরুষকে ধন্যবাদ দিতে উদ্যত হইলাম। এমত সময়ে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

স্বপ্নে বা কল্পনায় এক্ষণে যাহা প্রত্যক্ষ হইল, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। বোধ হয় তাহা ঈশ্বর প্রসাদে এদেশে শীঘ্রই উপস্থিত হইবে।

অস্মদ্দেশে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি সাধনের বিহিত উপায় স্থির করিবার জন্য গত ১৮ আশ্বিন বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মদিগের যে বিশেষ সভা হইয়াছিল, তাহার কার্য্য বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ সেনের প্রস্তাবে সর্ব্ব সম্মতিতে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সরকার সভাপতি হইলেন।

সভাপতি সংক্ষেপে সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুপস্থিতি জন্য আক্ষেপ করিয়া কহিলেন যে তিনি অদ্য উপস্থিত থাকিলে এই সভা দেখিয়া কত আনন্দিত হইতেন ও উৎসাহজনক বাক্য দ্বারা সকলেরই মনে কত উৎসাহ বিধান করিতেন।

পরে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক যে সকল কারণে এই সভা আহ্বান হয়, তাহা বলিয়া নিউমন সাহেব বিলাত হইতে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক দিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ পাঠ করিলেন। তাহার ভাব এই, যে এদেশে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি জন্য যদি ব্রাহ্মসমাজ ইংলণ্ডস্থ ইংরাজ মহোদয়দিগের নিকটে আবেদন করেন, তবে তিনি সেই আবেদন পত্র সাধারণের গোচর করিয়া সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।

অনন্তর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন দ্বিতীয় প্রস্তাব ধার্য্য করিবার জন্য উঠিয়া বলিলেন, প্রথমেই অনেকের মনে এই প্রশ্ন উদয় হইতে পারে যে এতদ্দেশে বিদ্যাশিক্ষার উপায় স্থির করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ কেন অগ্রসর হইলেন। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের বিগত ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখেন, তাঁহাদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে, কারণ ব্রাহ্মসমাজ এখনো পর্য্যন্ত সাধারণের হিতজনক বিষয়ে তেমন আগ্রহের সহিত যোগ দেন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ভাব ও মহান উদ্দেশ্য যাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাঁহারাই জানিতেছেন যে কেন আজ আমরা এখানে একত্র হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল স্তুতিপাঠ মাত্র নহে, ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল ক্ষণস্থায়ী ভাব নহে, ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল মনের বিশ্বাস নহে, কিন্তু সমুদয় জীবনের উপর তাঁহার অধিকার। ব্রাহ্মধর্ম্ম শরীরে বল বিধান করেন, আত্মাতে বিশ্বাস ও মঙ্গল ভাব প্রেরণ করেন, প্রীতিকে হৃদয়ের রাজা করেন, এবং ইচ্ছাকে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অধীন করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি প্রীতির ধর্ম্ম হয় এবং তাহা যদি আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে; তবে যেখানে যে প্রকারেই হউক, দেশের যাহাতে মঙ্গল হয়, আমরা তাহাতে আনন্দিত হইব; এবং যাঁহারা সেই মঙ্গল সাধনে তৎপর তাঁহাদের সঙ্গে আমরা যোগ দিব। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইবার উপায় স্থির হউক বা জাতি ভেদ বিনাশ করিবার কল্পনাই হউক, ব্রাহ্মেরা তাহাতে যোগ দিতে সর্ব্বাগ্রে

তৎপর হইবেন। অদ্য আমরা এই গুরুতর কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্যই এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। “কর্ত্তব্য” এই শব্দ ব্রাহ্মের নিকটে কি গম্ভীর ও উৎসাহ-কর শব্দ। বিষয়ী লোকের কর্ণে এ শব্দের কিছু মাত্র গৌরব নাই; কিন্তু কর্ত্তব্যের নাম শুনিবা মাত্র ব্রাহ্মের মন গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত কম্পিত হয় এবং উৎসাহ অনলে প্রজ্বলিত হয়। অতএব আমরা ব্রাহ্ম হইয়া আমারদের কর্ত্তব্য সাধনের জন্যই এখানে একত্র হইয়াছি। আর এক প্রশ্ন এই যে শিক্ষা কার্য্যের উন্নতি সাধন করিবার ভার রাজপুরুষদের হস্তেই সমর্পিত আছে, তবে ইহাতে ব্রাহ্মদিগের হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি? রাজপুরুষেরা যতদূর করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদের প্রতি আমারদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কিন্তু রাজপুরুষেরা যে সকলই করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। তাঁহাদের হস্তে আর আর নানা কর্ম্ম রহিয়াছে, তাঁহারা আমাদের জন্য অন্ন পর্য্যন্ত পাক করিয়া দিবেন, এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। আমাদের আপনাদের যত্ন চাই, অর্থ চাই। বিদ্যা, বল, ধন, যিনি যাহা দিতে পারেন, সকলেই যদি কিছু কিছু করিয়া দেন, তবে সকলের দান একত্র হইলে কি না হইতে পারে? আমাদের যদি যথার্থ চেষ্টা থাকে, কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ থাকে, তবে আমরা কি না করিতে পারি? আমরা সকলেই ঈশ্বরের কর্ম্মচারী ভৃত্য, সত্যের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা আমাদের কার্য্য। আমরা আপনারদিগকে যত অপদার্থ মনে করি, বাস্তবিক আমরা তাহা নহি। আমাদের অন্তরে ধর্ম্মের শিখা রহিয়াছে, আমাদের আত্মাতে ঈশ্বরের ভাব নিহিত আছে। তৃতীয় প্রশ্ন এই যে এখন আমাদের অভাব কি? প্রথমতঃ এখনকার বিদ্যা শিক্ষা প্রণালী অত্যন্ত দোষাবহ, শিক্ষা দিবার যে যথার্থ তাৎপর্য্য তাহা সিদ্ধ হয় না, বুদ্ধিবৃত্তি-সকল পরিচালিত হইয়া যাহাতে তাহারা উন্নত হয়, সে প্রকার নিয়মে শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেবল কতক গুলি সত্য উদরস্থ করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। যুবকেরা যৎকালে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁহাদের বিদ্যার প্রতি অনুরাগ দেখা যায় বটে, কিন্তু যখন সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, তখন তাঁহাদের ভাব আর এক প্রকার হইয়া যায়। কেরাণী রাজ্যে একবার প্রবেশ করিলে তাহাদের সকল উৎসাহ নির্ব্বাণ হইয়া যায়। বিদ্যালয়ের ছাত্রের এক প্রকার ভাব, সংসারী হইলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। এক সময়ে যিনি দেশের কুরীতি সংশোধনের জন্য প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, আর এক সময়ে তিনিই ঘোর পৌত্তলিকতায় আপনার বিদ্যা বুদ্ধি সকলি জলাঞ্জলি দিলেন। অতএব এখন দেখা যাইতেছে, সুশিক্ষিতদিগের মধ্যেও বিদ্যা শিক্ষার কোন ফল হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ সামান্য লোকদের মধ্যে বিদ্যা প্রচারের কোন সুবিধা নাই। বিদ্যার দ্বার কেবল ধনী ও ঐশ্বর্য্যশালীর নিকটেই মুক্ত নহে। সাধারণ লোকের মন যখন অজ্ঞান ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তখন কতিপয় লোকের বিদ্যাবলে কি হইতে পারে? জাতির শৃঙ্খল যাহা আমাদের হৃদয়কে অকাট্য বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কিরূপে ভগ্ন হইবে? সাধারণ লোকের মন প্রস্তুত না হইলে দেশের কুরীতির উচ্ছেদ সাধন কখনই হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যা প্রচার। এদেশের স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অন্ধকার কারাগার সমান অন্তঃপুরে যেমন আলোকের

পথ রুদ্ধ থাকে, তাহাদের মনও তেমনি অজ্ঞান ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আবৃত থাকে। তাহারা দাসীর ন্যায় গৃহের সামান্য কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকিয়া আপনারদের জীবন ক্ষেপণ করে। দেশের উন্নতির সঙ্গে তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং তাঁহাদের সঙ্গেও দেশের উন্নতির কোন সম্পর্ক নাই। সেই অজ্ঞান ও কুসংস্কারের আবাস স্থান আমাদের অন্তঃপুরে যাহাতে বিদ্যার আলোক প্রবেশ করিতে পারে, তাহার উপায় না হইলে দেশের মঙ্গল কখনই নাই।

পরে তিনি এখনকার সময় যে প্রকার উৎসাহ সূচক ও ব্রাহ্মদিগের উপর যে প্রকার গুরুতর ভার আছে, তাহা বলিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতি থাকিতেও আমরা নিরুৎসাহ ও নিস্তেজ থাকিব, এমন কখনই হইতে পারে না। সকলে উত্থান কর, সকলে আপন আপন সাহায্য দান করিয়া দেশস্থ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিদ্যার আলোক প্রচার করিতে তৎপর হও।

এই বক্তৃতা করিয়া তিনি প্রস্তাব করিলেন যে যাহাতে বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী বিশুদ্ধ হয় ও সাধারণের হিতকারিণী হয়, তাহার সদুপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোষকতায় সর্ব্ব সম্মতিতে ধার্য্য হইল। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোষকতায় শ্রীযুক্ত কানাইলাল পাইন প্রস্তাব করিলেন যে এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য ইংলণ্ডে এক আবেদন পত্র প্রেরিত হয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে সেই আবেদন পত্র সম্পাদক মহাশয় পাঠ করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বিদ্যার ফল ও মহত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ সকলেরই চিত্ত-রঞ্জন করিলেন।

শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী প্রস্তাব করিলেন যে ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা আবেদন পত্র সমর্পণ করিবার ভার গ্রহণ করেন। ইহাতে সর্ব্ব সম্মতি হইল।

অনন্তর সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

—০০—

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ কার্ত্তিক রবিবার প্রাতে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

—০০০—

বিজ্ঞাপন।

পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্যার্থে যে চাঁদা হইয়াছিল, তাহাতে যে টাকা আদায় হয়, তাহা তৎপ্রদেশে পাঠাইয়া কিঞ্চিৎ টাকা অবশিষ্ট আছে, কিন্তু এক্ষণে তৎপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ শান্তি পাইয়াছে, অতএব যাঁহারা ঐ টাকা দিয়াছিলেন, যদি তাঁহারা তাহা ফিরিয়া লইতেচান, তবে ৯ কার্ত্তিকের মধ্যে তাঁহারা পত্র দ্বারা অবগত করিবেন, নতুবা তৎ পরেই উহা সমাজে দান স্বরূপে জমা হইবেক

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
সহকারি সম্পাদক।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ১ কার্ত্তিক বুধবার সংবৎ ১৯১৮। কলিগতাব্দ ৪৯৬২।

একমেবাদ্বিতীয়ং
তৃতীয় ভাগ
২২০ সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৭৮৩ শক
পঞ্চম কল্প
পঞ্চম কল্প
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা
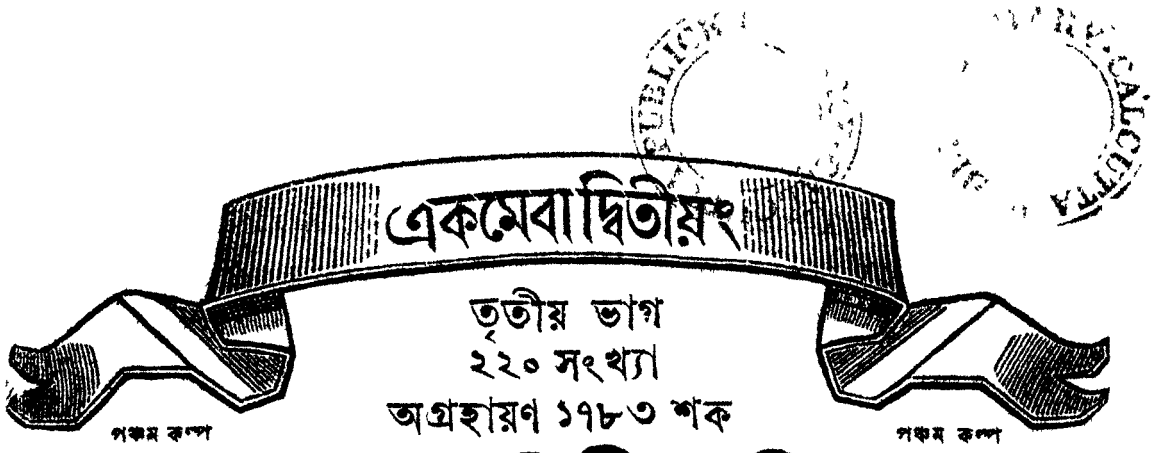
ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার-ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সায়ংকালের ব্রহ্ম-স্তোত্র।

হে পরমাত্মন্! অদ্য প্রাতঃকালে আমরা সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার আজ্ঞানুমত গৃহ-ধর্ম্ম ও সামাজিক কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; এবং প্রতি নিমেষে প্রতি নিশ্বাসে তোমারই অমোঘ সাহায্য লাভ করিয়া তোমারি প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে করিতে এক্ষণে রজনী-মুখে উপস্থিত হইয়াছি।

এখন বিষয়-কোলাহল ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ হইল, কৃষি বাণিজ্যের ব্যস্ততা অল্পে অল্পে তিরোহিত হইয়া গেল, এখন সমস্ত ভূমণ্ডল কেমন শান্ত ভাব ধারণ করিল!।

দুগ্ধ-পোষ্য শিশু যে রূপ জননীর ক্রোড়ে ন্যস্ত হইলে নিরাপদ হয়, বিহঙ্গম-দল রজনী সমাগম কালে আশ্রয়-তরু প্রাপ্ত হইলে যে প্রকার নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়, সেই রূপ আমারদিগের বিষয়-ব্যাপৃত-চিত্ত এই রমণীয় সময়ে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া শীতল ও গত-শ্রান্ত হইতেছে।

এই সুরম্য কালে তোমাকে নমস্কার না করিয়া আমরা কোন্ মনে কোন্ প্রাণে এমন সুপবিত্র বিশ্রাম-সুখ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইব। এমন প্রশান্ত সময়ে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রীতি-কুসুমে তোমার অর্চ্চনাতে নিযুক্ত না হইলে আমারদিগের আত্মার ব্যাকুলতা আর কিসে দূরীভূত হইবে। তোমার সুশীতল প্রীতি-সরোবরে এক বার অবগাহন করিতে না পারিলে, তোমার অমৃত-বারি প্রশান্ত মনে এক বার পান না করিলে আমারদিগের পরিশ্রান্ত শরীর, তৃষিত আত্মা, আর কিসে স্নিগ্ধ হইবে। সমস্ত দিন আমরা যে বিষয়ের বিষাক্তবাণে ক্ষত বিক্ষত হই-য়াছি, এক বার তোমাকে এই পবিত্র সময়ে আলিঙ্গন করিতে না পারিলে আমারদি-গের অন্তরের জ্বালা আর কিসে নিবারিত হইবে।

হে নাথ! তোমার করুণা ও মহিমার কথা কি বলিব! আমরা সমস্ত দিন বিষয়ের প্রতিস্রোতে, মোহের প্রতিকূলে, তোমার ধর্ম্মের আদেশে পদ-সঞ্চালন করিতে গিয়া দুর্ব্বলতা বশতঃ যত বার পদ-স্খলিত হইয়াছে, তুমি তত বারই আমারদিগের নিকটে প্রকা-শিত হইয়া তোমার উৎসাহ-জনন প্রফুল্ল

বদন প্রদর্শন করত আমারদের উৎসাহ-অগ্নি শত গুণে প্রজ্বলিত করিয়াছ। জননী যে রূপ স্বীয় শিশু সন্তানের হস্ত ধারণ করিয়া পদ-চালনা শিক্ষা করান, তুমি সেই রূপ সর্ব্বক্ষণই আমারদের হস্ত ধারণ করিয়া ধর্ম্ম-পথে পদ-প্রক্ষেপ করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছ। যখন আমরা বিষয়ের সঙ্গে, মোহের সঙ্গে, কুটিল স্বার্থপরতার সঙ্গে, পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম করিয়া ক্লান্ত হইয়াছি, তুমি তৎক্ষণাৎ আত্ম-প্রসাদ-রূপ অমৃত-বারি বর্ষণ দ্বারা আমারদিগের আত্মাকে অভিষিক্ত করিয়া শত গুণে বলীয়ান্ করিয়াছ।

নাথ। তোমার করুণার কি সীমা আছে। পক্ষী যেমন পক্ষ-পুট বিস্তার করিয়া স্বীয় শাবকদিগকে বিবিধ বিঘ্ন হইতে রক্ষা করে, তুমি সেই রূপ প্রতি নিয়ত আমারদিগকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া শত সহস্র বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিয়াছ। যখনি আমরা মোহ বশতঃ পাপানুষ্ঠান করিয়া আত্মাকে হীন মলিন করত তোমার সহবাসের অযোগ্য করিয়া তোমার নিকটে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছি, তুমি তৎক্ষণাৎ নিজ হস্তেই আমারদিগের অশ্রু-জল মোচন করিয়া তোমার পবিত্রতম করুণা-সলিলে মলিন আত্মাকে ধৌত করিয়া কৃতার্থ করিয়াছ।

হে পরমাত্মন্! দিবা ভাগে যে রূপ তুমি আমারদিগকে নানা বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়াছ, সেই রূপ এই ঘোর নিস্তব্ধ রজনীর অসহায় অবস্থাতে আমাদের শরীর মন ও আত্মাকে রক্ষা কর।

হে অনাথ-নাথ! তুমিই আমারদিগের চির শরণ্য, চির সুহৃৎ। আমরা পাপে মলিন হইয়া তোমার নিকটে ভিন্ন আর কাহার কাছে ক্রন্দন করিব; সৌভাগ্যে উল্লসিত হইয়া তোমার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া আর কাহার নিকটে মনোদ্বার মুক্ত করিয়া দিব; বিপদে ব্যাকুল হইয়া তোমার হস্তে আত্ম-সমর্পণ না করিয়া কি রূপে সুস্থির ও স্বচ্ছন্দ হইব।

তুমিই আমারদিগের সংসার-সাগরের পোত-কাণ্ডারী, দুঃখ হুতাশনের শান্তি-সলিল, বিপদ-সঙ্কুলের নিরাপদ দুর্গ। আমরা তোমার হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক বিশ্রাম-সুখ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইতেছি। হে করুণাকর! আমারদিগের আত্মা পুনর্ব্বার যেন নবীন উৎসাহ সহকারে পর দিনে বা পর লোকে জাগ্রত হইয়া তোমারি প্রিয় কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়, বিনীত ভাবে তোমার সন্নিধানে এই মাত্র প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

৪০

একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভার্থে অনন্য মনে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আলোচনা করিবেক; তাঁহাকে আলোচনার সময়ে নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইলে কদাপি তাঁহার সুন্দর মঙ্গল-ভাব জ্ঞাত হওয়া যায় না। তিনি এই অত্যদ্ভুত বিশ্ব-কার্য্যের কারণ ও আশ্রয় রূপে প্রতীয়মান হয়েন; অতএব সৃষ্ট বস্তু সমুদায়ের পরস্পর সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, অসীম শক্তি ও দুরবগাহ্য গম্ভীর মঙ্গলাভিপ্রায় প্রতীতি করিবেক

ও তাঁহার অমৃত-সলিলে পাপ মলা ধৌত করিয়া স্বীয় আত্মাকে তাঁহাতে সমর্পণ করিবেক।

যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি পরম পদ লাভ করেন, তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন। পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমান-রূপে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে স্থানান্তরে গমন করিতে হয় না, তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া। যদি কোন গৃহস্থের গৃহে কোন অমূল্য রত্ন গুপ্ত থাকে, আর তিনি তাহা না জানিতে পারেন, তবে তাঁহার নিকটে তাহা অপ্রাপ্ত রহিল; তদ্রূপ পরমেশ্বর আমারদিগের অতি নিকটে থাকিলেও যদি আমরা তাঁহাকে অজ্ঞাত থাকি, তবে তিনি ভূস্তর-নিহিত বহু মূল্য গুপ্ত রত্নের ন্যায় আমারদের অপ্রাপ্ত রহিলেন। যখন তাঁহাকে জানিতে পারিলাম, তখনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলাম। মনুষ্য-লোকে তাঁহাকে জানিতে আরম্ভ করা যায়, কিন্তু অনন্ত কালেও তাঁহাকে জানার শেষ হয় না। যতই তাঁহাকে জানিতে পারি, এবং আত্মাকে পবিত্র করি, ততই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হই, এবং ততই জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করিতে থাকি।

৪১

যিনি সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্মকে স্বীয় শরীরের পরমাকাশে আত্মস্থ করিয়া জানেন; তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন।

পরমেশ্বর অকাল্পনিক সত্য পদার্থ, আর কোন পদার্থকে তাঁহার ন্যায় সত্য বলা যায় না। যাহা যথার্থ বিদ্যমান আছে, তাহাকেই সত্য বলে। যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু সত্য পদার্থ, কারণ তাহারা যথার্থ বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাহারা সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল না এবং যদি পরমেশ্বর তাহারদিগকে ধ্বংস করেন, তবে ভবিষ্যতেও থাকিবেক না। স্বপ্রকাশ নিত্য পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলেন, এখনো আছেন, পরেও থাকিবেন; তিনি সত্যের সত্য, পরম সত্য, নিত্য পদার্থ।

আপনাকে আপনি যে জানে না, সেই জড় পদার্থ; আর যিনি আপনাকে আপনি জানেন, তিনি জ্ঞান-পদার্থ। মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু, বৃক্ষ প্রভৃতি আপনাকে জানে না, এই হেতু সে সকল জড় পদার্থ; আর জীবাত্মা ও পরমাত্মা আপনাকে এবং অন্যকে জানেন, এহেতু তাঁহারা জ্ঞান-পদার্থ। কিন্তু ইহার মধ্যে স্বপ্রকাশ পরমাত্মার অনির্ব্বচনীয় অসীম স্বাভাবিক জ্ঞানের সহিত জীবাত্মার পরিমিত অতি ক্ষুদ্র মানসিক জ্ঞানের তুলনাই হইতে পারে না। পরিমিত জীবাত্মার জ্ঞানও আছে, অজ্ঞানও আছে এবং ভ্রম, প্রমাদ, মোহ আছে. কিন্তু পরমাত্মার ভ্রম নাই, প্রমাদ নাই, মোহ নাই, অজ্ঞান নাই—তিনি জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ; তিনি সর্ব্বদা সমান রূপে সকল বস্তুর যথার্থ ভাব ও যথার্থ তত্ত্ব জানিতেছেন। অতএব একমাত্র তিনিই কেবল জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইতে পারেন; জীবাত্মার জ্ঞান তাঁহার জ্ঞানের আভাস মাত্র।

তিনি অনন্ত-স্বরূপ; তাঁহার জ্ঞান কি শক্তি কি মঙ্গলাভিপ্রায়, কিছুরি অন্ত পাওয়া যায় না।

যিনি এই সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্মকে অতি নিকটে আপনার আত্মাতে সাক্ষাৎ প্রতীতি করেন এবং তাঁহার ইচ্ছার সহিত আপনার

ইচ্ছার যোগ দেন; তিনি তাঁহার সহিত কামনার সমুদায় বিষয় উপভোগ করেন। পরম পিতা পরমেশ্বর যে প্রকার উদার দৃষ্টিতে জগৎসৃষ্টি করেন এবং ক্ষুদ্রতম কীট অবধি সকলের মঙ্গল সঙ্কল্প করেন; তিনিও সেই প্রকার দৃষ্টি ও ইচ্ছার অনুকরণ করেন। যাহা যাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, তাহাই তাঁহার কামনা এবং তাহাই তাঁহার কার্য্য। পরমেশ্বরের অভিপ্রায় অবশ্যই সম্পন্ন হয়, সুতরাং তাঁহার কামনাও সিদ্ধ হয়। অতএব তিনি পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন, এবং আপ্তকাম হইয়া, তাঁহার সহচর অনুচর হইয়া, তাঁহার বিশুদ্ধ সহবাসে পরিতৃপ্ত হয়েন।

৪২

যিনি সামান্যরূপে ও বিশেষ রূপে সর্ব্ব বস্তু জানিতেছেন, ভূলোকে ও দ্যুলোকে যাঁহার এই মহিমা, যিনি আনন্দ-রূপে, অমৃত-রূপে, প্রকাশ পাইতেছেন; জ্ঞান দ্বারা ধীরেরা তাঁহাকে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন।

তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ। তিনি সমুদায়ের বাস্তবিক স্বরূপ এবং যথার্থ তত্ত্ব জানেন এবং আমরা ও অন্যান্য অসংখ্য প্রকার জীব জন্তু যে পদার্থকে যে রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাও তিনি জানেন। 'এই ভূলোক ও দ্যুলোক তাঁহা হইতে সৃষ্ট ও রচিত হইয়াছে এবং তাহারা তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। উপরে অনন্ত কোটি নক্ষত্র লোক, এখানে এই আশ্চর্য্য ভূলোক; যাহাতে অসংখ্য বিচিত্র জীব-সকল স্বীয় স্বীয় ভোগ্য বিষয় লাভ করিয়া সুখে বাস করিতেছে। ভূলোক ও দ্যুলোকে তাঁহার এই মহিমা। তিনি সর্ব্বত্র আনন্দ-রূপে, অমৃত রূপে, প্রকাশ পাইতেছেন; ধীরেরা তাঁহাকে সমুদ্রের তরঙ্গে, নদীর লহরীতে, সূর্য্য চন্দ্রের প্রকাশে, মনুষ্যের মুখশ্রীতে; পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেমে, অন্তর্ব্বাহ্যে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন।

৪৩

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা আত্মরূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।

জ্ঞান-জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত মনুষ্যের যে আত্মা, তাহার মধ্যে পরমাত্মা স্থিতি করিতেছেন; এ নিমিত্তে জীবাত্মা পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ কোষ। তিনি যেমন আমারদের আত্মাতে স্থিতি করিতেছেন, তেমনি বাহিরেও সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। কিন্তু তাঁহাকে অতি নিকটে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইলে অন্তরে আপনার আত্মার মধ্যে অন্বেষণ করিতে হয়। তিনি নির্ম্মল ও শুভ্র। তিনি পূর্ণজ্ঞান ও ধর্ম্মের আবহ। তিনি জ্যোতির জ্যোতি। তিনি জ্ঞান-জ্যোতিঃ পরব্রহ্ম; সে জ্যোতির রূপও নাই এবং অবয়বও নাই, সুতরাং তাহা কদাপি চক্ষুর্গোচর নহে।

৪৪

সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না এবং চন্দ্র তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; এই বিদ্যুৎ-সকলো তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; তবে

এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে। সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরি প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে; এই সমুদায় তাঁহার প্রকাশেতেই প্রকাশিত হইতেছে।

সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি, ইহারা জড় পদার্থ সকলকেই প্রকাশ করিতে পারে। পরমাত্মা জ্ঞান-স্বরূপ; এ সকলের জ্যোতিতে তিনি প্রকাশিত হন না। পূর্ণ-জ্ঞান পরমেশ্বর কর্তৃক এই সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং ইঁহাকে অবলম্বন করিয়া ইহারা সকলে স্থিতি করিতেছে; অতএব উক্ত হইয়াছে যে সমুদায় জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরি প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে, এই সমুদায় তাঁহার প্রকাশেতেই প্রকাশিত হইতেছে।

৪৫

ইনি সকলের প্রাণ স্বরূপ, যিনি এই সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন; জ্ঞানী ব্যক্তি ইঁহাকে জানিলে আর ইঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না; ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন, এবং সৎ কর্ম্মশীল হয়েন। ইনিই ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সর্ব্ব স্রষ্টা সর্ব্বাশ্রয় পরব্রহ্মের অভাবে কিছুই হইত না, কিছুই থাকিত না; ইনি সকলের প্রাণ স্বরূপ। কি সচল চন্দ্র সূর্য্য, কি সতেজ বৃক্ষ লতা, কি সবল পশু পক্ষী, সকলের কারণ রূপে, সকলের আশ্রয় রূপে, সকলের যন্ত্রী রূপে, সর্ব্বভূতে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে পরমেশ্বর তাঁহার পরম বন্ধু। যেমন প্রিয়তম বন্ধুর গুণালোচনা ও গুণবর্ণনা করিয়া লোক পুলকিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সেই পরম সুহৃদের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া অত্যন্ত সুখী হয়েন। কেবল তাঁহারি কথা কহিতে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি জন্মে; কেবল তাঁহারি প্রসঙ্গ করিতে তাঁহার মন সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকে; অনন্য মনা হইয়া কেবল তাঁহারি চিন্তা করিতে যেমন তাঁহার আমোদ উপস্থিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে পরমেশ্বর তাঁহার পরম পিতা, তিনি পরম পূজনীয়; তাঁহারি আজ্ঞা প্রতিপালন কর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন আর কিছুই কর্ত্তব্য নহে। অতএব তিনি তদীয় স্বরূপ ও তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য সততই যত্ন করেন। যে কথা দ্বারা তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ প্রকাশ পায় এবং তাঁহার শুভ অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়, তাহার আন্দোলন করেন, তাহাই শিক্ষা করেন এবং তাহারই উপদেশ দেন; তিনি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না। পরমেশ্বরে তাঁহার সম্পূর্ণ অনুরাগ, এবং তদীয় আলোচনাতে তাঁহার নিত্য আমোদ; অতএব উক্ত হইয়াছে, ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন। কিন্তু ইঁহারদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যিনি কেবল তাঁহাতে প্রীতি করিয়া এবং তাঁহার শুভ অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষান্ত থাকেন না; কিন্তু তাঁহার সেই অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার প্রিয়কার্য্য

সাধন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, এবং সুতরাং সৎকর্ম্মশীল হয়েন। আমারদিগের মধ্যে তাঁহার প্রতি যাঁহার যত অনুরাগ জন্মিবে, এবং তাঁহার অভিপ্রায় মত কর্ম্ম করিতে যাঁহার যত যত্ন হইবে, ততই তাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইবেক এবং ততই তাঁহার মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা হইবেক। এই আমারদিগের কার্য্য, এই আমারদিগের লক্ষ্য।

৪৬

তিনি মহৎ প্রকাশবান্ ও অচিন্ত্য স্বরূপ এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। তিনি দূর হইতেও বহু দূরে আছেন এবং এই নিকটেও তিনি বর্ত্তমান; তিনি এখানেই যাবৎ বুদ্ধিজীবী জীবদিগের আত্মাতে স্থিতি করিতেছেন।

তিনিই বৃহৎ এবং তিনিই মহৎ; তাঁহার নিকটে আর কিছুই বৃহৎ নহে, আর কেহই মহৎ নহে; সেই দেদীপ্যমান পরমেশ্বর সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহার স্বরূপ অচিন্তনীয়। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম; আমারদের মন হইতেও সূক্ষ্ম। অতি দূরস্থ যে নক্ষত্র, তাহা হইতেও তিনি দূরে আছেন এবং এই অতি নিকটেও আছেন; আমারদিগের সকলের আত্মার অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছেন। তিনি সাক্ষি স্বরূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

৪৭

তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন, এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জ্ঞান-শুদ্ধি দ্বারা যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তিনিই ধ্যান-যুক্ত হইয়া নিরবয়ব পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।

প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং জ্ঞানালোচনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাঁহাকে আপনার আত্মাতে সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান কিম্বা অনশন অগ্নি সেবাদি তপস্যা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এসকল পথ তাঁহার প্রাপ্তির পথ নহে। এসকল পথে ভ্রমণ করিলে তাঁহার পথে উপনীত হওয়া যায় না। জ্ঞান-রূপ পথই তাঁহার পথ।

ইতি প্রথমখণ্ডে ষষ্ঠোধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ।

৪ মাঘ ১৭৮২ শক।

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।

সেই সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্ব-লোক-পাতা পরমেশ্বরেরই প্রীতি-নয়নের উপর সমুদয় জগৎ সংসার চলিতেছে। এই সসাগরা পৃথিবী, এই অসীম আকাশের 'অযুত অগণ্য লোক' সকলেরই প্রতি তাঁর সেই প্রেম দৃষ্টি। তিনি সমুদয় জগৎ সংসারকে প্রীতি করিতেছেন, কিন্তু এই অসংখ্য জীব জন্তুদিগের মধ্যে কাহার নিকট হইতে তিনি প্রীতি চাহেন? আর যত অচেতন সচেতন বস্তু আছে, তাহারা তাঁহাতে প্রীতি প্রত্যর্পণ করিতে পারে না; মনুষ্যই তাঁহার প্রীতিকে প্রীতি দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে। তিনি আর সমুদয় জীবকে প্রীতি করিতে-

ছেন ; কিন্তু তাহারদের নিকট হইতে প্রীতি পুনর্ব্বার চাহেন না। মনুষ্যকে প্রীতি করিতেছেন যে পুনর্ব্বার সে তাঁহাকে প্রীতি করিবে। তিনি তাঁহাকে প্রীতি দান করিতেছেন এবং তাঁহা হইতে প্রীতি গ্রহণ করিতেছেন। মনুষ্য কেবল এই জগৎ সংসারকে প্রীতি করিয়াই নিরস্ত নহেন ; কিন্তু বিশ্ব-বন্ধু যে পরমেশ্বর, তাঁহাকেও প্রীতি করিতেছেন। তিনি মনুষ্যের নিকটে প্রীতি চাহেন, এই জন্য তাঁহাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন—তিনি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহাতে তাঁহার প্রীতি করিবার সাধ্য হইতে পারে। মনুষ্যকে যদি এই প্রকার স্বাধীন ভাব না দিতেন, তবে তিনি তাঁহার নিকট হইতে প্রীতি চাহিতে পারিতেন না। যাহারা প্রকৃতিরই অধীন, তাহাদের নিকটে তিনি প্রীতি চাহেন না। যাহারা স্বাধীন, যাহারা আপন ইচ্ছাতে প্রীতি দান করিতে পারে, তাহাদের নিকট হইতে তিনি প্রীতি চাহেন—তাহারাই মনুষ্য। আমারদের ইচ্ছা চাই তাঁকে প্রীতি করি, চাই না করি—চাই তাঁর ধর্ম্ম পালন করি, চাই না করি। যদি এই প্রকার স্বাধীনতা না দিতেন, তবে কি আমরা তাঁহাকে প্রীতি করিতে পারিতাম? যদিও পারিতাম, তথাপি সে প্রীতি, প্রীতি নামের যোগ্য হইত না। প্রীতি কি বাধ্যতার অধীন না অনুরোধের অধীন? প্রীতি কি মুদ্রা দ্বারা ক্রয় করা যায়? দুর্ভাগ্য ক্রীত দাসকে কি কশাঘাত করিয়া প্রভু তাহার প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন? স্বাধীনতা প্রীতির আশ্রয় ভূমি। ঈশ্বরের ইচ্ছা, মনুষ্য তাঁহাকে প্রীতি করুক ; এই জন্য তিনি মনুষ্যকে স্বাধীন করিয়া দিলেন। তিনি আর আর সমুদয় বস্তুকে, সমুদয় জন্তুকে, প্রকৃতির অখণ্ড নিয়মে বদ্ধ করিয়া মনুষ্যকে ধর্ম্মের নিয়ম দিলেন। তিনি আমারদিগকে প্রীতি করিতে বাধ্য করেন না। যে আত্মা ধর্ম্মেতে উন্নত হইয়াছে, যে আত্মা স্বাধীন, যে আত্মা মুক্ত, যে আত্মা মঙ্গল-ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে ; তাহার নিকট হইতেই তিনি প্রীতি চাহেন। যে আত্মা পরাধীন, স্বীয় প্রবৃত্তিরই অধীন—যে আত্মা বিষয় জালে বদ্ধ হইয়া অবসন্ন হইয়াছে ; যাহার এত টুকুও বল নাই, এত টুকুও স্বাধীনতা নাই যে আপনার এক টুকু প্রবৃত্তির প্রতিকূলে গিয়া ধর্ম্মের মহান্ আদেশ পালন করে ; তাহার নিকট হইতে তিনি প্রীতি পাইতে পারেন না। আমরা তাঁহার প্রীতি, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার মঙ্গল-ভাব দেখিয়া আপনা হইতে যে প্রীতি তাঁহাতে দান করি, সেই প্রীতিই তিনি গ্রহণ করেন ; তদ্ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করেন না। ধর্ম্মের আবার এই প্রকার ভাব যে যখন আমরা ধর্ম্মেতে উন্নত হই, ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য ও রমণীয় ভাব-সকল গ্রহণ করি ; তখন প্রীতি আপনা হইতেই সেই মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরে যায়। কখন্ যায় না? যখন্ পশুবৎ আচরণ করিয়া হৃদয়ের মঙ্গল-ভাব নির্ব্বাণ করি। আর যে আত্মা যথার্থ মুক্ত—যে বিষয়ের কুটিল মন্ত্রণা-সকল অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারে—যে আত্মা ধর্ম্মেতে, মঙ্গল-ভাবে, উন্নত হইয়াছে ; ঈশ্বর-প্রীতি ভিন্ন কি আর কোন স্বাদু তাহার মিষ্ট লাগে? সে তাঁহার প্রীতির জন্য সহস্র সহস্র বিষয়-সুখ অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে, সহস্র হস্র বিঘ্ন বিপত্তি অনায়াসে কতিক্রম করিতে পারে। সূর্য্যোদয়ে যেমন রজনীর অন্ধকার আর প্রাতঃকালের কুজ্ঝটিকা দুর হয় ; প্রীতির আগমনে তাহার সকল প্রকার ভয় ও ব্যাকুলতার শান্তি হয়। সেই ধর্ম্মাত্মা সাধু পুরুষের চিত্ত-ভূমিতে আত্ম-প্রসাদের বিশদ জ্যোৎ-

স্ম। অবতীর্ণ হয়—সেই আলোক যখন তিনি আবার পরমেশ্বরের মুখচ্ছবি দেখিতে পান; তখন তাঁর কত আনন্দ। একে আত্ম-প্রসাদের পবিত্র আলোক তাহাতে ঈশ্বরের সেই বিমল মুখ জ্যোতি; এই জ্যোতি সেই জ্যোতিতে একত্র হইয়া কি আশ্চর্য্য প্রভা প্রকাশ করে। এই প্রকার দর্পণের ন্যায় আত্মা যত পরিষ্কৃত হয়, ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব তাহাতে তত স্পষ্ট পড়ে। যখন আমাদের আত্মা তাঁহার সহিত সম্মিলিত হয়; তখন সকলি সুধাময়; তখন জগৎ সংসার আর এক বেশ ধারণ করে; তখন কিছুই আর অপবিত্র নহে। এই জগৎ তাঁহারই মন্দির, সমুদয়ই তাঁর সত্তাতে পরিপূর্ণ।

যখন আমরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া আপনারদের অল্প অল্প বিষয়েই ব্যস্ত থাকি, তখনই এ সংসার আমারদের নিকটে ক্ষুদ্র ভাব ধারণ করে। ঈশ্বর অপেক্ষা আর যাহাতে অধিকতর প্রীতি স্থাপন করি, তাহার জন্যই দুঃখ পাইতে হয়। প্রচুর ধন মান অর্জন কর, আপনার প্রভুত্ব বিস্তার কর—কীর্ত্তি প্রচার কর; ইহার কিছুতেই শান্তি পাইবে না। এক পলকের মধ্যে সংসারের সকলি যাইবে। সেই ব্রহ্মপরায়ণের কথা নিশ্চয় সত্য, যিনি বিষয়ানুরাগীকে বলেন; তোমার যে প্রিয়, সে মরণশীল। সংসারে যদি ঈশ্বরকে সঞ্চয় কর, তবে চির জীবনের ধন সঞ্চয় করিলে। এ ধন পাইলে আর সকলি দেওয়া যায়। এ ধন পাইলে আর কিছুরই অভাব থাকে না। এ হইতে বিচ্যুত হইবার আর ভয় থাকে না। সকল কালে, সকল অবস্থায় ইনি আমারদের সঙ্গে থাকেন। সেই চিরজীবন-সখা কখনই আমারদিগকে পরিত্যাগ করেন না। যিনি আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চাহিতেছেন; আমরা কি এমন অকৃতজ্ঞ হইব, যে তাঁহাতে প্রীতি অর্পণ করিব না? সংসারের এমন কি বস্তু, যাতে আমাদের সকল প্রীতি সমর্পিত হইবে, এক টুকুও ঈশ্বরের জন্য রাখিতে পারিব না? সংসারের এমন কি প্রলোভন, কি আকর্ষণী শক্তি যে সংসার আমারদিগকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবে? সংসারের যে সুখ দুঃখ তাহা আমরা সকলেই জানি। সেই অকৃত অমৃত হইতে বিচ্যুত হইয়া এখানকার এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া কি হইবে? সেই অনন্ত কালের সম্বল যে ধর্ম্ম, সেই নিত্য কালের উপজীবিকা যে পরমেশ্বর; তাঁহাকে হারাইয়া আমারদের শান্তি কোথায়, আমারদের পরিত্রাণ কোথায়? এসো আমরা সকলে মিলিয়া সেই প্রীতি-স্বরূপকে প্রীতি উপহার দিয়া জীবন সার্থক করি। আমরা সপ্তাহের মধ্যে এক দিনের জন্য যে এখানে একত্র হই, ইহার ফল কি এই এক দিনেরই জন্য? এখানে যাহা অর্জন করি, তাহা যাহাতে চিরদিন আমারদের সঙ্গে থাকে, এই আমারদের উদ্দেশ্য। এখানে তাঁহার প্রেম-মুখ এমন করিয়া দর্শন কর যে তাহার আভা আর ছয় দিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে থাকে। এখানে তাঁহার প্রীতি-রস এত অধিক করিয়া পান কর যে আর ছয় দিবস তোমাকে শীতল রাখিতে পারে। আত্মার উন্নতিই আমারদের লক্ষ্য—দুই ঘণ্টা কালের ক্ষণস্থায়ী ভাবে কি হইবে? এই ভাব যদি তোমার কথাতে, কার্য্যেতে প্রকাশ না পায়—এই ভাব যদি সাংসারিক দুঃখে তোমাকে উন্নত রাখিতে না পারে—এই ভাব যদি তোমারদিগকে এমন স্থানে রাখিতে না পারে, যেখানে পাপ-তাপের অধিকার নাই; তবে এখানে আসিয়া আর কি ক-

রিলে? ধর্ম্ম এক দিনের নয়—প্রীতি দুই ঘণ্টা কালের নয়—ঈশ্বর এ কালেরই ঈশ্বর নহেন! প্রতি দিনই আমারদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে বলীয়ান্ হইতে হইবে, আত্ম-জিজ্ঞাসা করিয়া গূঢ় পাপ-সকল দূর করিতে হইবে, সংসারের সহিত প্রতি ক্ষণে সংগ্রাম করিতে হইবে, প্রীতি ও সাধুভাব প্রত্যহ অর্জ্জন করিতে হইবে, ঈশ্বরের নিকটে প্রতি দিন, প্রতি সন্ধ্যা, আমারদের হৃদয়-দ্বার মুক্ত করিতে হইবে—তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া চিরজীবন থাকিতে হইবে। তাঁহাকে এখানে অর্জ্জন করিলে সংসারে কোন ভয় থাকিবে না, কোন অভাব থাকিবে না। তাঁর মঙ্গল-ছায়াতে আপনাকে নিরন্তর আচ্ছাদিত দেখিব। মৃত্যুর সময় বিদেশ হইতে স্বদেশে যাত্রার আনন্দ হইবে। সমুদয় হৃদয়, সমুদয় মন, সমুদয় আত্মা, তাঁহাতে সমর্পণ কর। হে পরমাত্মন্! কত দিনে আমারদের সমুদয়, তোমাকে সমর্পণ করিয়া নির্ভয় হইব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২১৫ সংখ্যক পত্রিকার ৪৬ পৃষ্ঠার পর।

পরন্তু ভারতবর্ষ-বাসী আর্য্যাদিগের কি প্রকারে হিন্দু নাম হইল? পূর্ব্বতন কোন সংস্কৃত গ্রন্থেই এই নাম দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ হিন্দু শব্দ কদাপি সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত ছিল না। কিন্তু এই নাম বড় আধুনিকও নহে। খৃষ্টাব্দারম্ভের পঞ্চশতাব্দ পূর্ব্বে হেরোডোটস নামক গ্রীক গ্রন্থকার যখন ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত লেখেন, তখন তিনি এতদ্দেশ-বাসী লোকদিগকে ইন্দিয়ৈ নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু নাম অবশ্যই সিন্ধু নদীর নাম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবেক। সিন্ধু নদীর অপর পারস্থ পারসিকেরাই এই নাম প্রথমে প্রয়োগ করে; তাহাদের জেন্দ ভাষার ব্যাকরণানুসারে সিন্ধু শব্দ হইতে হিন্দু হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালাবধি ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ অপরাপর বিদেশীয় জাতিদিগের নিকট হিন্দু নামেই খ্যাত আছেন; কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং কস্মিন্ কালেও এই আরোপিত নাম গ্রহণ করেন নাই; তাঁহারা আপনারদিগের পুরাতন আর্য্য নামেরই গৌরব করিতেন।

যৎকালে আর্য্য সন্তানেরা প্রথমে ভারত-ভূমিতে প্রবেশ করেন, তখন ইহা অতি ভয়ানক নিবিড় অরণ্যময় ছিল; বেদে স্থানে স্থানে এই সকল মহারণ্যের উল্লেখ আছে। আমেরিকা নিবাসী লোকদিগের ন্যায় পূর্ব্বতন হিন্দুরাও উক্ত অরণ্য-সকল অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করণানন্তর আপনারদিগের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আগমন কালে আর্য্য সন্তানেরা এক্ষণকার তাতার জাতির ন্যায় ভ্রমণ কারী ও অস্থায়ীবাস ছিলেন। তাঁহাদের মেষ-চারণই প্রধান বৃত্তি ও জীবনোপায় ছিল। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ঋষির অধীনে বাস করিতেন। বৈদিক ঋষিগণ সন্ন্যাসী ছিলেন না। তাঁহারা এক এক বৃহৎ পরিবার মণ্ডলীর স্বামী ও শাসন-কর্ত্তা ছিলেন; তাঁহারা কদাপি সংসার পরিত্যাগ করিতেন না। সমুদায় যজ্ঞানুষ্ঠানে তাঁহারাই কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিতেন; তাঁহারাই বেদের রচনা কর্ত্তা কবি ছিলেন। যুদ্ধের সময়ে তাঁহাদেরই উপর সেনাপতিত্ব ভার অর্পিত হইত এবং

তাঁহারা বলবীর্য্য বিক্রমে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

কিন্তু হিন্দুস্থানে আগমনের পর আর্য্যগণ কৃষি কার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক নগরাদি স্থাপন করিয়াছিলেন। বেদের স্থানে স্থানে নানা প্রকার সভ্য-দেশ-প্রচলিত শিল্প কর্ম্মের উল্লেখ আছে। পরন্তু আর্য্য বংশের প্রাচীন ইতিহাস অনুধাবন করিতে হইলে সর্ব্বাদৌ তাঁহারদের ধর্ম্ম-বিষয়ক বিবরণের প্রতি দৃষ্টি পাত করা আবশ্যক, যেহেতু এই সমস্ত বিষয় বেদ হইতে বিশেষ রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হিন্দু ও গ্রীক এই দুই পূর্ব্বতন সুসভ্য জাতির পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে তাঁহারদিগের উন্নতি কল্পে একটি বিশেষ প্রভেদ প্রত্যক্ষ হয়। গ্রীকগণ প্রথমাবধি শিল্প সাহিত্যাদি সাংসারিক কার্য্যোপযোগী বিদ্যানুশীলনে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকিতেন; সুতরাং তাঁহাদিগের ধর্ম্ম বিষয়ক আলোচনা করিবার অবকাশ ছিল না, এই হেতু তাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ে অতিশয় হীন ভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু হিন্দুজাতির প্রথমাবধিই ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা স্বভাবতঃ ধর্ম্ম ও ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনাতেই আমোদিত থাকিতেন। হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত পাঠে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তাঁহারা আবহমান কাল সাংসারিক ঘটনা ও বৈষয়িক ব্যাপারের প্রতি অনাস্থা ও উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মন ধর্ম্ম ও দর্শন-শাস্ত্র বিষয়ে যে প্রকার উন্নত হইয়াছিল, তদ্রূপ উন্নতি তাঁহারা অন্য কোন বিষয়ে লাভ করিতে পারেন নাই। গ্রীক জাতির মধ্যে ঈশ্বর-বিষয়ক যে সকল সত্য বহু কাল পরে সক্রেটিস ও প্লেটো কর্ত্তৃক অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা অতি প্রাচীন কালাবধি হিন্দুদিগের মধ্যে সুস্পষ্ট রূপে প্রচারিত আছে। অতএব পুরাকালিক হিন্দুধর্ম্মের বিবরণ যে অতি বিচিত্র ও শুশ্রূষণীয়, তাহা অনায়াসেই বোধ হইতে পারে।

বেদের যথা তথা দৃষ্টি পাত করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক যে বৈদিক ধর্ম্ম এক্ষণকার হিন্দু ধর্ম্মের সহিত প্রায় কোন বিষয়েই ঐক্য হয় না। বৈদিক হিন্দুদিগের মধ্যে কস্মিন্ কালে দেব-প্রতিমা পূজার পদ্ধতি ছিল না; এক্ষণে যে সকল দেব দেবী হিন্দুদিগের মধ্যে পরম উপাস্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, বেদে তাহাদের নাম মাত্রও দৃষ্ট হয় না।

স্বভাবের আরাধনাই বেদের প্রকৃত ধর্ম্ম। বৈদিক ঋষিগণ স্বাভাবিক অনুরাগের সহিত জগতের শ্রেষ্ঠ ও প্রভাবশালী পদার্থ-সকলের অর্চ্চনা করিতেন। সূর্য্য চন্দ্র ইন্দ্র বরুণাদি দেবতাই বেদের প্রধান দেবতা এবং বৈদিক শ্লোকের অধিকাংশই এই সকল দেবতার স্তুতিতে পরিপূর্ণ।

পুরাবৃত্ত পাঠে ইহা জ্ঞাত হওয়াযায় যে মনুষ্য জাতির অজ্ঞান ও অসভ্যাবস্থায় এই রূপ প্রাকৃতিক আরাধনাই প্রশস্ত-রূপে প্রচলিত হইয়া থাকে। মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়-ধামে ঈশ্বরের ভাব নিহিত আছে; তাহা ক্রমে অঙ্কুরিত ও প্রস্ফুটিত হইয়া প্রকাশিত হয়। কি অসভ্য বর্ব্বর, কি সুসভ্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তি উভয়েরই মনে আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য-সকল বর্ত্তমান আছে। যে পর্য্যন্ত আলোচনা দ্বারা বুদ্ধি বিশেষ রূপে মার্জ্জিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ সত্য-সকল কল্পনার মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া বিকৃত বেশ ধারণ করে। মনুষ্য-সমাজের শৈশবাবস্থায় এই

আত্ম-প্রত্যয়ের নব নব উন্মেষ দর্শন করা সাতিশয় আহ্লাদ-জনক। মনুষ্যের দৃষ্টি এই বিচিত্র জগতের প্রতি সর্ব্বাগ্রেই আকৃষ্ট হয়। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত স্বাভাবিক প্রকাণ্ড ও প্রভাবশালী পদার্থ সমূহ দর্শনেই আমারদের মহৎ ও উৎকৃষ্ট ভাব-সকল উত্তেজিত হয়। ঈশ্বরের উদার মঙ্গলভাব ও মহতী শক্তির মূর্ত্তিমান আবির্ভাব যে সকল বস্তুতে প্রত্যক্ষ হয়, মনুষ্যগণ অজ্ঞানাবস্থায় সেই সকলকে কল্পনার প্রভাবে জীবিত ও দেবাত্মা মনে করিয়া অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়।

বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, এই তিন দেবতা সর্ব্ব প্রধানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এই তিন দেবতার আরাধনা সূচক স্তোত্র-সকল বেদের অধিকাংশেই দৃষ্ট হয়। অপরাপর দেবতাদিগের আরাধনা এবং তৎ সংক্রান্ত বিবরণ বাহুল্য-রূপে নাই। তাহারদিগের নাম যথা—উষা, মরুদ্গণ, অশ্বিনীদ্বয়, সূর্য্য, পূষা, রুদ্র এবং মিত্র। ঋগ্বেদের প্রথমাষ্টকে যে এক শত ত্রয়োদশ সূক্ত আছে, তাহার মধ্যে ৩৭টি সূক্ত অগ্নি দেবতার প্রতি উক্ত হইয়াছে, ৪৫টি ইন্দ্র দেবতার প্রতি, অপর ১২টি ইন্দ্রের অনুচর মরুদ্গণের প্রতি, ১১টি অশ্বিনীর প্রতি, ৪টি উষার প্রতি এবং পরিশিষ্ট চারিটী বিশ্বেদেবা অর্থাৎ সমস্ত দেবতার প্রতি উক্ত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের সর্ব্ব প্রথমেই অগ্নিদেবতার অর্চ্চনা দৃষ্ট হয়। এই অগ্নি তিন রূপে উপাসিত হইতেন। প্রথমতঃ ধরাতলস্থ সামান্য অগ্নি, দ্বিতীয়তঃ অন্তরিক্ষস্থ বিদ্যুৎরূপী অগ্নি, তৃতীয়তঃ আকাশস্থ সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি রূপী অগ্নি।

বেদে স্থান বিশেষে সূর্য্য স্বতন্ত্র দেবতা রূপে উক্ত হইয়াছেন এবং ঋষিগণ তাহাকে বিষ্ণু মিত্র বরুণ অর্য্যমা পূষা ভগ এবং ত্বষ্টা এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নামে আহ্বান করিয়াছেন; তথাপি বেদে সূর্য্য কদাচ প্রধান দেবতাদিগের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। অগ্নি সকল যজ্ঞেই প্রথমে আহূত হন। তিনিই হোতা হইয়া দেবতাদিগকে আহ্বান করেন এবং তাঁহারদের নিমিত্ত আহুতি ও পূজা বহন করেন। অগ্নি গৃহ-দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; ঋষিগণ স্বীয় স্বীয় গৃহে চির প্রজ্জ্বলিত অগ্নি রক্ষা করিতেন। অগ্নি ধন-দাতা সৌভাগ্য-প্রদ এবং সর্ব্ব দুঃখ-হন্তারক; অগ্নি শত্রুদিগকে পরাজয় করেন এবং প্রভুত ধন ধান্য গো অশ্বাদি ঋষিদিগকে প্রদান করেন। অগ্নি সকল পবিত্রতার আকর এবং সর্ব্ব পাপ বিনাশকারী। এক স্থলে অগ্নি জলাভ্যন্তরস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু এই কথার ভাবার্থ বিশেষ করিয়া প্রকাশিত নাই; বোধ হয় ঋষিগণ সমুদ্রস্থ বাড়বাগ্নি দর্শন করিয়াই এইরূপে ব্যক্ত করিয়া থাকিবেন।

ইন্দ্র মেঘের অধিপতি; বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, বৃষ্টি ও অপরাপর অন্তরিক্ষস্থ নৈসর্গিক ঘটনা-সকল ইন্দ্রের কর্তৃত্বাধীন। ইন্দ্রের মাহাত্ম্য বেদে অতি বিস্তারিত-রূপে উক্ত হইয়াছে; বৈদিক ঋষিগণ প্রায় সকল উপলক্ষেতেই ইন্দ্রের আরাধনা করিতেন। ইন্দ্র মেঘগণকে স্বীয় বজ্রের সহিত তাড়না করেন, তাহারা ভীত হইয়া বারি-বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে শস্যশালিনী করে। ইন্দ্র সকল যুদ্ধেতে আর্য্যদিগকে রক্ষা করেন, ইন্দ্র সোমরস-পানে পরিতৃপ্ত হইয়া ঋষিদিগকে সহস্র গো অশ্ব প্রদান করেন।

বরুণ দেবের বিশেষ কোন বর্ণনা নাই, অপরাপর দেবতার ন্যায় বরুণও সৌভাগ্য ও ধন প্রদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ঋষিগণ নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান লাভার্থে বিশেষ-রূপে

বরুণকেই অভিবাদন করিতেন। ঊষা দেবতার বর্ণনা পাঠ করিলে ঋষিদিগের কবিত্ব ও কল্পনা শক্তিকে প্রশংসা করিতে হয়। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে পূর্ব্বদিক্ হইতে যে অপূর্ব্ব রাগ-রঞ্জিত সৌন্দর্য্যের প্রভা প্রকাশিত হয়, তাহাকেই বৈদিক কবিগণ ঊষা দেবতা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অশ্বিনীদ্বয় চিকিৎসার দেবতা, ইহাঁরা মনুষ্যগণের রোগ নাশ ও জীবন বর্দ্ধন করেন এবং মৃত শরীরকেও জীবিত করেন। এই দেবতা দ্বয় যে যে আশ্চর্য্য চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বিবরণ হইতেও তৎকাল-প্রচলিত চিকিৎসা শাস্ত্রের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহাও জানা যাইতে পারে।

এই সকল ও অপরাপর সামান্য দেবতাদিগের অর্চ্চনাই প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, ইত্যাদি পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেব দেবীর পূজা বেদে কিঞ্চিন্মাত্রও উল্লেখ নাই। বৈদিক সময়ে অতি প্রশস্ত-রূপে বিবিধ প্রাকৃতিক পদার্থের অর্চ্চনা প্রচলিত ছিল; তাহা বলিয়া যে প্রাচীন হিন্দুগণ জগৎকারণ জগদীশ্বরকে অবগত ছিলেন না, এমত নহে। বেদের অধিকাংশই ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের স্তোত্রে পরিপূর্ণ বটে; কিন্তু মধ্যে মধ্যে ঈশ্বর-বিষয়ক ভুরি ভুরি অভ্রান্ত তেজস্বি-বচন-সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্তে ঈশ্বর-বিষয়ক যে সকল কথা উল্লিখিত আছে, তদ্দ্বারা ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে আর্য্যগণ যদিও নানা প্রকার প্রাকৃতিক পদার্থের অর্চ্চনা করিতেন, তথাপি তাঁহারা স্বভাবত এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন, সেই সূক্তের অবিকল অনুবাদ পশ্চাতে উদ্ধৃত হইল।

"অগ্রে হিরণ্য গর্ভের উদ্ভব হইল, তিনিই সকলের একমাত্র জাত, প্রভু। তিনি এই পৃথিবী এবং এই আকাশকে স্থাপন করিলেন; কে সেই দেবতা, যাঁহাকে আমরা আহুতি প্রদান করিব?"

"যিনি প্রাণদাতা, যিনি শক্তিদাতা, যাঁহার করুণা সমুদায় দীপ্তিমান দেবগণ প্রার্থনা করেন; অমৃতত্ব যাঁহার ছায়া, মৃত্যু যাঁহার ছায়া; কে সেই দেবতা, যাঁহাকে আমরা আহুতি প্রদান করিব?"

"যিনি স্বীয় শক্তি প্রভাবে এই নিঃশ্বসিত ও জাগ্রত জগতের অধিরাজ: যিনি মনুষ্য, পশু, সকলকেই শাসন করেন; কে সেই দেবতা, যাঁহাকে আমরা আহুতি প্রদান করিব?।"

"যাঁহার পরাক্রম এই তুষার-মৌলি হিমগিরি সকল, এই সমুদ্র ও দূর-প্রবাহিত নদী সকল প্রচার করিতেছে; যাঁহার এই (স্বর্গ মর্ত্ত্য) দুই লোক দুই বাহু স্বরূপ; কে সেই দেবতা, যাঁহাকে আমরা আহুতি প্রদান করিব?"

'যাঁহার দ্বারা আকাশ উজ্জ্বল হইয়াছে এবং পৃথিবী সুদৃঢ় হইয়াছে; যাঁহা হইতে স্বর্গ স্থাপিত হইয়াছে; যিনি অন্তরীক্ষে আলোক বিস্তার করিয়াছেন; কে সেই দেবতা, যাঁহাকে আমরা আহুতি প্রদান করিব।"

"যাঁহার দৃষ্টিতে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য অবিচলিত থাকিয়া যাঁহার প্রতি ভীত-ভাবে দৃষ্টি করে; যাঁহার উপর উদয় কালীন সূর্য্য কিরণ বর্ষণ করে; কে সেই দেবতা, যাঁহাকে আমরা আহুতি প্রদান করিব?"

"যেখানে প্রবল অম্বুবাহ মেঘ-সকল গমন করিয়াছিল, যথায় তাহারা বীজ সংস্থাপন পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল, তথা হইতে তিনি উত্থিত হইলেন; যিনি দ্যোতনবান্ দেবগণের একমাত্র জীবন.; কে সেই দে-

বতঃ যাঁহাকে আমরা আহুতি প্রদান করিব ?

যিনি স্বীয় পরাক্রমে অম্বুবাহ অতিক্রম করিয়া দৃষ্টি করিলেন, যে অম্বুবাহ বল প্রদান করিয়াছিল এবং যজ্ঞকে উজ্জ্বল করিয়াছিল—যিনি সকল দেবতার অধিদেব—কে সেই দেবতা যাঁহাকে আমরা আহুতি প্রদান করিব ?

তিনি যেন আমারদিগকে ধ্বংস না করেন তিনিই পৃথিবীর স্রষ্টা—তিনি মঙ্গল স্বরূপ যিনি স্বর্গকে সৃজন করিয়াছেন, যিনি এই উজ্জ্বল ও বলবন্ত অম্বুরাশিকে সৃষ্টি করিয়াছেন—কে সেই দেবতা যাঁহাকে আমরা আহুতি প্রদান করিব ?।

—০০০—

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান।

উপাসনা।

(১) প্রতিদিন অন্যূন দুই বার ঈশ্বরের উপাসনা করা বিধেয়।

(২) যে স্থানে অপবিত্র ভাব মনে উদয় হইতে পারে, বা একাগ্রতার ব্যাঘাত হইতে পারে; সে স্থানে উপাসনা করা উচিত নহে।

(৩) নির্জ্জনে যেমন নিয়মিত-রূপে ঈশ্বরোপাসনা করিবে, সেই রূপ ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের সহিত প্রীতি-রসে মিলিত হইয়া নিয়মিত-রূপে সামাজিক উপাসনা করিবেক।

(৪) শান্ত সমাহিত ও একাগ্র-চিত্ত হইয়া সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষকে অন্তরে সাক্ষাৎ দেখিয়া তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইবেক।

(৫) উপাসনার তিন অঙ্গ—প্রার্থনা, কৃতজ্ঞতা, ও আরাধনা। পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ও ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা; আমারদিগের উপর ঈশ্বরের অসদৃশ ও অপার করুণার জন্য কৃতজ্ঞতা; এবং হৃদয়ে সেই নিষ্কলঙ্ক সত্য-স্বরূপকে দর্শন করিয়া ভক্তি পুর্ব্বক তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করা তাঁহার আরাধনা।

(৬) কাল-সহকারে প্রণালী-বদ্ধ উপাসনা মৌখিক হইয়া উঠিতে পারে। কতকগুলিন শব্দ বারম্বার উচ্চারণ করিতে করিতে তাহা কণ্ঠস্থ হইয়া যায় এবং উচ্চারণের সময় তাহাদের অনুরূপ ভাব মনে উদয় না হইতে পারে। যাহাতে উপাসনা এপ্রকার মৌখিক না হয়, এমত চেষ্টা করিতে কদাপি অবহেলা করিবেক না।

(৭) কখন কখন উপাসনা করিতে গিয়া ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না এবং আত্মা নিরাশ ও নিরানন্দ হইয়া ফিরিয়া আইসে। যদিও বিষয়-চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মাকে সত্য-স্বরূপে সমাধান করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা যায়, তথাপি হয় তো চিত্তের একাগ্রতা জন্মে না ও ঈশ্বরের প্রেম-মুখ সন্দর্শনের আনন্দ লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। এপ্রকার ভাবের কারণ কি? না শরীর মন বা আত্মার অসুস্থাবস্থা; অর্থাৎ শরীরের রোগ, মনের শোক বা আত্মার পাপ-বিকার। রোগ ও বিপদের উপর আমাদের কর্ত্তৃত্ব নাই; কিন্তু পাপাসক্তি নিরাকৃত করিয়া একাগ্র-চিত্তে ঈশ্বরের পথে আত্মাকে লইয়া যাইতে সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা করিবেক, তাহা হইলে উপাসনার ফল-লাভে অবশ্যই অধিকারী ও কৃতকার্য্য হইবে।

(৮) যে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা যায়, তাহা পরিহার করিবার ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা যেন বলবতী থাকে; নতুবা সে প্রার্থনা কখন সিদ্ধ হইতে পারে না।

আত্ম-পরীক্ষা।

(১) সময়ে সময়ে আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত, আমাদের কত উন্নতি বা কত দুর্গতি হইতেছে; কত পুণ্য ও কত পাপ সঞ্চিত হইয়াছে? সংসারের কোলাহল মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত রাখা অত্যন্ত আবশ্যক।

(২) আত্মাকে পরীক্ষা করিবার সময় এই সকল বিষয় আলোচনা করিবেক—কি রূপে সময় ক্ষেপণ করিয়াছি; ত্যাগ স্বীকার করিতে কি পর্য্যন্ত সক্ষম হইয়াছি; যে যে পাপ করিয়াছি, তাহার পুর্ব্বে সাবধান হইয়াছিলাম কি না, ও তাহার পরে অকৃত্রিম অনুশোচনা করিয়াছিলাম কি না; যাহা কিছু সৎকর্ম্ম করিয়াছি তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু করিতে পারিতাম কি না; যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জন্য চেষ্টা করিয়াছি কি না।

(৩) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ অবহেলা করিবেক না। আত্মাতে একটী ছিদ্র থাকিলে অসুরেরা

আসিয়া তাহা অধিকার করে। কোন পাপকে লঘু মনে করিলে তাহার আর লঘুত্ব থাকে না। অতএব সর্ব্বদা প্রহরীর ন্যায় সতর্ক থাকিবেক।
"ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্ তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং"
"সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি এক ইন্দ্রিয়ের স্খলন হয়,তবে তাহাতেই লোকের বুদ্ধি ভ্রংস হয়; যেমন চর্ম্মময় পাত্রের এক মাত্র ছিদ্র দ্বারা সমুদয় জল নিঃসৃত হইয়া যায়"।

(৪) আপনার গুণকে অল্প ও দোষকে বৃহৎ করিয়া দেখিবেক।

(৫) যে টুকু উন্নতি হইয়াছে, তাহার জন্য দম্ভ বা অভিমান করিবেক না। যেমন হওয়া উচিত তাহার সহিত তুলনা করিলে আমাদের উন্নতি যৎ সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অধম লোকদিগের সহিত তুলনা করিলে মন আত্ম-গৌরবে স্ফীত হইতে পারে; কিন্তু আমরা যতই সাধু হই না কেন,এক বার অনন্ত উন্নতির দিকে লক্ষ্য করিলে কে না আপনার অবস্থা ভাবিয়া লজ্জিত হয়?

(৬) আপনার যথার্থ অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেক, তাঁহার কত নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছি তাহা আলোচনা করিবেক, তাঁহার ভাবের সহিত আপনার ভাব তুলনা করিবেক। তাহা হইলে উন্নতির সঙ্গে নম্রতা ও বিনয় সর্ব্বদা থাকিবে। অত্যুচ্চ পর্ব্বত-তলে প্রকাণ্ড হস্তীকে একটী ক্ষুদ্র মেষের ন্যায় বোধ হয়।

(৭) পাপ জন্য অনুশোচনার সময় ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিবেক। মনে করিবেক যে যদিও তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি,যদিও তাঁহার স্নেহময় উপদেশ বার বার হেলন করিয়াছি, তথাপি তিনি আমার উপর করুণা বর্ষণ করিয়াছেন; ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করিয়াছেন; আমাকে পরিধেয় বস্ত্র দান করিয়াছেন এবং জননী হইতেও অধিক স্নেহে আমাকে লালন পালন করিয়া নানা প্রকার সুখে সুখী করিয়াছেন। সরল মনের পক্ষে এই চিন্তা আশু উপকারিণী।

আমোদ।

(১) বৃথা আমোদ হইতে বিরত থাকিতে যত্নবান্ হইবেক।

(২) অসৎ সঙ্গে, অসৎ গ্রন্থ পাঠে, পাশা আদি ক্রীড়ায় অনর্থ পরিহাসে ও পরনিন্দায় আমোদ করিবেক না।

(৩) ব্রাহ্মের সকলই ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিতে হইবেক, তাঁহার জীবনের কোন কর্ম্ম তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে।

(৪) অতএব আমোদকে ক্রমে ধর্ম্মের পথে নিয়োগ করিতে হইবে। যাহাতে কেবল ঈশ্বরেতেই আনন্দ হয়, তাঁহার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ও তাঁহার কার্য্য-অনুষ্ঠানে আনন্দ হয়, এ প্রকার যত্ন আবশ্যক। আনন্দ এবং পবিত্রতা, কর্ত্তব্য এবং ইচ্ছা,যখন সম্মিলিত হয়; তখনি আত্মা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাব ধারণ করে। "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" "ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন; ইনিই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ"।

(৫) যাহারা আমোদ প্রমোদে অধিক আসক্ত; তাহাদের আত্মার গাম্ভীর্য্য অল্প, সত্যের ভাব শিথিল এবং ধর্ম্মের কঠোর চিন্তা ও কঠোর অনুষ্ঠানে তাহারা অশক্ত।

(৬) সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করিলে বৃথা আমোদের প্রবৃত্তি আপনা হইতেই চলিয়া যায়। আমাদের সময় অতি অল্প: কখন মৃত্যু হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই।

অর্থব্যয়।

(১) ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনোদ্দেশে অর্থ উপার্জ্জন করিবেক ও তাঁহার আদেশানুসারে তাহা ব্যয় করিবেক।

(২) স্বেচ্ছাচারী হইয়া অর্থ ব্যয় করিবেক না; ইহার জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকটে দায়ী। তিনি যাহাকে যত অর্থ দিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে সেই পরিমাণে ধর্ম্মোন্নতি সাধন চান।

(৩) সাংসারিক প্রয়োজনীয় ব্যয় সমাধা করিয়া যে ধন অবশিষ্ট থাকিবেক, তাহার ষষ্ঠাংশ ধর্ম্মোন্নতি সাধনের জন্য প্রদান করিবেক।

অভ্যর্থনা।

(১) অভ্যর্থনা যদিও সামাজিক নিয়ম মাত্র, তথাপি ইহা যেন সত্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধ না হয়।

(২) পিতা মাতা আচার্য্য প্রভৃতি গুরু লোক ভিন্ন কাহাকেও প্রণাম করিবেক না। সমানে সমানে নমস্কার করিবেক। জাতিভেদে গুরু লঘু মনে করিয়া প্রণাম নমস্কার করিবেক না।

সময়।

(১) সময় অমূল্য ধন, ইহা সকলেই জানেন। সময়ের উপর ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ভর করিতেছে। অর্থ ব্যয়ে যে প্রকার বিবেচনা ও যত্ন করা বিধেয়, সময় ক্ষেপণ বিষয়েও তদ্রূপ।

(২) সময় আর জীবনে কোন ভেদ নাই, ইহা বলিলেও বলা যাইতে পারে; যেহেতুক সময় লইয়াই আমাদিগের জীবন। যতটুকু সময় ভাল রূপে ক্ষেপণ করা যায়, ততটুকু আমারদের জীবন, আর যতটুকু আলস্য বা কুৎসিত কর্ম্মে গত হয়, ততটুকু মৃত্যুর প্রতিরূপ মাত্র। যিনি এক শত বৎসর জীবিত থাকিয়া কেবল পাঁচ বৎসর সৎকর্ম্মে ক্ষেপণ করেন, তাঁহার আয়ু পাঁচ বৎসর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব সময়কে নষ্ট করা এক প্রকার প্রাণকে আঘাত করা হয়।

(৩) আলস্য সকল পাপের মূল। সর্ব্ব প্রযত্নে ইহাকে পরিত্যাগ করিবেক।

(৪) আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী। "কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালোভবিষ্যতি"। "কে জানে অদ্য কাহার মৃত্যু-কাল উপস্থিত হইবে"। অতএব যে কয় দিবস এখানে থাকিতে হয়, তাহা সাধু কর্ম্মে সাধু চিন্তায় ক্ষেপণ করিতে কদাপি অবহেলা করিবেক না; নতুবা মৃত্যু-শয্যায় সন্তাপ করিতে হইবে।

(৫) যিনি সর্ব্বদা এ লোক হইতে অবসৃত হইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন, তিনিই উত্তম রূপে সময় ক্ষেপণ করিতেছেন।

(৬) কখন মনে করিবেক না যে আমার কর্ম্ম নাই, আমি কি করিব? ঈশ্বর যাহার লক্ষ্য, আকাশের ন্যায় অনন্ত তাহার কর্ম্ম।

(৭) সর্ব্বদা কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে জাগ্রত রাখিবেক ও মধ্যে মধ্যে মৃত্যুকে স্মরণ করিবেক।

সত্যবাক্য।

(১) সত্য কথা কহিবেক। কোন বিষয় বর্ণনা করিবার সময় এ প্রকার ভাবে বলিবেক, যদ্দ্বারা অন্যের মনে তাহা যথারূপে প্রতিভাত হয়।

(২) সহসা কখন প্রতিজ্ঞা করিবেক না। কোন গুরুতর বিষয়ে "এ কর্ম্ম করিব" না বলিয়া "ইহা করিতে চেষ্টা করিব"—"আমি ঠিক জানি" না বলিয়া "আমার এ প্রকার বোধ হইতেছে" ইহা বলা বিধেয়; কি জানি যদি সে কর্ম্ম করিয়া উঠিতে না পারি, যদি সে বিশ্বাস ঠিক না হয়।

(৩) ব্রাহ্মের কায়-মনো-বাক্যে এ প্রকার ব্যবহার করা উচিত, যাহাতে তাঁহার কথাতেই সকলে বিশ্বাস করে। তিনি এক বার যাহা বলিবেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা, যদি কেহ সন্দিগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করে, তাহা তাঁহার পক্ষে অপমান।

নির্ভর।

(১) অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত নহে। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবেক, অন্য লোকের নিকট সাহায্য লইবেক এবং আপনাকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ করিবেক।

(২) অন্যের বলের উপর আপনার উন্নতি স্থাপিত করা বালুকার উপর গৃহ নির্ম্মাণ করা বা বীর্য্যহীন শীর্ণ শরীরকে লৌহ কবচে আবৃত করার সমান। অতএব যাহাতে আত্মা নিজ বলে ঈশ্বরের দিকে গমন করিতে পারে, সেই রূপ চেষ্টা করিবেক।

(৩) যে কোন জ্ঞান উপার্জ্জন করা যায়, তাহা চিন্তা দ্বারা আপনার আয়ত্ত করিতে হইবে। মনকে কেবল উপদেশের গৃহীতা না করিয়া উপদেশের ভাবুক করিতে হইবে; নতুবা উপার্জ্জিত সত্য সঙ্কলিত পুষ্পের ন্যায় ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাইবে। যখন আলোচনা ও চিন্তা দ্বারা সত্যকে আত্মাতে বদ্ধমূল করা যায়, তখন তাহা নীরস হইতে পারে না, তাহা হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত নব নব সত্য-কলিকা প্রসূত হইতে থাকে॥

ঈশ্বর প্রসাদাৎ ইহার আর আর প্রকরণ সমাপ্ত হইলে তাহাও পরে প্রকাশ করা যাইবেক। ইহাতে ক্রমে ক্রমে এক মহৎ অভাব দূর হইবে, সন্দেহ নাই। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম হৃদয়ের ধর্ম্ম হয়—যাহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জীবিত সত্য-সকল গ্রহণ করিয়া সকল মনুষ্য প্রীতি ও পবিত্রতা লাভ করিতে পারে, তাহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যানের উদ্দেশ্য। যদি সৎ ব্রাহ্ম মহোদয়েরা এই সকল ব্যাখ্যান পাঠ করিয়া পরমেশ্বরকে তাঁহারদের অন্তরতম প্রিয়তম ঈশ্বর বলিয়া আলিঙ্গন করেন, যদি তাঁহাকে আপনার পিতা জানিয়া, পাতা জানিয়া, সখা জানিয়া, তাঁহাতে আত্ম সমার্পণ করেন—যদি ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা এবং মনুষ্যের স্বাধীনতা তাঁহারদের এক জনেরও মনে উজ্জলরূপে প্রতিভাত হয়---যদি কেহ আপনাকে স্বাধীন জানিয়া, তাঁহাকে প্রীতি করিবার অধিকার জানিয়া, সর্ব্বত্যাগী হইয়া, তাঁহাতে আপনার সর্ব্বস্ব দান করেন; যদি কোন সাধু যুবা আপনার জীবন-সহায়কে নিকটে দেখিয়া কঠোর ধর্ম্ম পালনে উৎসাহ-যুক্ত হন—যদি কোন পাপী মুমুক্ষু হইয়া পাপনুদ পরমেশ্বরকে নিকটে দেখিয়া কুটিল প্রেয়-পথ হইতে উদার শ্রেয়ের পথে ফিরিয়া আইসে; তাহা হইলেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যানের যথার্থ মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর করুন যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মধুময় সত্য সকল পৃথিবীতে বিকীর্ণ হইয়া প্রীতি ও সদ্ভাব, আশা ও আনন্দ, চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতে থাকে।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮৩ শকের ভাদ্র ও আশ্বিন এবং কার্ত্তিক মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

নাম	দান
শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী	২৫
" হরচন্দ্র দত্ত	১২৸০
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাতুরেঘাটা	১০
" রাজা কন্দর্পেশ্বর সিংহ	৬
" রাজনারায়ণ দাস	৩
" রামচন্দ্র পাল	২
" নীলমণি মিত্র	২
" দ্বারিকানাথ দে	১
" হরিমোহন রায়	১
" শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
" সুরেন্দ্রলাল সোম	১
	৬৩৸০

মাসিক দান।

নাম	দান
শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল	৫০
" গজ পতি রাও	১৯
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যোড়াসাঁক	১৬
" কালীকুমার দে	১৪
" রমণীমোহন চৌধুরী	১২
" রামগোপাল ঘোষ	১২
" কাশীপ্রসাদ ঘোষ	৯
" যাদবকৃষ্ণ সিংহ	৮
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৬
" রমাপ্রসাদ রায়	৬
" উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর	৫
" মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪
" সাগরলাল দত্ত	৪
" বৈকুন্ঠনাথ সোম	৪
" নীলমণি মুখোপাধ্যায়	৭
" রামচন্দ্র ঘোষাল	৩
" নীলকমল মিত্র	৪
" কাশীনাথ দত্ত	২
" উমাচরণ মিত্র	২
" নীলকমল বন্দোপাধ্যায়	২
	১৮৯

শুভকর্ম্মের দান।

নাম	দান
শ্রীযুক্ত কুমারনারায়ণ মিত্র	২
" লোকনাথ মৈত্রেয়	১
" রুক্মীনীকান্ত রায়	॥০
	৩॥০

এককালীন দান।

নাম	দান
শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র মিত্র	১৩॥৵১০
" গুণাভিরাম শর্ম্মা বড়ুয়া	৯
" কলুটোলাস্থ ব্রাহ্মসমাজ	৭॥৵১৫
" রাধাকৃষ্ণ মণ্ডল দ্বারা সিমলিয়া রামতনু বসুর পল্লী হইতে প্রাপ্ত	৭
" ঠাকুরপ্রসাদ রায়	৪
	৪১৶৫
দানাধারে দান প্রাপ্ত	১৯।৶১৫
	৩১৬৸৶০

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ৶০ ছয় আনা মাত্র।
১৮ অগ্রহায়ণ সোমবার সংবৎ ১৯১৮। কলিগতাব্দ ৪৯৬২
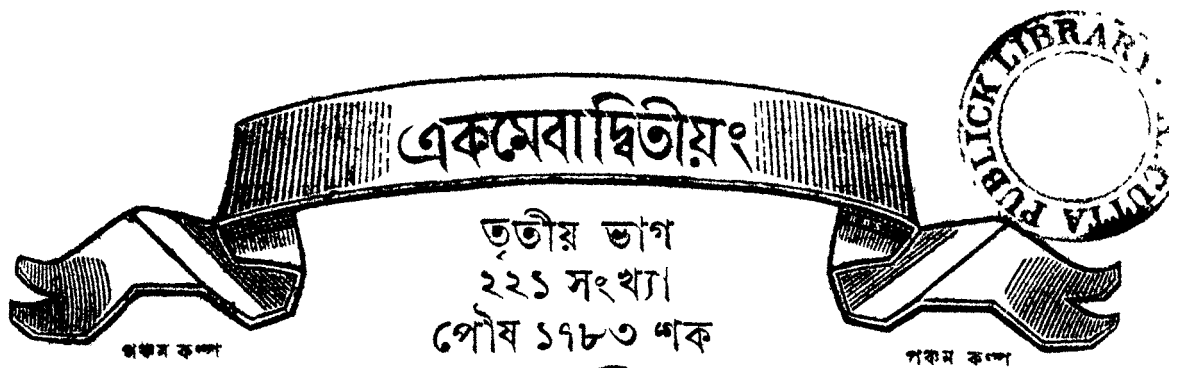
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-
-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার
ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নিবাধই একাদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১ কার্ত্তিক বুধবার, ১২৬৮।

অদ্য আমাদিগের নিবাধই ব্রাহ্মসমাজ দশম বর্ষ অতিক্রম করিয়া একাদশ বর্ষে প্রবৃত্ত হইতেছে। এই অল্পকাল মধ্যে এ সমাজের যে রূপ উন্নতি হইয়াছে, ও ইহার দিন দিন যে রূপ উন্নতির লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া কি আমাদিগের হৃদয় আনন্দ-রসে উদ্বেল হইতেছে না? বন্ধুগণ! এই সমাজ দ্বারা আমরা কি মহোপকার কি বিমলানন্দই লাভ করিতেছি। কত দিন বিষয় কোলাহলে বিষয়ী লোকের সহিত আলাপে বিষয় তাপে অতিশয় তাপিত হইয়াছি; সন্ধ্যাকালে এই সমাজের শীতল ছায়ায় আসিয়া সে সমুদয় তাপের উপশম হইয়াছে—মন বিষয়ের অতীত মহান্ পবিত্র উচ্চভাব ধারণ করিয়াছে। পরম স্নেহময় পিতামাতা পরমেশ্বর কি পরমাশ্চর্য্য যত্ন সহকারে আমাদিগের ধর্ম্ম বৃত্তি সকল লালন পালন করেন, কি রূপে তাঁহার উদার প্রীতির ভুরি ভুরি চিহ্ন সকল প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের প্রীতি আকর্ষণ করেন, তিনি কেমন আমাদিগকে তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্যপথে যাইতে নিয়তই সৎবুদ্ধি প্রেরণ ও সুমধুর উপদেশ প্রদান করেন—আমাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করেন না, আমরা নিতান্ত মোহাসক্ত ও তাঁহার প্রতি একান্ত বিমুখ হইলেও, তিনি কেমন সুযোগক্রমে আমাদিগের নির্জীব মনকে তাঁহার অমৃত রসে সজীব করেন, ও আমাদিগকে অল্পে অল্পে তাঁহার অমৃত নিকেতনে লইয়া গিয়া স্বর্গীয় সুখ প্রদান করেন, এই সমুদয় রমণীয় বিষয়ের সুচারু ব্যাখ্যান এই সমাজে শুনিয়া আমাদিগের আত্মা কত পবিত্র ঈশ্বরের প্রেমরসে কত নিমগ্ন ও পৃথিবীর মোহকোলাহল হইতে কত উত্থিত হইয়াছে। ফলতঃ এই সমাজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে বোধ হয় যে আমাদিগের প্রকৃতি যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় মঙ্গল-নীরে অবগাহন করিয়া শীতল ও পবিত্র হইয়াছে। সেই শীতল ও পবিত্রভাব কিছু অত্যল্পকাল মাত্র স্থায়ী হয় এমত নহে। যেমন কোন অস্বাস্থ্যকর স্থানবাসী ব্যক্তি,

কোন সুরম্য জল বায়ু সেবিত প্রদেশে কিছুকাল বাস করিলে তাহার শরীরের পূর্ব্ব জড়তা বিদূরিত হইয়া সে অননুভূতপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি ও উদ্যম লাভ করে, ও পুনরায় তাহার পূর্ব্বাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও যেমন কিছু দিন পর্য্যন্ত তাহার সেই নূতন উপার্জ্জিত দৈহিক বল ও উৎসাহের হ্রাস হয় না, সেই রূপ এই সংসারের বিষময় বিষম গ্লানিজনক মোহ বায়ুতে বিচরণ করিয়া আমরা যে কুটিল মলিন দশাগ্রস্ত হই, এই সমাজে আসিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া, তাঁহার মহিমা প্রতিপাদক মহাবাক্য সকল শ্রবণ করিয়া, ও ব্রহ্মরস পূরিত সঙ্গীত সুধাপান করিয়া সে মলিন ভাবের একেবারে বিলয় হয়, এবং সমাজ হইতে প্রতিগমন কালীন আমাদের ঈশ্বরের প্রতি প্রীতির বল, ধর্ম্মের বল এত অধিক হয় যে কত দিন তাহা আমাদের উপজীব্য হয়! কত দিন তাহা সংসারের দুর্গম পথে আমারদিগের সম্বল হয়, কত দিন তাহা কুপ্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে আমাদিগের অমোঘ সহায় হয়। বন্ধুগণ! এই সমাজের দ্বারা আমরা কি গুরুতর উপকার লাভ করি নাই, এ কি মহৎ উপকার নহে? পরন্তু আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা এই সমাজে অনুষ্ঠিত ঈশ্বরোপাসনা প্রতি দিন স্বীয় স্বীয় গৃহে অনুষ্ঠান করেন, প্রতি দিন ভক্তি ও প্রীতিপূর্ব্বক ঈশ্বরে মন সমাধান করিয়া একান্ত শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার প্রতি নির্ভর করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মের বল, প্রীতির বল কত অধিকতর স্থায়ী হয়—তাঁহারাই এই সমাজ হইতে যথার্থ উপকার লাভ করেন। আর দেখ, এই সমাজের দ্বারা আমাদের ভ্রাতৃ-ভাব কেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। আমরা সকল সুহৃদে মিলিয়া যখন হৃদয়-থাল ভরিয়া ভক্তি ও প্রীতি পুষ্প হার লইয়া তাঁহাকে উপহার দিতেছি, তখন আমাদের মধ্যে পরস্পর আর বিভিন্নতা কি? ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য,সাধন যাহা আমাদিগের মহান্ প্রধান কর্ত্তব্য, যাহা জীবনের মুখ্য কর্ম্ম, যখন সকলে মিলিয়া তাহাতে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি; তখন তাহাতে আমাদিগের পরস্পর প্রণয় ও সৌহার্দ্দের সীমা কি উত্তরোত্তর বিস্তৃত হইতেছে না? অতএব দেখ এই সমাজ আমাদিগকে ঈশ্বরকে ভক্তি ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে নিরন্তর স্মরণ করিতে ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে, পাপ-চিন্তা, পাপকর্ম্ম ত্যাগ করিতে, কুৎসিত দেশাচার উপেক্ষা করিয়া সহস্রবিপদ অতিক্রম করত ঈশ্বরের প্রদর্শিত সদাচার ও সুপদ্ধতি পরম্পরা অবলম্বন করিতে, আমাদিগের গ্রামের উন্নতি, দেশের উন্নতি, মনুষ্য মাত্রের উন্নতি সাধন করিতে কত প্রবৃত্তি, কত উৎসাহ বিধান করিতেছে! বিবেচনা করিলে এই ব্রাহ্মসমাজ নিবাধই গ্রামের পরমশ্রী ও সৌভাগ্যের মূল কারণ বলিতে হইবেক। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা সকলে মিলিয়া এই সমাজের উন্নতি কল্পে সাধ্যমত চেষ্টা কর, তবে ইহা হইতে আরও স্থায়িতর ফল প্রাপ্ত হইবে। তোমরা ইহার অনুরূপ সমাজ সকল এই গ্রামের সকল গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতে সযত্ন হও! সকলে স্বস্ব গৃহে সপরিবারে কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি পিতা কি পুত্র, কি ভ্রাতা কি ভগিনী সকলে মিলিয়া প্রতি দিন ঈশ্বরারাধনা কর, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবন সার্থক হইবে? হে পরমাত্মন্! তোমাকে পাইবার জন্য আমাদিগের মন তৃষিত চাতকের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। বিষয়-মরীচিকা প্রলোভনে আমরা সংসারারণ্যে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু আ-

মাদের সুখ-তৃষ্ণা বিষয় দ্বারা কোনমতেই শান্তি হয় না। তুমিই সুখ-তৃষ্ণার পরম শান্তি। তোমাকে পাইলে আমাদের সুখের আর পরিসীমা থাকে না। তোমাকে সতত হৃদয়ধামে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখা, তোমার নিকট থাকিয়া নির্ম্মল ও পবিত্র হওয়াই তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া। হা! তুমি আমাদিগের হৃদয়ে সতত বিরাজ করিতেছ, ও আমাদিগকে পবিত্র হইতে সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেছ কিন্তু আমরা তোমাকে দেখিয়াও দেখি না ও তোমার অমৃতময় উপদেশ শুনিয়াও শুনি না। হে দয়াময়! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম—তুমি আমাদিগের মোহান্ধকার বিনষ্ট কর, আমাদিগকে তোমার অমৃতময় পথে লইয়া যাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

সপ্তম অধ্যায়।

৪৮

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পতি; সেই পরাৎপর, প্রকাশবান্, ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই।

তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, রাজাধিরাজ, সকলের ঈশ্বর। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। জগতে যাহার যত ঐশ্বর্য্য আছে, সকলই তাঁহার ঐশ্বর্য্য, যত ঐশ্বর্য্যের প্রভু আছে, সকলেরি তিনি প্রভু; সকলের তিনি মহেশ্বর। তিনি এই ভুমণ্ডলস্থ রাজ্যেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর এবং এই পৃথিবী লোক অপেক্ষা অন্য অন্য শ্রেষ্ঠ লোকস্থ দেবতাদিগেরও অধীশ্বর। জগতের যে ভাগে যে লোকে মনুষ্য অপেক্ষা জ্ঞান-ধর্ম্ম প্রীতিতে উন্নত যত উৎকৃষ্টতর জীব আছে, তাঁহারা সকলে দেব শব্দের বাচ্য; সেই সকল দেবতাদিগেরও তিনি পরম দেবতা, পরম পূজনীয়, এবং নিয়ন্তা। তিনি সকল প্রতিপালকদিগের প্রতিপালক। তিনি শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ; তাঁহার পর আর কেহ নাই। তিনি আমারদিগের সেবনীয়, তিনি আমারদিগের স্তবনীয়, তিনি আমারদিগের অতি শ্রদ্ধেয় পরম-পূজনীয়, হয়েন।

৪৯

তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই, এবং কাহাকেও তাঁহার সমান বা কাহাকেও তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ দেখা যায় না। ইহাঁর বিচিত্র ও মহতী শক্তি সর্ব্বত্র শ্রুত হয়, এবং জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া ইহাঁর স্বভাব-সিদ্ধ।

শরীর এক যন্ত্র বিশেষ, এক কার্য্য বিশেষ; পরমেশ্বরের শরীর-রূপ যন্ত্র নাই, তিনি কোন শরীর রূপ যন্ত্রেরও অধীন নহেন, তিনি কাহারও কার্য্যও নহেন। তাঁহারি কার্য্য সমুদায়, তিনি একমাত্র কারণ স্বরূপ; তাঁহার শরীর নাই ও তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই; অথচ তিনি সকল দেখিতেছেন এবং জানিতেছেন। তিনি একমাত্র সকল হইতে শ্রেষ্ঠ; তাঁহার কেহ সমান নাই, তাঁহা হইতে কেহ অধিক নাই। তিনি এই সকলের স্রষ্টা, আর সকল বস্তুই সৃষ্ট। তিনি এই বিশ্বরূপ মহারাজ্যের রাজা, আর সকলে তাঁহার প্রজা। তিনি আমারদিগের পরম পিতা, আমরা সকলে তাঁহার সন্তান। তিনি আমাদিগের প্রভু, আমরা তাঁহার

আজ্ঞাধীন ভৃত্য। সকলি তাঁহার নিয়মাধীন; তাঁহার নিয়মানুসারে উৎপন্ন হইতেছে এবং তাঁহারি নিয়মানুসারে ভগ্ন হইতেছে। কি নভোমণ্ডল পর্যাবেক্ষণকারী জ্যোতির্ব্বেত্তা, কি ভূগর্ভানুসন্ধানকারী ভূতত্ত্ববেত্তা, কি শারীরিক-নিয়ম নিরূপক শরীর-বিধান-বেত্তা কি ভৌতিক-পদার্থ-তত্ত্ব-নির্ণায়ক পদার্থবিদ্যা বিসারদ-পণ্ডিতেরা, কি আত্মতত্ত্ব-সন্ধায়ী সূক্ষ্মদর্শী সুধীগণ, সকলেই তাঁহার আশ্চর্য্য অচিন্ত্য শক্তি কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহারদের সকলের নিকট হইতেই সর্ব্বত্র তাঁহার মহীয়সী শক্তির বিস্তারিত বর্ণনা শ্রুত হওয়া যায়।

আমরা যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া অল্পে অল্পে বুদ্ধির যুক্তি পরম্পরা ক্রমে এক এক বিষয় বিবেচনা করি; তাঁহার জ্ঞান ক্রিয়া সেরূপ নহে। আমরা যেমন শরীরস্থ মাংসপেশী দ্বারা বল প্রকাশ করি, তাঁহার বল-ক্রিয়া সেরূপ নহে। তিনি স্বভাবতঃ একেবারেই সমুদায় জানিতেছেন, এবং ইচ্ছানুসারে একেবারেই অচিন্ত্য অলৌকিক শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার মঙ্গলাভিপ্রায় সম্পাদন করিতেছেন। কোন বিষয় জানিবার নিমিত্তে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অন্যের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় না, এবং স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিবার নিমিত্তেও তাঁহার অন্য কোন উপকরণ আবশ্যক করে না। তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া এবং বল-ক্রিয়া স্বভাব-সিদ্ধ। যাঁহা হইতে জ্ঞান বিশিষ্ট এই অনন্ত-জীব সকল উৎপন্ন হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য তাঁহার জ্ঞান। এবং যাঁহা হইতে এই বস্তু সকল সৃষ্ট হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, কি মহতী তাঁহার শক্তি।

৫০

জগতে তাঁহার কেহ পতি নাই এবং নিয়ন্তাও নাই এবং তাঁহার কোন অবয়বও নাই। তিনি সকলের কারণ ও মনের অধিপতি; ইঁহার কেহ জনক নাই এবং অধিপতিও নাই।

তিনি নিত্য, নিরবয়ব, স্বতন্ত্র, জন্ম রহিত, মহান্ আত্মা।

৫১

এই পরমেশ্বর বিশ্বকর্ম্মা ও মহাত্মা; ইনি লোকদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা সম্যক্-রূপে স্থিতি করিতেছেন। ইনি মনোগত সংশয় রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হন। যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

এই পরমেশ্বর বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন এবং রচনা করিয়াছেন, অতএব তিনি বিশ্বকর্ম্মা। তিনি মহাত্মা, তিনি জীবাত্মার ন্যায় ক্ষুদ্র নহেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং লোকের হৃদয়-ধামেও সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন। তিনি কুসংস্কার রহিত সুমার্জ্জিত বুদ্ধিতেই প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা দুশ্চরিত হইতে বিরত ও পবিত্র হইয়া এবং জ্ঞান দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহাকে জানিতে পারেন, তাঁহারা তাঁহার সহবাস-জনিত ভূমানন্দ নিত্যকাল উপভোগ করেন।

৫২

তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ় রূপে প্রবিষ্ট আছেন, তিনি আত্মাতে স্থিতি করেন ও অতি সঙ্কট স্থানে থাকেন, এবং

নিত্য হয়েন; ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।

পরমাত্মা ইন্দ্রিয় গোচর নহেন, বুদ্ধি বৃত্তিকে মার্জ্জিত ও পরিচালিত করিয়া তাঁহাকে জানিতে হয়, অতএব তিনি দুর্জ্জেয়। তিনি কি দুর্গম কি সুগম; কি অন্তরে কি বাহিরে; সকল স্থানেই সকল বস্তুতে গূঢ় রূপে প্রবিষ্ট আছেন। অনন্যমনা হইয়া পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ করাকে অধ্যাত্ম-যোগ কহে। যখন পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ হয়, তখন তিনি বিষয় জনিত হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হইয়া অতি প্রার্থনীয় পরমোৎকৃষ্ট বিমলানন্দ উপভোগ করেন।

৫৩

তাঁহারা নিশ্চয় রূপে এই পুরাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরব্রহ্মকে জানেন, যাঁহারা ইহাঁকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনের মন বলিয়া জানেন।

যাঁহারা তাঁহাকে সকলের চেতনাবান্ কারণ ও আশ্রয় বলিয়া জানেন, তাঁহারা তাঁহাকে নিশ্চয় রূপে জানেন।

৫৪

পরমেশ্বরকে একই জানিবেক, ইনি উপমা রহিত এবং নিত্য। এই নির্ম্মল জন্মবিহীন মহানাত্মা আকাশের অতীত, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ এবং অবিনাশী।

ইনি এক মাত্র এবং উপমা রহিত; এমন কোন বস্তু নাই, যে তাহার সহিত তাঁহার উপমা দেওয়া যায়। তিনি সমস্ত বস্তু হইতে ভিন্ন, তিনি আকাশের অতীত।

৫৫

যাঁহার নিয়মে অহোরাত্র দ্বারা সম্বৎসর পরিবর্ত্ত হইয়া আসিতেছে; সেই জ্যোতির জ্যোতি, অমৃত, এবং সকলের আয়ুর কারণ পরব্রহ্মকে দেবতারা নিয়ত উপাসনা করেন।

অন্য অন্য লোকে মনুষ্য অপেক্ষায় জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রীতিতে উন্নত যে সকল উৎকৃষ্ট জীব আছে, তাঁহারা পরব্রহ্মকে নিয়ত উপাসনা করেন। যেমন দেবতারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তদ্রূপ মনুষ্যেরও তাঁহাকে উপাসনা করিবার অধিকার আছে; ইহা আমারদিগের সামান্য গৌরব ও সামান্য সৌভাগ্য নহে।

৫৬

সকলই তাঁহার বশে রহিয়াছে, তিনি সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের অধিপতি। সাধু কর্ম্মে তাঁহার বৃদ্ধি হয় না এবং অসাধু কর্ম্মেও তাঁহার হ্রাস হয় না।

পরমেশ্বর যাহাকে যে নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন, সে সেই নিয়মেই রহিয়াছে; কেহ তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাধিপতি। মনুষ্য যেমন সদসৎ কার্য্যানুসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার সে রূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার স্বরূপ এরূপ পরমোৎকৃষ্ট, যে তদপেক্ষায় আর উৎকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং স্ব-

ভাবতঃ এ প্রকার অপরিবর্ত্তনীয়, যে কদাপি পরিবর্ত্ত হইয়া অপকৃষ্ট হইতে পারে না।

৫৭

ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সমস্ত বস্তুর অধিপতি, ইনি সর্ব্বভূতের প্রতিপালক, ইনি লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিতেছেন।

প্রজাপালক পরমেশ্বর এ প্রকার দৃঢ়-বন্ধ নিয়ম-প্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, যে কোন ক্রমেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া সংসারের উৎপাত উপস্থিত হইতে পারে না! কিঞ্চিৎ অনিষ্টোৎপত্তির সূচনা হইতে হইতেই আপনা হইতে তাহার প্রতীকার হয়। অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইলেই অবিলম্বে বারি-বর্ষণ হইয়া ভূমণ্ডল শীতল করে, এবং দুরন্ত লোকের দৌরাত্ম্য দ্বারা লোক যাত্রা নির্ব্বাহের বিশিষ্ট-রূপ ব্যাঘাত হইতে আরম্ভ হইলেই অন্য লোকে মিলিত হইয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা তাহার নিবৃত্তি করে। কিছুতেই সংসারের উচ্ছেদ দশা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। পরমেশ্বর "লোক ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন।"

৫৮

ইহাঁতে দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, এবং মন ও ইন্দ্রিয় সমুদয় আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য-সকল পরিত্যাগ কর; ইনি অমৃত লাভের সেতু-স্বরূপ হইয়াছেন।

ইনি সকলেরি রক্ষক এবং সকলেরি আশ্রয়। ইহাঁকে জান ও অন্য বাক্য পত্যাগ কর। ইঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহিবে না, কোন চিন্তা করিবে না, কোন কার্য্যে রত হইবে না। সম্যক্ রূপে ইহারই শরণাপন্ন হইবে; তবে পাপ, তাপ, মোহ হইতে মুক্তি পাইয়া অমৃত লাভ করিবে, ইনি অমৃতের সেতুস্বরূপ।

৫৯

এই পরমাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; ইনি সর্ব্বজ্ঞ। ইনি কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়েন নাই এবং আপনিও অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই।

জন্ম-মৃত্যু-বিকার-বিহীন, ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য, পরমাত্মা হইতে এই সমুদায়ই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তিনি আপনি কিছুই হয়েন নাই। দুগ্ধ পরিণত হইয়া যেমন দধি হয়, মৃত্তিকা রূপান্তর হইয়া যেমন ঘট হয়, এবং স্বর্ণ অবস্থান্তর হইয়া যেমন কুণ্ডল হয়, তিনি সে রূপ কোন বস্তু রূপে পরিণত হয়েন নাই। রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, মরীচিকায় যেমন জল ভ্রম হয়, এবং শুক্তিকায় যেমন রজত ভ্রম হয়, তাঁহাতে সে রূপ ভ্রম হইয়া যে এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও নহে। তিনি এই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ পদার্থ। তিনি স্বয়ং জড়ও হয়েন নাই এবং জীবও হয়েন নাই। তিনি সেব্য ও উপাস্য এবং আমরা সকলে তাঁহার সেবক ও উপাসক।

৬০

যিনি জ্যোতির্ম্ময়, যিনি অণু হইতেও সূক্ষ্মতর এবং যাঁহাতে লোক-সকল ও লোকনিবাসী

জীব-সকল স্থাপিত রহিয়াছে, তিনিই সত্য, তিনি অমৃত, তিনি আত্মার দ্বারা বেধনীয়। অতএব হে প্রিয় শিষ্য! তোমার আত্মার দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ কর।

হে প্রিয় শিষ্য। তোমার আত্মাকে সর্ব্বান্তরতর পরমাত্মা হইতে অন্তর করিও না, তাঁহা হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দীন ভাবে মুহমান হইও না; কিন্তু তাহাকে পবিত্র করিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যাও, একাগ্র-চিত্ত হইয়া তাহার দ্বারা পরমাত্মাকে বিদ্ধ কর, এবং অধ্যাত্মযোগ-জনিত পরমানন্দ উপভোগ কর।

৬১

প্রণব ধনুঃ স্বরূপ, জীবাত্মা শরস্বরূপ, এবং পরব্রহ্ম লক্ষ্য স্বরূপ; প্রমাদ-শূন্য হইয়া সেই প্রণব ধনুর অবলম্বনেতে জীবাত্মারূপ শর দ্বারা ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেক। আর যেমন শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ-রূপে আবৃত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণ-রূপে আবৃত হইবেক।

ওঁকারকে প্রণব বলে। ওঁকারের অর্থ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা; ইহা পরব্রহ্মের প্রতিপাদক শব্দ। জীবাত্মাকে শরস্বরূপ কল্পনা করিয়া এবং ওঁকার শব্দকে ধনুঃস্বরূপ কল্পনা করিয়া জানান হইয়াছে, যে যেমন কোন লক্ষ্যের প্রতি শর নিক্ষেপ করিবার জন্য ধনুকে অবলম্বন করা আবশ্যক হয়, সেই রূপ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া জীবাত্মাকে তাঁহার সমীপস্থ করিবার নিমিত্তে তৎপ্রতিপাদক শব্দ আশু উপকারী হয়। যাঁহার আত্মা ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি জানিয়াছেন যে যেমন তাঁহার আত্মা পরব্রহ্ম দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, সেই রূপ সমুদায় জগৎ তাঁহারই দ্বারা আবৃত রহিয়াছে।

৬২

কঙ্করশূন্য, তপ্তবালুকা-বর্জ্জিত, সমান ও শুচি দেশে উত্তম জল, উত্তম শব্দ ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম স্থানে, প্রতিবাদীর অনভিমুখে; ও সুন্দর-বায়ু-সেবিত বিরল স্থানে স্থিতি করিয়া পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিবেক।

যে স্থানে অবস্থিতি করিলে অন্তঃকরণ প্রশস্ত ও অনায়াসে ঈশ্বরে মনঃসংযোগ হয়, সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করাই বিধেয়। দুর্গন্ধ, উত্তপ্ত, অপরিষ্কৃত অথবা অন্য কোন প্রকার অসুখদায়ক স্থানে অবস্থিতি করিলে অন্তঃকরণে মালিন্য জন্মে এবং উপযুক্ত মত ঈশ্বরেতে আত্মার অভিনিবেশ হয় না। কিন্তু যে স্থান অতি বিরল, পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন, স্নিগ্ধ ও অবন্ধুর, এবং যেখানে মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে, জলহিল্লোল ও বৃক্ষপত্রের সুশ্রাব্য শব্দ শ্রুত হইতেছে, এবং যেখানে বিপক্ষ প্রভৃতি চক্ষুঃপীড়াদায়ক কোন পদার্থ নাই; সে স্থান অপেক্ষায় আর কোন্ স্থান অধিক

মনঃপূত হইতে পারে? এ প্রযুক্ত এই রূপ পরম পবিত্র সুখকর স্থানে অবস্থিতি করিয়া উপাসনা করিতে ব্রহ্মবাদিদিগের অভিমত। যে স্থানে মন প্রশস্ত ও নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারে, এমন স্থানেই উপাসনা কর্ত্তব্য; কারণ মন উদ্বিগ্ন ও উত্ত্যক্ত হইলে উপাসনা কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় না।

৬৩

বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নতি দ্বারা সমভাবে শরীর স্থাপন করিয়া মনের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমুদায়কে হৃদয়ে সন্নিবেশ পূর্ব্বক সংসারার্ণবের ভয়াবহ স্রোত-সকলকে ব্রহ্ম-স্বরূপ ভেলকের দ্বারা উত্তীর্ণ হইবেক।

পূর্ব্বে যে রূপ স্থানের বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই রূপ উপাসনা কালে কি প্রকারে উপবেশন করিবেক, তাহাও এই বচনে প্রাপ্ত হইতেছে। পুনঃপুনঃ কুব্জভাবে বসিলে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হইয়া মেরুদণ্ড বক্র ভাব প্রাপ্ত হয়। এক দিকে হেলিয়া থাকিলেও তাদৃশ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নত করিয়া ঋজু হইয়া বসিলে শারীরিক নিয়ম রক্ষা হয় এবং মনও সুস্থির হয়। অতএব উপাসনা কালে এই প্রকারে উপবেশন করিবার বিধান প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে যে প্রকারে উপবেশন করিলে শরীরের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না, এবং মনেরো অস্বচ্ছন্দতা জন্মে না, সেই প্রকারে উপবিষ্ট হইয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেক।

উপাসনা কালে ইন্দ্রিয়-সকল নানা দিকে ধাবমান হইলে এবং মন নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইলে পরমেশ্বরে কদাপি আত্মার অভিনিবেশ হয় না। একারণ তৎকালে ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি ও মনোবৃত্তি সমুদায়কে হৃদয়ে সন্নিবেশ করিবেক—তাহারদিগকে নানাপ্রকার বাহ্য বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতে দিবেক না। তৎকালে পরম প্রীতিভাজন সর্ব্বান্তরতর পরমেশ্বরের শ্রবণ মননেতে অন্তঃকরণকে নিযুক্ত রাখিয়া এবং তাঁহাতে আপনার আত্মাকে সমাধান করিয়া অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্ভোগ করিবেক।

ইতি প্রথমখণ্ডে সপ্তমোধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ।

২৫ মাঘ ১৭৮২ শক।

যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে। এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পরমাত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।

পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ ভাব এখানে আমারদের কত উপার্জ্জন হইল; তাঁহার বিশুদ্ধ-স্বরূপ মনে কত প্রতিভাত হইল; তাঁহার সহিত সম্বন্ধের কত অনুভব হইল; এক বার তাহার আলোচনা কর। আমরা জানিয়াছি যে যিনি আমারদের ঈশ্বর, তিনি "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ।" তিনি এমন কোন বস্তু নন, এমন পিতা নন যে তাঁহাকে প্রীতি করিতে পারি না; তাঁহার সহিত সহবাস করিতে পারি না; তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না। তিনি এমন কোন অদৃশ্য অলক্ষ্য স্থানে নাই যে আমরা তাঁহার সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হইতে পারি না। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে যাঁহার উপাসনার

জন্য আমরা এখানে সম্মিলিত হই; তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই বাস করিতেছেন, আমারদের প্রীতি পুষ্প গ্রহণ করিতেছেন, আমারদের প্রার্থনা-বাক্য শ্রবণ করিতেছেন। এই সত্য আমারদের আত্মাতে দৃঢ় মুদ্রিত হইয়াছে। আমারদের যিনি ঈশ্বর, তিনি চির কালের ঈশ্বর। পূর্ব্বে এককালে যখন চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, তারা কিছুই হয় নাই, এক নিবিড় অন্ধকার মাত্র প্রসারিত ছিল; তখন কেবল সেই স্বপ্রকাশ জ্যোতির জ্যোতি পরমেশ্বর অনন্ত-রূপে বিরাজমান ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন, আর সকলি হইল। বীজ হইতে যেমন ব্রীহি যবাদি হয়, সে প্রকার কোন অন্ধ শক্তি হইতে জগৎ হয় নাই; কিন্তু জ্ঞান-স্বরূপ ইচ্ছাবান্ পরম পুরুষ হইতে এই সমুদয় সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁর সেই ইচ্ছার এখনো বিরাম হয় নাই—কিন্তু সেই ইচ্ছা-স্রোত অদ্যাপি প্রবাহিত রহিয়াছে। তিনি সকলের সৃষ্টি-কর্ত্তা। তিনি সকলের আশ্রয়-দাতা। তাঁহার ইচ্ছাতে সকলি উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার ইচ্ছাতেই সকলে স্থিতি করিতেছে। আমরা এখান হইতে ইহা অপেক্ষা আর এক অমূল্য সত্য জানিয়াছি। এই যে তিনি আর সকলকে আশ্রয় দিতেছেন; সমুদয় জগৎ সংসারকে প্রীতি করিতেছেন; কিন্তু মনুষ্যের নিকট হইতে পুনর্ব্বার প্রীতি চাহেন। সকলে তাঁহার প্রীতি দৃষ্টির উপর চলিতেছে কিন্তু তাহাদের নিকটে প্রীতি চাহেন না; মনুষ্যের নিকট হইতেই প্রীতি গ্রহণ করিতেছেন। আমারদের সঙ্গে তাঁহার এই বিশেষ সম্বন্ধ। এখানকার আর আর জীব জন্তুদের মধ্যে এ সম্বন্ধ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তিনি যেমন আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চান, আমরাও যাহাতে তাঁহাকে প্রীতি প্রত্যর্পণ করিতে পারি, এ প্রকার অধিকার দিয়াছেন। সেই অধিকার আমারদের স্বাধীনতা। তিনি আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া প্রীতি করিবার সাধ্য দিলেন। আমারদের আত্মাকে ধর্ম্মেতে উন্নত করিলেন, মঙ্গল-ভাবে সম্পন্ন করিলেন যে আমরা তাঁহার সৌন্দর্য্য ও রমণীয় ভাব-সকল দেখিয়া আপন ইচ্ছাতে তাঁহাকে প্রীতি করি। এই আমারদের অধিকারের প্রধান অধিকার, এই আমারদের সমুদয় জীবনের পরম লক্ষ্য। সেই প্রেম-স্বরূপ যখন আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চান, আমরাও যেন প্রীতির সহিত সমুদয় আত্মা তাঁহাতে সমর্পণ করি। হৃদয়কে পবিত্র করিয়া—মনের কলঙ্ক ও মলিনতা দুর করিয়া—আত্ম-প্রসাদকে উজ্জ্বল করিয়া সেই পরম প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরকে প্রীতি কর। তিনি আমারদের প্রীতি পাইবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছেন। বালকের নিকট হইতে পিতা যেমন প্রীতি চান, এবং তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য ক্রোড় প্রসারিত করেন, পরমেশ্বর সেই রূপ প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন্ আমরা পবিত্র হইয়া, তাঁর প্রীতিতে শীতল হইয়া, তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া বিশ্রাম করিব। তিনি অপেক্ষা করিতেছেন, কখন্ আমরা আপনা হইতে তাঁহাতে প্রীতি সমর্পণ করিব; কখন্ তিনি আমারদিগকে আপনার আলিঙ্গনের মধ্যে গ্রহণ করিবেন। প্রীতি আমারদের সর্ব্বস্ব ধন। সেই প্রীতি যখন ঈশ্বরকে পিতৃ-ভাবে দেখে—মনুষ্যকে তখন ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে। সেই প্রীতি যে কার্য্যের কারণ হয়, তাহা পবিত্র। সেই প্রীতি যখন ঈশ্বরের সংস্রবে বিশুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সংসারে আইসে, তখন তাহা সকল স্থানকেই মঙ্গল-নীরে অভিষিক্ত করে। আমরা কি তাঁহাকে প্রীতি করিব না? যাঁর প্রীতির

ছায়াতে আমারদের চির কাল থাকিতে হইবে, তাঁহার প্রতি কি আমরা উদাসীন থাকিব?

জড় জগতের সঙ্গে তাঁর যে প্রকার সম্বন্ধ—আমারদের সঙ্গে তাহা হইতে তাঁর আর এক বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাই। এই ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের আশ্রয় যেমন ইহার ভিত্তি ভূমি—এই আলোকের আশ্রয় যেমন বায়ু; পরমেশ্বর তেমনি সকল আশ্রয়ের আশ্রয়। যেমন পত্তন-ভূমি ভিন্ন এই গৃহ থাকিতে পারে না, বায়ু ভিন্ন আলোক থাকিতে পারে না; সেই রূপ ঈশ্বরের আশ্রয় ভিন্ন আমরা কেহই থাকিতে পারি না। "যেমন পক্ষী-সকল তাহারদিগের বাস-স্থান বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করে, তদ্রূপ এই সকলই পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে।" সাধারণ-রূপে তাঁহার সঙ্গে সকলের এই সম্বন্ধ—তিনি সকলের আশ্রয়-দাতা। আমারদের সঙ্গে এ অপেক্ষাও উচ্চতর সম্বন্ধ। আমরা তাঁর সেই প্রকার আশ্রিত, যেমন পুত্র পিতার আশ্রিত। আমরা তাঁহার সেই প্রকার অশ্রিত; যেমন রাজার আশ্রিত প্রজা, যেমন প্রভুর আশ্রিত ভৃত্য। আমরা তাঁহার চির কালের দাস. চির কালের প্রজা, চির কালের সন্তান। তিনি আমারদের পিতা পাতা ও প্রভু। স্বাধীন হইলে অন্য স্বাধীন পুরুষের সঙ্গে যে সম্বন্ধ—আমারদের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে সেই প্রকার সম্বন্ধ। তিনি আমারদিগকে প্রীতি করিতে বাধ্য করেন না। আমারদের ধর্ম্ম প্রকৃতি সে প্রকার বাধ্যতার অধীন নহে। তিনি ভয় দেখাইয়া আমারদের প্রীতি আকর্ষণ করেন না; কিন্তু প্রীতি দিয়া প্রীতি আকর্ষণ করেন। তিনি আদেশ করিতেছেন; উন্নত হও, আত্মাকে ধর্ম্মেতে বলীয়ান্ কর—হৃদয়কে মঙ্গল-ভাবে পূর্ণ কর এবং আমার নিকটে আসিয়া শান্তি লাভ কর। কিন্তু তাঁহার এই মহান্ আদেশ আমরা সকল সময়ে পালন করিতে পারি না। আমরা দেখিতেছি, আমরা অতি দুর্ব্বল; আপনার উপরেই নির্ভর করিয়া কিছুই করিতে পারি না। আপনার বুদ্ধি বলে, আপনার পুণ্য-বলে, আমরা জীবনের সেই পরম লক্ষ্য সম্পন্ন করিতে পারি না। যখন আপনাকে এই প্রকার ক্ষীণ হীন মলিন মনে হয়; তখন স্বভাবতই আমারদের সর্ব্বাশ্রয় পিতাকে আহ্বান করি, তখন তাঁর প্রতি আমারদের আত্মার সমুদয় নির্ভর যায়, তখন আপনাকে নিতান্ত অনন্যগতি জানিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করি। তখনই তাঁহার নিকটে আমারদের প্রার্থনা যায়, আমারদের ক্রন্দন যায়। তখন দেখিতে পাই, তিনিই আমাদের আশা, তিনিই আমারদের ভরশা, তিনিই আমারদের নির্ভরের স্থান। তখন কাহারো উপদেশের অপেক্ষা করি না, আমরা আপনা হইতেই বলিতে থাকি "সব মোর লও তুমি প্রাণ হৃদয় মন।" তখন আপনা হইতেই তাঁহার হস্তে আমারদের সকলই সমর্পণ করি। সেই যে সময়ে আমারদের সমুদয় নির্ভর, বিশ্বাস, প্রত্যয়, শ্রদ্ধা, সকলি ঈশ্বরেতে সমর্পিত হয়; তখনকার ভাব আমরা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি না—সমুদয় জগৎ সংসার সে ভাব ধারণ করিতে পারে না। সেই আন্তরিক নির্ভরের ভাবের প্রকাশ ভাবই উপাসনা। যখন দেখিতে পাই; আমি তাঁহার আশ্রিত, তিনি আমার আশ্রয়-দাতা; আমি ক্ষুদ্র, তিনি মহান্—যখন আমারদের সকল অভাব মোচনের জন্য তাঁর প্রতি দৃষ্টি করি—তখন আমারদের সেই গূঢ় গভীর ভাব উপাসনাতে ব্যক্ত হয়। তখন আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে এই

প্রার্থনা উদয় হয়; “ অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। ”

তাঁর উপাসনাতে আমারদের জীবনের আরম্ভ,তাঁর উপাসনাতেই এ জীবনের অনন্ত জীবন। আমরা বর্ত্তমানে তাঁহার উপাসনা করি—ভুতকাল স্মরণ করিয়া তাঁর উপাসনা করি, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁর উপাসনা করি। আমরা বর্ত্তমানে তাঁহাকে সাক্ষাৎ পিতা জানিয়া, পরম পূজনীয় দেবতা-স্বরূপ জানিয়া, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার আরাধনা করি। অতীত কালে তাঁহার অজস্র প্রসাদ উপভোগ করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে নমস্কার করি। ভবিষ্যতে পাপের উপরে বল পাইবার জন্য, তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিবার জন্য, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি। আমরা চির কালই তাঁহার আরাধনা করিব—তাঁহার প্রীতি, তাঁহার মঙ্গল-ভাব, দিন দিন অধিক ধারণ করিয়া উন্নত ভাবে তাঁহাকে পূজা করিব। চির কালই তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করিব, তাঁহাতে নির্ভর করিয়া বল বীর্য্য পুণ্য-ভাব তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিব। দিন দিন তাঁহার নুতন নুতন করুণার বর্ষণ পাইয়া কৃতজ্ঞতাকে দিন দিন উজ্জ্বল করিব। তাঁহার এই প্রকার উপাসনা আমরা প্রতি সপ্তাহেই এখানে শিক্ষা করি। হে পরমাত্মন্! আমারদিগকে এই প্রকার শিক্ষা দেও, যাহাতে তোমার উপাসনাতে দিন দিন উন্নত হইয়া জীবনের সাফল্য সম্পাদন করিতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান।

২২০ সংখ্যক পত্রিকার ১৩১ পৃষ্ঠার পর।

কর্ত্তৃত্ব।

(১) মনের প্রবৃত্তি-সকল অন্ধ শক্তির ন্যায় কার্য্য করে। অতএব তাহারদিগকে আমারদের কর্ম্মের প্রবর্ত্তক না করিয়া কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে,ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিবেক।

(২) প্রবৃত্তির বশীভূত হইলে জড় পদার্থের ন্যায় কেবল বাহ্য-আকর্ষণ দ্বারা পরিচালিত হইতে হয়; আপনার উপরে কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না। কিন্তু ধর্ম্মের আদেশের অনুগামী হইলে কর্ত্তৃত্ব সহকারে সমুদয় বৃত্তিকে ঈশ্বরের পথে নিয়োগ করিতে পারি।

(৩) কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আধিপত্য হৃদয়ে সংস্থাপিত করিলে কর্ত্তৃত্বের ভাব প্রস্ফুটিত থাকে।

(৪) কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আদেশ যত অবহেলা ও অতিক্রম করিবে, ততই কর্ত্তৃত্ব শক্তির হ্রাস হইবে, ততই আত্মা ইন্দ্রিয় নিগ্রহে অসমর্থ হইবে; আর যত ইহার অনুগামী হইবে, ততই আত্মা তেজস্বী ও পরাক্রমশালী হইয়া সকল কুপ্রবৃত্তিকে পরাজয় করিবেক।

(৫) অতএব ইহার আদেশ পালন করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিবেক। যে কোন কর্ম্ম উচিত বলিয়া বোধ হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহা অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করিবেক; সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিবেক, সকল ত্যাগ স্বীকার করিবেক, কোন যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা বোধ করিবেক না। যদি চেষ্টা একবার বিফল হয়, যদি একবার পতিত হও; পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া নব উদ্যমের সহিত অগ্রসর হইবেক। আলস্য ও উপেক্ষা সর্ব্বদা দূরে রাখিবেক।

কৌতূহল।

(১) যৌবন কালে কৌতূহল প্রবল হয় এবং নুতন নূতন বস্তুর প্রতি অনুরাগ জন্মে। অতএব আলোচনা করিয়া দেখা উচিত,আমরা কৌতূহল-পরবশ হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করি, না সত্য ভাব দ্বারা পরিচালিত হই।

(২) ধর্ম্মের ভাব কখন কখন বাহ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে, সেই সকল বিষয় উপস্থিত হইলে তাহা উদিত হয় এবং অন্তরিত হইলে তাহা অবসন্ন হয়। স্থান বিশেষে,কাল বিশেষে ও সঙ্গ

বিশেষে প্রীতি, পবিত্রতা, আনন্দ এবং উৎসাহ উদয় হইতে পারে। কিন্তু সে সকল ভাব স্থায়ী নহে। অতএব তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেক না। ধর্ম্মের ভাব ক্রমে ক্রমে মনের স্বাভাবিক অবস্থা করিয়া আনিতে হইবে।

(৩) ধর্ম্মের ভাব পর্ব্বতের ন্যায় অটল। ধর্ম্মের সহায়ে চঞ্চল যৌবন কালেও আত্মাকে বশীভূত করিবেক।

পৌত্তলিকতা।

(১) ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া পুত্তলিকাকে অর্চনা করিলে ব্রাহ্মদিগের যে দোষ হয় না, ইহা কপটের বাক্য। কোন ব্রাহ্ম এ প্রকার গর্হিত কর্ম্ম করিবেন না।

(২) কপটতা পরিত্যাগ করিবেক। কপট ব্যক্তি ঈশ্বর অপেক্ষা ক্ষুদ্র মনুষ্যকে অধিক ভয় করে এবং লোকদিগকে প্রতারণা করিতে গিয়া আপনার আত্মাকে সত্য হইতে বঞ্চিত করে। "যোন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে। কিংতেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা।" "যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া আপনাকে অন্য প্রকারে জানায়, সেই আত্মাপহারী চৌর কর্ত্তৃক কি পাপ না কৃত হয়?"

(৩) পৌত্তলিকতার সহিত কিছু মাত্র সংস্রব রাখিবেক না। পৌত্তলিক-ক্রিয়া-কলাপে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেক না, পৌত্তলিকতার কোন চিহ্ন ধারণ করিবেক না, পৌত্তলিক ভাবে কাহারও সহিত আলাপ করিবেক না।

(৪) ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থা মতে জাত-কর্ম্ম, নাম-করণ, উপনয়ন, ধর্ম্ম-দীক্ষা, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া যাবতীয় গৃহ-কর্ম্ম সমাধা করিবেক। উপনয়নের সময়ে উপবীত গ্রহণ করিবেক না।

(৫) কেবল বাহ্যিক পৌত্তলিকতা ব্রাহ্মধর্ম্ম যে নিষেধ করিতেছেন, এমত নহে। ইহা পরিহার করা তো সহজ। আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা অতীব ভয়ানক। বিষয়-সুখাভিলাষ, মানাকাঙ্ক্ষা কাম ক্রোধ লোভ দ্বেষ ঈর্ষা প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তি সকলের শরণাগত অনুগত দাস হইয়া তাহাদের সেবা ও উপাসনা করাকে আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা বলে। এ উভয় প্রকার পৌত্তলিকতা পরিহার্য্য।

সংসার।

(১) একদিকে সংসার, আর এক দিকে ঈশ্বর। সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে যাওয়াই আমারদের জীবনের উদ্দেশ্য।

(২) আমরা কি সংসার পরিত্যাগ করিব? কোন জন-শূন্য অরণ্যে গিয়া কেবল ধ্যান-পরায়ণ হইয়া থাকিব? তাহা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ এই; সংসারে থাকিবে কিন্তু তাহাতে আসক্ত হইয়া মোহেতে আবদ্ধ হইবে না; সংসার সাগরের উপরে ধর্ম্ম-পোতে আরোহণ করিয়া ঈশ্বরের সহায় লইয়া চলিয়া যাইবে, ইহাতে নিমগ্ন হইবে না; অমৃত ধামের যাত্রীর ন্যায় সংসারে বিচরণ করিবে, চির বিহারীর ন্যায় বিষয়-সুখ লক্ষ্য করিয়া ইহাতে বদ্ধ থাকিবে না।

(৩) স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত হওয়াই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া। "যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্ত্যো২মৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনং।" "যে সময়ে এখানে হৃদয় গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব অমর হয়েন; এতাবন্মাত্র উপদেশ জানিবে।"

(৪) যথার্থ বৈরাগ্য অন্তরে। মনে যদি বিষয়াসক্তি প্রবল রহিল, তবে শরীরকে অরণ্যে লইয়া গেলে কি হইবে? সেই ব্যক্তিই সংসারী, যে ঈশ্বরকে ভুলিয়া সাংসারিক সুখে লিপ্ত রহিয়াছে। সেই ব্যক্তিই বৈরাগী, যাহার অনুরাগ ঈশ্বরেতে, যে কেবল ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের উদ্দেশে সংসারে থাকে।

(৫) যখন আমারদের সমুদয় বৃত্তি ও সকল শক্তি কেবল আপন আপন স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার জন্য নিয়োজিত হয়, তখন আমারদের জীবন সাংসারিক জীবন। এই সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মেতে ঈশ্বরেতে পুনর্জীবিত হইতে হইবে। যাঁহারা এই প্রকার নূতন জীবন ধারণ করিয়া ব্রহ্মানুরাগে দীপ্ত হইয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম। তাঁহাদিগের নিকটে সংসার যে রূপ ভাব ধারণ করে, বিষয়ী লোকদিগের নিকটে সে প্রকার প্রতীত হয় না। যেমন শরীর মৃত হইলে বাহ্য বিষয়েতে অসাড় হইয়া পড়ে, তদ্রূপ সাংসারিক জীবন অতিক্রম করিলে সংসারের সুখ দুঃখে, সম্পদ বিপদে, আশাভয়ে আত্মা আর বিচলিত হয় না। "অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি।" "ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ দ্বারা সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।" সুধীর ব্রাহ্ম সংসারে নানা প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, নানা প্রকার অবস্থাতে বিচরণ করেন; কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য, আশা, আনন্দ, সকলি পরমেশ্বরেতে স্থির রহিয়াছে। ঈশ্বরের জন্য সংসার

অনন্ত কালের জন্য জীবন, জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বর; ইহা মনে রাখিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেক।

প্রীতি।

(১) ঈশ্বরের উপর প্রীতি স্থাপন করিবেক; তাহা হইলে সকল মনুষ্যের প্রতি ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দ হইবেক।

(২) ঈশ্বরেতে প্রীতি স্থাপিত হইলে সত্যের প্রতি প্রীতি হইবে। তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাবের উপর প্রীতি করিলে তাঁহার পবিত্রতা আমারদের নিকটে জাজ্জ্বল্যমান প্রকাশ থাকিবে। ঈশ্বর-প্রীতি কি? না অপাপবিদ্ধ নিষ্কলঙ্ক সত্য-স্বরূপের প্রতি প্রীতি। "সত্যের প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ"।

(৩) সত্যের প্রতি প্রীতি হইলে যে স্থানে ও যে সময়ে,যে ব্যক্তিতে ও যে পুস্তকে, সত্যের ভাব বিশেষ-রূপে প্রকাশিত হয়, তাহাতেই প্রীতি প্রবাহিত হইতে থাকিবে। যথা, ব্রাহ্ম সমাজ, উপাসনার সময়, ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্যক্তি, ধর্ম্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থ।

(৪) এ প্রকার নিয়মে যাহার প্রীতি নিয়মিত না হয়, তাহার প্রীতি অপ্রশস্ত।

(৫) ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি কি রূপে জানা যায়? না প্রথমতঃ তাঁহার সহবাসের ইচ্ছা, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সহিত যাহা কিছুর সম্বন্ধ আছে তাহাতে প্রীতি স্থাপন করা, তৃতীয়তঃ তাঁহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা।

মোহ।

(১) প্রীতির বিকার মোহ।

(২) অর্থ, শারীরিক সুখ, যশো মান সংভ্রম, স্ত্রী পুত্র পরিবারের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক অনুরাগ; তাহা যদি ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিকে অতিক্রম করে, তবে তাহাই মোহ। এই মোহ আমারদিগকে সংসারের পাশে আবদ্ধ করে, এজন্য ইহা আত্মার উন্নতির এক প্রধান প্রতিবন্ধক।

(৩) পরাৎপর সত্য-স্বরূপে প্রীতি স্থাপন করাই মোহ প্রতীকারের এক মাত্র ঔষধ।

(৪) সংসারের ক্ষুদ্র অনিত্য পদার্থ-সকল আত্মার কদাপি প্রীতির আস্পদ নহে।

(৫) সুখের জন্য, স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার জন্য,সংসারকে কখন প্রীতি করিবেক না; ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্র বলিয়া সংসারকে প্রীতি করিবেক।

ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ।

(১) ঈশ্বরকে যেমন পিতা বলিয়া প্রীতি করিবেক, সকল লোককে তাঁহার সন্তান বলিয়া ভ্রাতৃ ভাবে দেখিবেক। এ দুই ভাব যখন সম্মিলিত হইয়া হৃদয়-রাজ্য অধিকার করে, তখন পবিত্রতা ও আনন্দ সহজেই উপলব্ধি করা যায়; তখন ধর্ম্মের কঠোর ভাব আর থাকে না।

(২) ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দের প্রধান প্রতিবন্ধক স্বার্থপরতা, অভিমান, দ্বেষ ও পরনিন্দা। স্বার্থপরতা থাকিলে কেবল আপনার লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়; আপনার সুখে, আপনার মর্য্যাদাতেই তৃপ্তি জন্মে। হৃদয়ের এই কুটিল বৃত্তি স্বার্থপরতাকে ছেদন করিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করিবেক। আপনার যদিও গুণ থাকে, তজ্জন্য কদাপি অভিমান করিবেক না; আলোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে আপনারো বিস্তর দোষ আছে এবং অনেক বিষয়ে অন্যেরা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিনয় অবলম্বন করিবেক; বিনয়ী ও নম্র না হইলে ঈশ্বরের নিকটে কেহ যাইতে পারে না। অন্যের দোষ দেখিলে দ্বেষ অথবা ঘৃণা করিবেক না। দ্বেষ ও ঘৃণা পাপের প্রতি ধাবিত হইবে, পাপী লোকের প্রতি নহে। কি সাধু কি অসাধু, সকলেই ভ্রাতা; সকলকেই প্রীতি করিবেক। ভ্রাতার দোষ ক্ষমা করিবেক। দোষ করা মনুষ্যের স্বভাব, ক্ষমা করা দেবতাদের ধর্ম্ম। "ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষমা হি পরমং ধনং। ক্ষমা গুণোহশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা।" "ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা পরম ধন; ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ, শক্তদিগের ভূষণ।" করুণার্দ্র হইয়া অন্যের দোষ সংশোধন করিতে যত্নবান্ হইবেক; সেই দোষ পরিত্যক্ত হইলে দ্বেষের বা ঘৃণার আর কারণ থাকিবেক না। মনুষ্যকে প্রীতি করিতে হইবে, অথচ পাপকে ঘৃণা করিতে হইবে। পরোক্ষে পরনিন্দা অত্যন্ত দূষণীয়। যাহারা এই নীচ প্রবৃত্তির অনুগামী হয়, তাহারা অন্যকে প্রীতি-নয়নে দেখিতে পায় না, এবং লোক-সমাজে বিদ্বেষ ও বৈর-ভাব সংস্থাপন করে। যে হৃদয়ে পর-নিন্দা রাজা, সে হৃদয়ে প্রীতি বাস করিতে পারে না। স্থল বিশেষে হিতের নিমিত্তে অন্যের যদি দোষ দেখাইতেও হয়, তাহার গুণও কেন না মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার কর? "অন্যান্ পরিবদন্ সাধুর্যথাহি পরিতপ্যতে। তথা পরিবদন্নন্যান্

তুষ্টো ভবতি দুর্জ্জনঃ।" "অন্যের পরিবাদ দিয়া সাধু ব্যক্তি যেমন সন্তুষ্ট হয়েন, দুর্জ্জন ব্যক্তি তদ্রূপ অন্যের পরিবাদ দিয়া তুষ্ট হয়।"

(৩) অসময়ে অন্যকে সাধ্যমতে সাহায্য দিতে চেষ্টা করিবেক। স্নেহ, দয়া, পরোপকার, এ সকল প্রীতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র।

(৪) সকলেই ঈশ্বরের অমৃত ধামের যাত্রী, অতএব ভ্রাতৃভাবে সকলের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞান ধর্ম্ম ও প্রীতি দ্বারা পরস্পরকে সাহায্য করত সেই অমৃতধামের প্রতি অগ্রসর হইতে হইবে।

পবিত্রতা।

(১) আত্মাকে পবিত্র করাই আমাদের সমুদয় কার্য্যের লক্ষ্য থাকিবেক। কর্ম্ম দ্বারা পাপ পুণ্য আত্মা হইতেই জন্মে, আত্মাই সকল কর্ম্মের মূল। অতএব আত্মার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেক।

(২) কেবল বাহ্যিক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত থাকিবেক না। আত্মাকে পবিত্র করিলে অনুষ্ঠান আপনাপনি বিনিঃসৃত হইবেক। বৃক্ষের মূলে ধর্ম্মামৃত সিঞ্চন কর, তবে নিশ্চয়ই ইহা সারবান্ হইয়া ফলে ফুলে সুশোভিত হইবে।

(৩) যখনই কোন অপবিত্র কামনা মনে উদয় হইবে, তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবেক যে তিনি তোমাকে সে পাপ হইতে রক্ষা করেন। যদি দুর্ব্বলতা বশতঃ পাপে পতিত হও, অকৃত্রিম অনুশোচনা করিবেক ও পুনর্ব্বার উত্থিত হইতে প্রাণ-পণে চেষ্টা করিবেক।

(৪) আত্মার বিকৃত অবস্থাতে কখন কখন যথার্থ অনুতাপ হয় না। যদ্রূপ শরীর অসাড় হইলে কোন আঘাতের যন্ত্রণা জানা যায় না, তদ্রূপ আত্মার চৈতন্য না থাকিলে আত্ম-গ্লানি অনুভূত হয় না। যে ব্যক্তির কর্ত্তব্য-জ্ঞান জাগ্রত থাকে ও সূক্ষ্মরূপে সকল বিষয় আলোচনা করিতে সমর্থ হয়, তাহার একটী লঘু পাপের জন্যও দুঃসহ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। অতএব ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত রাখিবেক। তাহা হইলে পাপের সংস্পর্শ মাত্র আত্মগ্লানি উপস্থিত হইবে; এবং সেই পাপের প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করিতে পারিবে।

(৫) ইন্দ্রিয়দিগকে দমন ও আত্মাকে বিশুদ্ধ করা মনের আলোচনা ও অভ্যাসের উপর অনেক নির্ভর করে। পাপ প্রলোভনের দিকে যত মনঃসংযোগ করা যায়, ততই পাপের আসক্তি বৃদ্ধি হয় এবং যত পাপ অভ্যাস করা যায় ততই ধর্ম্ম-বলের হ্রাস হয় ও পাপের পরাক্রম বৃদ্ধি হয়। অতএব অভ্যাস দ্বারা অল্পে অল্পে মনকে পাপের বিষয় হইতে অন্তরিত করিবেক। কখন নিরাশ হইবেক না। অভ্যাস-জনিত পাপ অভ্যাস দ্বারাই নিরাকৃত হইবে। অনেক দিনের পাপ এক নিমেষে কি প্রকারে যাইবে?

(৬) কুসংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিবেক। সত্য-স্বরূপ পাবনের পাবন পরমেশ্বরের ও সৎপরায়ণ সাধুদিগের সহবাসে থাকিয়া দিন দিন আত্মাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করিবেক। সেই সর্ব্বসাক্ষী পুরুষ সর্ব্বদা নিকটে রহিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিবেক। "একোহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে। নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ।" "হে ভদ্র! আমি একাকী আছি, তুমি যে মনে করিতেছ, ইহা মনে করিবে না। এই পুণ্যাপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্যস্থিতি করিতেছেন।" "মোহজালস্য যোনির্হি মূঢ়ৈরেব সমাগমঃ। অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ।" "মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতিদিন সাধু সংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।"

(৭) আপনার প্রতি যদি সদয় হইতে চাহ, তবে নিষ্ঠুর হইয়া আপনার ইন্দ্রিয়দিগকে নিগ্রহ কর। যদি আত্মাকে মহৎ করিতে চাহ, তবে বিনীত ও নম্র হও। যদি জ্ঞানী হইতে চাহ, আপনার অজ্ঞতারও পরিচয় লও। যদি অন্যকে ধার্ম্মিক করিতে চাহ, অগ্রে আপনি ধার্ম্মিক হও। যদি বাহ্যিক অনুষ্ঠান করিতে চাহ, অন্তর বিশুদ্ধ কর।

লোক-ভয়।

(১) আমরা লোক-ভয়ে ভীত হই, তাহা এ কারণে নহে যে সংসার অতি বলবান; তাহার কারণ কেবল আমাদের ভীরুতা এবং ত্যাগ-স্বীকারে কাতরতা। সত্যের বল জ্ঞানের বল ধর্ম্মের বল অপেক্ষা সংসারের বল কি কখন অধিক হইতে পারে?

(২) আমরা যত লোক-ভয়ে ভীত হইয়া ধর্ম্মের আদেশে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে সঙ্কুচিত হইব, ততই সকলে আমাদিগকে পীড়ন করিবে। আবার আমরা যত সাহস করিয়া অগ্রসর হইব, ততই সকলে ভীত ও নিরস্ত হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি ব্যোম-যানে আকাশপথে উড্ডীন হইয়া অনেক উচ্চ দেশে গিয়া ঘন অন্ধকারে এমন অন্ধীভূত হইলেন যে তাঁহার বোধ হইল যেন এক হস্ত ব্যবধানে কৃষ্ণবর্ণ কঠিন

প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত হইয়াছেন। তাহাতে তাঁহার মনে অত্যন্ত আশঙ্কা উপস্থিত হইল যে যদি বায়ু-বেগে তাঁহার ব্যোম-যান সঞ্চালিত হইয়া সেই প্রাচীরে লাগে, তাহা হইলে তাঁহার শরীর একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু যখন সেই ব্যোমযান বায়ু-সহকারে চলিতে লাগিল, সেই অন্ধকারের প্রাচীরও অগ্রসর হইতে লাগিল; তাঁহার গাত্রেতে তাহা স্পর্শও হইল না। এই প্রকার ধর্ম্ম-পদবীতে আরোহণ করিতে গেলে দূর হইতে যে সকল বাধাকে অনতিক্রমনীয় বোধ হয়, সাহস পূর্ব্বক তাহাদের প্রতিকূলে অগ্রসর হইলে তাহারা পরাস্ত হয়; সম্মুখ যুদ্ধে তাহারা অত্যন্ত অক্ষম। অতএব ধর্ম্ম-পথে পর্ব্বতাকার বিঘ্ন দেখিয়াও ভীত হইও না। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং"। "সত্যেরই জয় হয়; মিথ্যার জয় হয় না।"

(৪) একদা এক জন ব্রহ্ম পরায়ণ ঘোর বর্ষা কালে শরদার মোহানায় পদ্মা নদী পার হইবার উপক্রম করিতেছিলেন। সে সময়ে ঘন বৃষ্টি সহকারে প্রবল বাত্যা বহিতেছিল, তাহাতে ভীষণাকার তরঙ্গ-সকল তাল বৃক্ষ সমান উত্থিত হইতেছিল। নৌকা-সকল সুদৃঢ় বন্ধনে তীরে আবদ্ধ ছিল; তথাপি তাহারা তরঙ্গ-বলে আন্দোলিত হইতেছিল। বেলার অবসানে বৃষ্টি ও বায়ুর কিঞ্চিৎ উপসম হইল, কিন্তু নদীর আন্দোলন তেমনি রহিল, এই অবসরে যেমন সেই সাধু পরপারে যাইবার নিমিত্তে আপনার নৌকা খুলিয়া দিলেন, অমনি তীরস্থ ভয়-ভীত নাবিকেরা সকলে এক স্বরে বলিয়া উঠিল "নৌকা এখন খুলিও না।" ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইলেন না; তাঁহার নৌকা বায়ুর সহায়ে বাষ্প-পোতের ন্যায় ধাবমান হইল। কিছু দূর গিয়া সেই সাধু দেখিলেন যে পরপার হইতে আর একটি ক্ষুদ্র তরী অত্যাশ্চর্য্য সাহস সহকারে আসিতেছিল ও নিকটবর্ত্তী হইলে তাহার নাবিক উচ্চৈস্বরে কহিল, "ভয় নাই চলিয়া যাও।" ইহা শুনিয়া তাঁহার মনের সাহস ও উৎসাহ শত গুণ বর্দ্ধিত হইল, এবং তিনি ঈশ্বর প্রসাদে তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। স সারার্ণব পার হইবার সময়, যাহারা সংসারের মোহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ আছে, তাহারদিগের নিকট হইতে উৎসাহ পাওয়া দূরে থাকুক, তাহারা ভয় প্রদর্শন করিয়া বিরত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে না। এপ্রকার শত সহস্র লোক যদি বাধা দেয় তথাপি তাহাদের কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না; কিন্তু একটী সাধু সজ্জন, যিনি সেই সংসার সমুদ্রে সাহস পূর্ব্বক বিঘ্ন বিপত্তির প্রতিকূলে গিয়াছেন, তাঁহার উৎসাহ-জনন কথাই আদরণীয়। তাঁহারি উপদেশের উপর নির্ভর করিবেক; যেহেতুক তিনি আপন চেষ্টা আপন পরীক্ষা দ্বারা যথার্থ উপদেশ দিবার উপযুক্ত হইয়াছেন।

ত্যাগস্বীকার।

(১) ঈশ্বরের জন্য আমারদের যাহা কিছু সকলই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিবেক। ত্যাগই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রাণ।

(২) ঈশ্বরকে লাভ করা আমারদের জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য। তাঁহাকে পাইলেই আমাদের সমুদয় কামনার সমাপ্তি হয়। তিনি যদি বিষয় বিভব দেন ভালই, কিন্তু তাহা আমারদের প্রার্থনীয় নহে। তাঁহার আদেশে তাহা গ্রহণ করিবেক, তাঁহার আদেশে তাহা পরিত্যাগ করিবেক।

(৩) ত্যাগ স্বীকার করা ঈশ্বর-প্রীতির নিদর্শন। তাঁহাকে প্রীতি করি অথচ তাঁহার জন্য বিষয় সুখ ত্যাগ করিতে পারি না, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত কথা। তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি থাকিলে অবশ্যই তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দেওয়া যায়।

(৪) ঈশ্বরের জন্য কত শত লোক প্রাণ দিয়াছে, আমরা কি একটুকু শারীরিক সুখ বা ধন বা মর্য্যাদা ত্যাগ করিতে সঙ্কুচিত হইব? তাঁহাকে সকলি দেওয়া যায়। "যদি এ প্রাণ যায় কি তাহে কি এমন যা অদেয় তাঁয়।"

(৫) আমরা যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তখন আর ত্যাগ স্বীকার করিতে কেন কুণ্ঠিত হইব? আমারদের প্রাণ মন শরীর সমুদয় ঈশ্বরকে অর্পণ করিয়াছি, সকলই তাঁহার হস্তে দিয়াছি, তবে কেন আর তাঁহার কার্য্যে বিমুখ হইব? তিনি যেখানে যাইতে বলিবেন, সেখানে যাইব; যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিব; তাঁহার ইচ্ছাতে যোগ না দিয়া কেবল আমার ইচ্ছাতে কোন কর্ম্ম করিতে পারি না, যেহেতু আমার বলিতে আর কিছুই নাই, তাঁহাকে পাইবার জন্য সকলই তাঁহাকে বিক্রয় করিয়াছি। ভয় করিব না, ক্রন্দন করিব না, নির্ভয়ে অকাতরে তাঁহার আজ্ঞা পালনে কায়মনোবাক্যে যত্ন

করিব। যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাহাতেই বা কি? আমরা ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি; তিনি আমারদের সেনাপতি হইয়াছেন; অকুতোভয়ে অগ্রসর হইতেই হইবে, বিমুখ হইয়া গমন করিতে পারিব না, ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে পারিব না, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে সকল কষ্ট সকল যন্ত্রণা অপরাজিত হৃদয়ে সহ্য করিতে হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা-পতাকা উড্ডীন করিতেই হইবেই হইবে। "শির দিয়া তো রোনা কেয়া?" ইহা বলিয়া সকল ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে।

জীবনের লক্ষ্য।

(১) জীবনের কর্ম্ম নানা প্রকার, অবস্থা নানা প্রকার, কিন্তু ইহার লক্ষ্য এক—ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া।

(২) যিনি সকল কার্য্যেতে এক মাত্র ঈশ্বরকে লক্ষ্য করেন ও সমুদয় জীবন তাঁহাতে সমর্পণ করেন, তিনিই ব্রাহ্ম। সংক্ষেপে ব্রাহ্মের এই লক্ষণ জানিবে।

(৩) ব্রাহ্ম যিনি তিনি কি আমোদ করেন না, না বিষয় কর্ম্ম করেন না? করেন, কিন্তু তিনি বিষয়ী লোকের ন্যায় আমোদের জন্য আমোদ বা অর্থের জন্য বিষয় কর্ম্ম করেন না। তাঁহার লক্ষ্য দিগ্দর্শনের শলাকার ন্যায় অহোরাত্র কেবল ঈশ্বরের দিকে স্থির রহিয়াছে।

(৪) গ্রহগণ যে রূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করে এবং তাহারদের স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথ কখনো অতিক্রম করে না, সেই রূপ ব্রাহ্মের জীবন ঈশ্বরকে মধ্য স্থলে রাখিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে ও দিন দিন সমুন্নত হয়।

(৫) যখন এই লক্ষ্যটি জীবনের মধ্য-দেশে থাকে, তখন সকল কার্য্যের সহিত ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ থাকে, সকল কার্য্যই একীভাব ধারণ করে, কিছুই বিচ্ছিন্ন বা বিশৃঙ্খল থাকে না। আমোদ ও ধন-সংগ্রহ এমন যে নীচ কার্য্য, তাহা অবধি আর ঈশ্বরের উপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পর্য্যন্ত একই কর্ত্তব্যের মধ্যে আইসে।

(৬) জীবনের কর্ম্ম তিন প্রকার, স্বকীয় পরকীয়, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়। আপনার জন্য যে সকল কার্য্য করি, তাহা সামান্যতঃ চারি প্রকার, শারীরিক কর্ম্ম, আমোদ, বিদ্যাভ্যাস ও অর্থোপার্জ্জন। অন্যের জন্য যাহা করি, তাহা গৃহ-কর্ম্ম বা সামাজিক কর্ম্ম, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্য উপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান। এই সমুদয় কর্ম্মের লক্ষ্য কেবল ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া। এই লক্ষ্যটি মধ্য বিন্দু এবং জীবনের সকল কার্য্য ইহার পরিধি-স্বরূপ হইয়া ইহাকে আবেষ্টন করিয়া থাকিবেক।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান, আগামী ১১ মাঘের মধ্যে সমাজে প্রেরণ করেণ।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

আগামী বর্ষের বিত্ত সংস্থানার্থে আগামী ৮ পৌষ রবিবার রাত্রি ৬।।০ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা হইবেক, ব্রাহ্ম মহাশয়েরা তৎকালে সভায় উপস্থিত হইয়া তৎকার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

শ্রী কেশবচন্দ্র সেন।
সম্পাদক।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য।৵০ ছয় আনা মাত্র।
৩ পৌষ শুক্রবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬১।

তৃতীয় ভাগ
২২২ সংখ্যা
মাঘ ১৭৮৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা
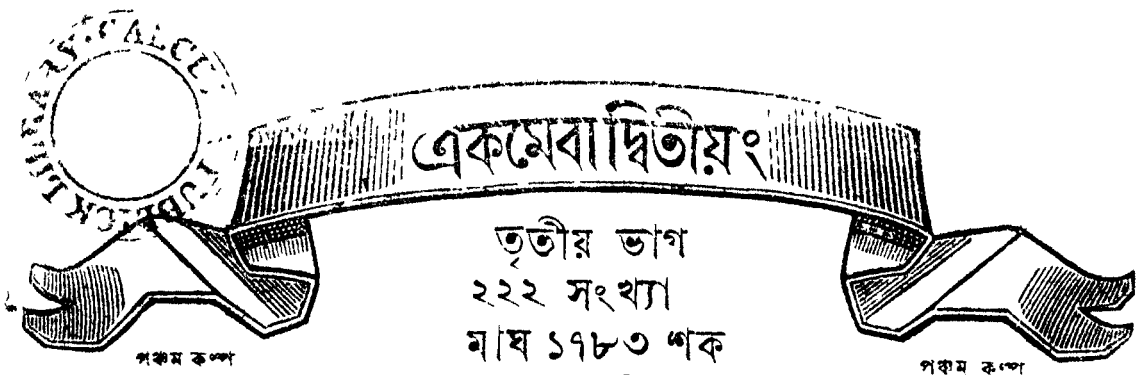
ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

যৌবন কালের ব্রহ্ম স্তোত্র।

হে পরমাত্মন্। তুমি জননী গর্ভে জরায়ু শয্যায় অবস্থান অবধি আমার এই দুর্ব্বল শরীর মন ও আত্মাকে কত যত্নে কত স্নেহে রক্ষা করিতেছ। সেই সঙ্কীর্ণ স্থলে—সেই ভয়ঙ্কর কালে এমন কত শত ঘটনাই সংঘটিত হইয়াছে, যে সময়ে তুমি রক্ষা না করিলে—তোমার কৃপাদৃষ্টি—তোমার পবিত্র নয়নের মঙ্গল জ্যোতিঃ আমার প্রতি পতিত না হইলে আমি কোন্ কালে মৃত্যু মুখে পতিত হইতাম।

নাথ। তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি নিমেষে যে কত করুণা প্রকাশ করিতেছ, অনন্ত জীবন কীর্ত্তন করিলেও তাহার পরিসমাপ্তি হইবেক না।

আমি জননী গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়া যখন তোমার সংসার রূপ অনন্ত প্রীতি সাগর গর্ভে নিপতিত হইলাম, সেই অসহায় অবস্থা হইতেই তোমার প্রীতি, তোমার স্নেহ ধারা সহস্র ধারে বর্ষিত হইয়া আমার দুর্ব্বল জীবনকে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও উন্নত করিতেছে। সেই অবস্থাতেও তুমি আমার ক্ষীণ শরীরোপযোগী কত শত সুখের সজ্জা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলে, তদবধি দিন দিন আমার নূতন নূতন সুখ স্বচ্ছন্দতার যত প্রয়োজন হইতে আরম্ভ হইয়াছে তুমি মুক্ত হস্তে প্রতি নিয়ত ততই সুখ শান্তি পরিবেশন করিতেছ এবং অনন্ত জীবন আপনাকে দিয়া আমার আত্মার গভীর অভাব দূর করিবে সর্ব্বক্ষণই আমাকে এই আশা দিতেছ।

হে পরমাত্মন্! তোমার প্রসাদে মনের আনন্দে তোমার নিত্য উদার সদাব্রতের অপর্য্যাপ্ত দ্রব্য সামগ্রী সম্ভোগ করিতে করিতে বাল্য কাল অতিপাত করিয়া এক্ষণে যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছি। এই বিষম কালে যে রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সদ্ভাব সাধুভাব সকল, সবল ও সতেজ হইতেছে, সেই রূপ কাম ক্রোধাদি দুর্দ্দান্ত রিপুগণও তেজস্বী হইয়া যার পর নাই আমার সঙ্কীর্ণ মনোরাজ্যে প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। অবশীভূত দুর্দ্দান্ত অশ্ব, যে রূপ সকল বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া যথেচ্ছা গমনেই প্রবৃত্ত হয়, সেই রূপ আমার অবশ ইন্দ্রিয় সকল তোমার অলঙ্ঘ্য

ধর্ম্মসেতু অতিক্রম করিয়া কুপথেই ধাবিত হইতে উদ্যত হইতেছে। নাথ! আমি কি রূপে তাহাদিগকে বশে রাখিয়া তোমার ধর্ম্ম পথে পদ চারণা করিব কেমন করিয়া তোমার প্রসন্নতা রূপ পরম ধন রক্ষা করিব এই ভয়ে ব্যাকুল ও অস্থির হইয়াছি। তুমি যে দুর্ব্বলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তাহা আমি প্রত্যক্ষ জানিয়াছি, তোমার প্রসাদ ভিন্ন—তোমার প্রেরিত ধর্ম্মবুদ্ধির সাহায্য ব্যতিরেকে এই প্রবল সমরে কে জয় লাভ করিতে পারে—ইন্দ্রিয় সুখের বিষমতর প্রলোভন, সংসারের দুশ্ছেদ্য আকর্ষণ এই ভয়ঙ্কর কালে তোমার সাহায্য ভিন্ন কে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়?

আমি নিশ্চয় জানিয়াছি, যে তুমি আমাকে এই সঙ্কট কালে রক্ষা না করিলে আমি নিজ বলে নিজ যত্নে কোন মতেই দুর্জ্জয় রিপুগণকে বশে রাখিতে পারিব না। তুমি প্রসন্ন না হইলে আমার এই জীবন বৃক্ষের যৌবন কুসুম বিফলেই ভূমিসাৎ হইবে। তুমি আমার হস্ত ধারণ করিয়া এই ভয়ঙ্কর কাল উত্তীর্ণ করিয়া না দিলে আমার আর উপায়ান্তর নাই। নাথ! তোমা ভিন্ন আর কার শরণাপন্ন হইব, বিপদ সঙ্কুলের নিরাপদ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া আর কোথায় যাইয়া নির্ভয় হইব, চির শান্তির অশেষ উৎস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় গিয়া বা শান্তি লাভ করিব।

এই বিষম কালে প্রতি নিয়তই মানস সরোবরে মানৈষণা বিত্তৈষণার প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, রিপুগণ, বন্ধন মুক্ত পশুর ন্যায় প্রতিক্ষণেই চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে, মনের ভাব গতি প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, হৃদয় রাজ্যে দিন যামিনী দেবাসুরের তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইতেছে, এই বিষম ব্যাকুলতার সময়ে তোমার ধর্ম্মের শরণাপন্ন না হইলে—তোমার হস্তে আত্ম সমর্পণ না করিলে কি আর নিস্তার আছে?

হে পরমাত্মন্! তুমি আমার হৃদয় সিংহাসনে সমাসীন হইয়া মনোবৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা কর, তোমার প্রসন্নতা রূপ সুমন্দ দক্ষিণ বায়ু সঞ্চালন পূর্ব্বক আমার তরঙ্গ পূর্ণ পঙ্কিল মানস সরোবরকে নির্ম্মল ও নিস্তরঙ্গ কর। তুমি কৃপা করিয়া আমার হৃদয়ে দৃঢ়তা ও তিতিক্ষাকে প্রেরণ কর, আমার আত্মাকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ কর। আমি যেন মোহের প্রতিকূলে সংসারের প্রতিস্রোতে অটল ভাবে গমন করিতে পারি, সংসার সাগরের ভীষণতর তরঙ্গের মধ্যে তোমার প্রসাদে আমার আত্মা যেন তরঙ্গায়িত-সাগর-মধ্যস্থিত পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত ও অটল ভাবে অবস্থান করে কিছুতেই যেন বিচলিত বা বিকম্পিত না হয়। আমি তোমার পদতলে জীবন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছি। নাথ! আমার যৌবন কলিকা যেন তোমার হস্তেই বিকশিত হইয়া তোমাকেই গন্ধ দান করে। সংসারের বিষাল কীটব্যূহ যেন তাহা স্পর্শ করিতে না পায়, এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২২০ সংখ্যক পত্রিকার ১২৯ পৃষ্ঠার পর।

বৈদিক ধর্ম্ম কি প্রকারে কাল ক্রমে অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাঁহা বেদেতেই দেখিতে পাওয়া যায়। ছন্দঃ কল্পে জনসমাজের সরল অবস্থা প্রযুক্ত ধর্ম্মেরও অতি সরল ভাব দৃষ্ট হয়। তৎ-

কালে ঋষিগণ এক এক পরিবার মণ্ডলীর স্বামী নিয়ন্তা ও পুরোহিত ছিলেন। তাঁহারাই ধর্ম্মানুষ্ঠান ও নীতি শাস্ত্র বিষয়ক শিক্ষাপ্রদান করিতেন। তাঁহারাই দেবতাদিগকে অভিবাদন করিতেন এবং তাঁহাদের মুখনিঃসৃত স্তোত্র সকল তাঁহাদের অনুচরগণ আগ্রহের সহিত শিক্ষা করিতেন। তৎকালে কোন প্রকার যজ্ঞাদির আড়ম্বর ছিল না। স্বাভাবিক সরল ভাব সকলই এই সময়কার বৈদিক সূক্ত সকলে বিশেষ রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋষিদিগের স্তোত্র সকল ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা রসের আবির্ভাব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহারা যে কোন অচিন্তনীয় মঙ্গলময় পুরুষের করুণা বলে সমুদায় প্রয়োজনীয় বস্তুর লাভ করিতেছেন এবং সেই পুরুষের অধীনে সাংসারিক সকল ঘটনাই ঘটিতেছে ও সেই পুরুষ যে সকলেরই আরাধ্য তাহা তাঁহাদের সকল বাক্যেতেই প্রতীতি করা যায়, তাহা তাঁহাদের সকল স্তোত্রের তাৎপর্য্য স্বরূপ। অতএব বৈদিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে ছন্দঃকল্পই সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় বলিতে হইবেক। তাহাই বৈদিক ধর্ম্মের শৈশবাবস্থা কিন্তু যে সকল সূক্ত ছন্দঃকল্পের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে। এই স্থলে তাহার কতিপয় সূক্ত অনুবাদিত হইল; তদ্দ্বারা তৎকাল প্রচলিত ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক। পরন্তু ঋষিগণ যখন যে দেবতাকে সম্বোধন করিতেন, তখন তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে বর্ণনা করিতেন, এবং তাঁহাদের আরাধনাতে যে সকল উন্নত ভাব প্রতিপাদক বাক্য ব্যবহার করিতেন, তাহা কেবল এক মাত্র ঈশ্বরের প্রতিই প্রয়োগ হইতে পারে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে পূর্ব্বতন ঋষিগণ যদিও প্রাকৃতিক পদার্থ সকলকে দেবতা রূপে অর্চ্চনা করিতেন, তথাপি ঈশ্বর সম্বন্ধীয় উদার ও মহৎ ভাব সকল তাঁহাদের মনে স্বভাবতই আবির্ভূত হইত। যথা অজীগর্ত্ত পুত্র শুনঃশেফ কহিতেছেন।

হে বরুণ দেব! যদিও আমরা তোমার নিয়ম দিন দিন ভঙ্গ করিয়া থাকি কিন্তু ক্ষুদ্র মনুষ্য জানিয়া তুমি আমারদিগকে মৃত্যুর হস্তে অথবা বিদ্বেষীদিগের ক্রোধে সমর্পণ করিওনা।

হে বরুণ দেব! তোমার প্রসাদ লাভার্থে তোমাকে সংগীত দ্বারা বন্ধন করিতেছি, সারথি যেমন শ্রান্ত অশ্বকে বন্ধন করে।

পক্ষি সকল যেমন কুলায়াভিমুখে প্রস্থান করে, সেই রূপ সকলে ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া আমা হইতে পলায়ন করিতেছে।

কবে আমরা জয়প্রদ পুরুষকে এখানে আনয়ন করিব; কবে আমরা দূরদর্শী বরুণ দেবকে প্রসন্ন করিব।

যিনি আকাশ বিহারি বিহঙ্গদিগের স্থান অবগত আছেন; যিনি জলেতে পোত সকলকে জানেন। যিনি নিয়মের সংস্থাপক, যিনি দ্বাদশ মাস ও তাহার ফল অবগত আছেন, এবং যিনি শেষ সম্ভূত ত্রয়োদশ মাসকেও জানেন তিনিই সেই বরুণ দেব; তিনিই ধীর তিনিই স্বীয় প্রজাদিগের মধ্যে উপবেশন করেন এবং তথায় উপবেশন করিয়া শাসন করেন।

তথা হইতে তিনি সকল আশ্চর্য্য বস্তু অবলোকন করেন। যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবেক তাহা তিনি দেখেন। তিনি বীর কালের পুত্র (আদিত্য) তিনি যেন চিরদিন আমাদের পথ সরল করিয়া দেন। তিনি আমাদের দীর্ঘজীবি করুন।

যিনি মনুষ্যকে গৌরব প্রদান করেন। সেই দূরদর্শীর প্রতি আমার মনোগত ভাব

সকল আগ্রহের সহিত গমন করিতেছে, যেমন গাভী সকল গোষ্ঠাভিমুখে গমন করে।

আমি এক্ষণে সেই দেবতাকে দেখিয়াছি, যাঁহাকে সকলেই দেখিতে পায়। আমি ঊর্দ্ধেতে রথ দর্শন করিয়াছি। তিনি আমার আরাধনা অবশ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

হে জ্ঞানাপন্ন দেব! তুমি সকলের প্রভু তুমি দ্যুলোক ও ভূলোকের প্রভু, শ্রবণ কর। যাহাতে আমি জীবিত থাকি, আমা হইতে ঊর্দ্ধের রজ্জু মোচন কর মধ্যের রজ্জু মোচন কর এবং অধঃস্থ রজ্জু মোচন কর*।

এই স্তোত্রের পুরাতন অপ্রচলিত ভাব সকলের মধ্যে গুরুতর সত্যের কথাও প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাঁহারা পৃথিবীস্থ প্রাচীন কালিক ধর্ম্ম সকলেতে উদার ভাব ও সুনীতির সদ্‌ভাব অস্বীকার করিয়া থাকেন তাঁহারা এস্থলে আপনাদিগের ভ্রম জানিতে পারিবেন। বাস্তবিক প্রকৃত ধর্ম্মের সত্য কদাপি দেশ কালেতে বদ্ধ নহে। তাহার প্রভাব সামান্যতঃ সকল সময়েতেই দেখিতে পাওয়া যায়। সে সত্য কদাপি কোন বিশেষ ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রকাশিত নহে, কিন্তু তাহা মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তাহার প্রকৃত ভাব অনেকের নিকটে প্রচ্ছন্ন থাকে বটে কিন্তু জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়। বেদে যে এক মাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য প্রতিপাদক অনেক বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অপর পুণ্য পাপের প্রভেদ ও তন্নিবন্ধন দণ্ড পুরস্কার বিধান এই সমুদায় ভাব পশ্চাতের সূক্তে সুস্পষ্ট রূপে অভিব্যক্ত আছে।

হে বরুণ! আমরা যেন মৃৎআগারে প্রবেশ না করি। হে সর্ব্ব শক্তিমন্! তুমি প্রসন্ন হও।

যদি আমি বায়ু সঞ্চালিত মেঘের ন্যায় একাকী কম্পিত ভাবে গমন করি, হে সর্ব্ব শক্তিমন্! তুমি প্রসন্ন হও।

হে বলীয়ান জ্যোতির্ম্ময় দেবতা! আমি ক্ষীণতা প্রযুক্ত মন্দ কূলে গমন করিয়াছি হে সর্ব্ব শক্তিমন্! তুমি প্রসন্ন হও।

হে বরুণ! যখন আমরা মানবগণ, স্বর্গীয় দেবতাদিগের সমক্ষে কোন অপরাধ করি, যখন আমরা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তোমার নিয়ম ভঙ্গ করি, হে সর্ব্ব শক্তিমন্! তখন তুমি আমাদের প্রতি কৃপা করিও।

এই কয়েকটি শ্লোকে একটী গুরুতর সত্য প্রকাশ পাইতেছে। মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের দুইটি প্রধান সম্বন্ধ এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। এক দিকে পাপের শাস্তা ও আমাদের বিচার কর্ত্তা, আর এক দিকে তিনি আমাদের করুণাময় পিতা। এই দুই সম্বন্ধ যদিও আপাততঃ বিরুদ্ধ বোধ হয়, তথাপি আমাদের আত্মপ্রত্যয়ে তাহাদের সামঞ্জস্য অনায়াসেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এক্ষণকার নানা কাল্পনিক ধর্ম্মাবলম্বীরা এই বিষয় লইয়া কতই বৃথা তর্ক ও অলীক মত স্থাপন করিয়াছেন। বাস্তবিক মনুষ্য আত্মপ্রত্যয়ের সরল পথ হইতে বিক্ষিপ্ত হইলেই নানা প্রকার ভ্রম জালে পতিত হয়। ঈশ্বর জগতের নিয়ম নিত্য ও অখণ্ডনীয় রূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তিনি নিয়মভঙ্গকারিদিগের প্রতি করুণা বিতরণ করিতে কদাপি বিরত নহেন। তিনি ন্যায়বান রাজা অথচ তিনি করুণাময় পিতা।

যঃ মৃলয়াতি চক্রুষে চিৎ আগঃ। ঋ ৭-৮৭-৭

তিনি পাপীদিগের প্রতিও করুণা প্রকাশ করেন।

* শুনঃশেফের পিতা শুনঃশেফকে বরুণ দেবের নিকট বলি প্রদানার্থ রজ্জুতে বন্ধন করিয়াছিলেন।

বেদে ভূরি ভূরি স্থলে উক্ত হইয়াছে যে দেবতাগণ মনুষ্যদিগকে যেমন নানা প্রকার বিপদ, ক্লেশ ও রোগ হইতে উদ্ধার করেন,সেই রূপ তাঁহারা পাপের প্রলোভন হইতেও রক্ষা করেন।

"হে দেবতাগণ! তোমরা সাধু ব্যক্তির সহিত সহবাস কর; তোমরা মনুষ্যের অন্তঃকরণ জানিতেছ। হে বসু! তোমরা সত্যবান ও অনৃত পরায়ণ উভয়েরই নিকটে আগমন কর।

"আমরা পর্ব্বত সকলের আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমরা অম্বুসমূহের আশ্রয় প্রার্থনা করি; দ্যুলোক ও পৃথিবী আমাদিগের নিকট হইতে সকল অমঙ্গল দূর করুক।

"হে বীর্য্যবন্ত আদিত্যগণ! আমাদের সন্তানদিগকে, আমাদের সমস্ত জাতিকে, সুতরাং আমাদিগকে জীবিতার্থ দীর্ঘায়ুঃ প্রদান কর।

"হে মিত্র! হে অর্য্যমন্! হে বরুণ! হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগকে এমত এক বাসস্থান প্রদান কর, যেখানে পাপ নাই, যে খানে ত্রিপুণ্ড্র বিশিষ্ট, সুতরাং গৌরবান্বিত ব্যক্তিগণ বাস করেন।

"হে আদিত্যগণ! আমরা সামান্য মনুষ্য, মৃত্যুর দাস; অতএব যাহাতে আমরা জীবিত থাকি,এই রূপ আমাদের সময় প্রকৃষ্ট রূপে বর্দ্ধন কর"।

পাপ জনিত আন্তরিক প্রবল অনুশোচনা এবং সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবার একান্ত প্রার্থনা অনেক স্থলেই সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিমচ্ছ্রথায় রশনামিবাস ঋধ্যাম তে বরুণ খাং ঋতস্য। মা তন্তুশ্ছেদি বয়তো ধিয়ং মে মা মাত্রা শার্য্যপসঃ পুর ঋতোঃ॥

ঋ ১ অ ২ সূ ২৮ ৫

হে বরুণ! আমাকে পাপ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত কর। যেন আমরা তোমার সত্যের নদী প্রাপ্ত হই। আমার ধ্যান যুক্ত চিত্তের তন্তু যেন ছিন্ন না হয়; অসময়ে যেন আমার সৎকার্য্যের মাত্রা শীর্ণ না হয়।

অপো সু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং মৎসম্রাল্ ঋতাবো ২নু মা গৃভায় দামেব বৎসাৎ বিমুমুগ্ধ্যংহো নহি ত্ব দারে নিমিষশ্চ নেশে।

ঋ অ ২ সু ২৮-৬

হে বরুণ! আমার ভয় দূর কর। হে সম্রাট্! হে সত্যবন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। বৎস হইতে তাহার বন্ধন রজ্জুর ন্যায়, আমা হইতে আমার পাপ মোচন কর। তোমা বিনা এক নিমেষ কালও আমি আমার প্রভু নহি।

বেদের মধ্যে যে পাপ ও অনুতাপের ভাব রহিয়াছে, তাহা এই দুই শ্লোকে স্পষ্টই জানা যাইতেছে। কেমন সরল ভাবে ঈশ্বরের নিকট হইতে পাপ হইতে বিমুক্তির প্রার্থনা করা হইয়াছে।

অপর মনুষ্যের মানসিক দৌর্ব্বল্য এবং তন্নিবন্ধন যে দেবতাদিগের প্রতি একান্ত নির্ভর স্থাপন করা আবশ্যক, তাহাও বৈদিক ঋষিগণ বিশেষ রূপে অবগতছিলেন। সৎ অসৎ,ন্যায় অন্যায়, পুণ্য পাপ, এই সকলের প্রভেদ এবং দেবতাগণ যে মনুষ্যদিগের পাপাচরণ ও পুণ্যকর্ম্মের দ্রষ্টা ও বিচারকর্ত্তা এ সকল সত্য তৎকালে অপরিজ্ঞাত ছিল না। আদিত্যগণের আরাধনাতে ইহা উক্ত হইয়াছে যথা।

"যাহা ভাল এবং যাহা মন্দ তাহা তাঁহারা দেখিতে পান এবং সকল বস্তুই অতি দূরস্থ হইলেও তাঁহাদের নিকটে আছে"। ঋগ্বেদ ২অ-২৭সূ-৩।

"তাঁহাদের নিকটে বামও দক্ষিণের প্রভেদ নাই, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের প্রভেদ নাই।" ঋ-২অ-২৭ সূ১১।

জন সমাজের শৈশবাবস্থায় মনুষ্যের মনে কি প্রকারে অল্পে অল্পে ধর্ম্মের

ভাব উদয় হয়, তাহার উদাহরণ বেদের ছন্দঃকল্পেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুষ্যের স্বাভাবিক অজ্ঞানাবস্থায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল কি প্রকারে পরিচালিত হয়, জগৎ কৌশলের আলোচনা দ্বারা কি প্রকারে মনুষ্যের মনে ঈশ্বরের ভাব অল্পে অল্পে প্রতিভাত হয়, তাহা এই সময়ের ইতিহাসেই সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইতেছে।

কিন্তু বৈদিক ঋষিদিগের এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহা শীঘ্রই নানা প্রকার কাল্পনিক ও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর অনুষ্ঠান ও বাহ্যিক আড়ম্বরে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

আমরা মন্ত্র কল্পে প্রবেশ করিবা মাত্রই বৈদিক ধর্ম্মের এই রূপ কাল্পনিক ভাব দেখিতে পাই। দীর্ঘকাল স্থায়ী যজ্ঞ, বহুব্যয় সাধ্য নানা প্রকার ব্রতানুষ্ঠান, এই সকল এই মন্ত্র কল্পে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল এবং এই সকলের অনুষ্ঠানই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদ সংহিতার সহিত অপর বেদত্রয়ের তুলনা করিলেই ছন্দঃ ও মন্ত্র কল্পের প্রভেদ বিশেষ রূপে প্রকাশ পাইবেক। সাম ও যজুর্ব্বেদ কেবল যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তই রচিত হইয়াছিল; ইহাদিগের প্রত্যেক সূক্তের ভাব ও বিন্যাস কোন না কোন যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগী দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বৈদিক হিন্দুদিগের মধ্যে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান প্রচলিত হইলে পর সাম ও যজুর্ব্বেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ঋগ্বেদে যজ্ঞাদি বিষয়ের বিশেষ কোন প্রসঙ্গ নাই। এই হেতু তাহা যজ্ঞেতে সমধিক প্রয়োজনোপযোগী হইত না। বাস্তবিক মন্ত্র কল্পে হিন্দুদিগের এপ্রকার ধর্ম্মের ভাব ও অনুষ্ঠানের প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে ঋগ্বেদের সরল স্বাভাবিক ভাব পূর্ণ স্তোত্র সকলের প্রতি তাদৃশ আস্থা ছিল না। তখন কর্ম্ম-কাণ্ডই ধর্ম্মের সার হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে যজ্ঞ হোমাদি নানা প্রকার কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য হেতু তদনুষ্ঠানের নিমিত্ত পৌরোহিত্য রূপ একটি নূতন ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইল। এবং এই সকল কৃত্রিম অনুষ্ঠানের বৃদ্ধির সহিত পুরোহিতদিগের পদ ও প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ছন্দঃকল্পে ঋষিগণ আপনাপন পরিবার লইয়াই আরাধনাদি করিতেন কিন্তু এক্ষণে পুরোহিত ব্যতীত কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানই সম্পন্ন হইতে পারিত না। সুতরাং পুরোহিতগণ অক্লেশে অল্পকাল মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিল এবং পৌরোহিত্য পদ এত অধিক মান, প্রতিপত্তি ও প্রভুত্বের সোপান হইয়াছিল যে তাহার নিমিত্ত কখন কখন ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হইত। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ ঋষির বৃত্তান্তই ইহার প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে।

আশ্বলায়নের মতে বৈদিক পুরোহিত চারি প্রকার; যথা হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা, এবং ব্রহ্মা। ইহাদিগের প্রত্যেকের অধীনে আরও তিন জন করিয়া সহকারী পুরোহিত থাকিতেন। যথা হোতার অধীনস্থ পুরোহিতদিগের নাম মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক, গ্রাবস্তুত। অধ্বর্য্যুর অধীনস্থদিগের নাম প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, উন্নেতা। উদ্গাতার অধীনস্থদিগের নাম প্রস্তোতা, অগ্নীর্ধ্র বা অগ্নিধ ও পোতা। ব্রহ্মার অধীনস্থদিগের নাম ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, প্রতিহর্ত্তা, এবং সুব্রহ্মণ্য। এই ষোড়শ বিধ পুরোহিতকে ঋত্বিক্ কহে। ইহারা যজমান কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন এবং স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পদানুসারে যজ্ঞের আয়োজন অবধি সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সামান্য পুরোহিত আছে কিন্তু তাহারা ঋত্বিক্

দিগের মধ্যে পরিগণিত নহে। যথা শমিতা (বলি চ্ছেদক,) বৈকর্ত্তা (মাংস প্রস্তুত কারী) চমসাধ্বর্য্যু (অধ্বর্য্যুর সহকারী) কিন্তু অশ্বমেধাদি মহা যজ্ঞেতেই এই সমস্ত পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। সামান্য যজ্ঞাদি অল্প সংখ্যক পুরোহিত কর্ত্তৃক সমাধা হইয়া থাকে। গৌতম-সূত্র-ভাষ্যের অনুসারে অগ্নিহোত্র এবং ঔপাসন যজ্ঞে কেবল একমাত্র অধ্বর্য্যুকেই প্রয়োজন; এবং দর্শ পৌর্ণমাস যজ্ঞে চারিজন পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আহীন (যাহা দুই অবধি একাদশ দিবস পর্য্যন্ত স্থায়ী) অথবা একাহ (এক দিন মাত্র স্থায়ী) কিম্বা শত দিন স্থায়ী সত্রাদি যজ্ঞেতেই পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ পুরোহিতের আবশ্যক।

অপর এক এক শ্রেণীস্থ পুরোহিতদিগের প্রতি এক এক প্রকার কার্য্যের ভার ছিল। হোতা ঋগ্বেদ লইয়া কার্য্য করিতেন, উদ্গাতা সামবেদের পুরোহিত, অধ্বর্য্যু যজুর্ব্বেদের পুরোহিত এবং ব্রহ্মা বেদত্রয়েরই পুরোহিত ছিলেন।

ঋগ্বেদেন হোতা করোতি। সামবেদেনোদ্গাতা। যজুর্ব্বেদেনাধ্বর্য্যুঃ। সর্ব্বৈর্ব্রহ্মা।

অধ্বর্য্যুগণ যজ্ঞের আয়োজনাদি সামান্য কার্য্য সকল করিতেন। ভূমি পরিমাণ, বেদি নির্ম্মাণ, যজ্ঞের নিমিত্ত কাষ্ঠাদি সংগ্রহ, এই সকল অধ্বর্য্যুর কর্ম্ম। উদ্গাতাগণ যজ্ঞেতে সামবেদ গান করিতেন এবং হোতাগণ মধ্যে মধ্যে ঋগ্বেদের স্তোত্র সকল উচ্চারণ করিতেন, ব্রহ্মা দিগের উপরে কোন বিশেষ কার্য্যের ভার ছিল না, তাঁহারা বিদ্যাতে জ্ঞানেতে সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন; তাঁহারা কেবল যজ্ঞেতে কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধারণ করিতেন।

পুরোহিতগণ ধর্ম্ম বিষয়ে যে প্রকার প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, সেই রূপ আবার তাঁহারা রাজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যেতে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজাদিগের পুরোহিতগণ প্রধান মন্ত্রী রূপে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা যুদ্ধের সময়েও নৃপতিদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে।

" যে নৃপতি বৃহস্পতিকে অর্থাৎ পুরোহিতকে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করেন ও তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রগণ্য রূপে সমাদর ও প্রতিষ্ঠা করেন, সে রাজা শত্রুদিগকে মহা প্রতাপের সহিত পরাজয় করেন।

" যে নৃপতির অগ্রে পুরোহিত গমন করেন, তিনি স্বকীয় গৃহে সুস্থির রূপে কাল যাপন করেন। সমস্ত পৃথিবী তাঁহার অধীন হয় এবং প্রজা সকল তাঁহার সমক্ষে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক প্রণত হয়।

" অপ্রতিহত ভাবে তিনি শত্রু ও মিত্র উভয় হইতে ধন রত্নাদি জয় করেন। যিনি ব্রাহ্মণকে দান করেন দেবতারা তাঁহাকে রক্ষা করেন। "

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়ে রাজা সুদাসের পুরোহিত ছিলেন। যখন নিকটস্থ নৃপতিগণ একত্র হইয়া সুদাসের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে পরুষ্ণী নদী (রাবি নদী) পার হইয়া আগমন করেন, তখন সুদাস বশিষ্ঠকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাহাদিগকে পরাভব করেন। এবং যখন সুদাস দিগ্বিজয় করণার্থ বিপাসা ও শতদ্রু নদী পার হন, তখন বিশ্বামিত্র তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন।

প্রাবেণ নু কং দাশরাজ্ঞে সুদাসং প্রাবাদ্ ইন্দ্রো ব্রহ্মণা বো বশিষ্ঠ॥ অ ৭-৩৩-৩

হে বশিষ্ঠ তোমার প্রার্থনা হেতু ইন্দ্র সুদাসকে দশ রাজাগণের সহিত যুদ্ধেতে রক্ষা করিয়াছেন।

বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্ম ইদং ভারতং জনং।

অ৩-৫৩-১২

ইন্দ্র বিশ্বামিত্রের স্তবে তুষ্ট হইয়া এই ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে রক্ষা করিতেছেন।

ব্রাহ্মণেরা পশ্চাতে যে অসীম প্রতাপ ও প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা অদ্যাবধি তাঁহারা দুর্ভাগ্য ভারত ভূমিকে যে দুশ্চ্ছেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার সূত্রপাত এই সময়েই দেখিতে পওয়া যায়। ভূপতিগণ পুরোহিত দিগকে বিস্তর সমাদর করিতেন এবং তাহাদিগকে প্রচুর ধন ধান্য গো অশ্বাদি দান করিতেন। এবং পুরোহিতেরাও এক্ষণকার ভাটদিগের ন্যায় যাহাদিগের নিকট হইতে দান প্রাপ্ত হইত, তাহারদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিত। ঋগ্বেদে দান সূক্ত নামে অনেক গুলি সূক্ত আছে, তাহাতে এই প্রকার দান শীল রাজাদিগের যশঃ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

অভ্যাসের প্রভাব।

মানসিক সমুদায় প্রবৃত্তি একটি সাধারণ নিয়মাধীন দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা কোন প্রবৃত্তিকে যে পরিমাণে পরিচালনা করি, তাহা তৎপরিমাণে বলিষ্ঠ ও তেজস্বী হইয়া আইসে। যে কর্ম্ম প্রথমে সম্পন্ন করিতে নিতান্ত কষ্টকর বোধ হয়, তাহা কিছুকাল বারম্বার করিলে ক্রমেই সহজ ও অপেক্ষাকৃত অল্পায়াস সাধ্য হইয়া আইসে। অপর তাহাতে প্রথমে যে ক্লেশ হইত, তাহার পরিবর্ত্তে কোন কোন স্থলে পরিশেষে বিশেষ আনন্দের উদয় হয়। এই আশ্চর্য্য মনের ধর্ম্ম যাহাকে আমরা অভ্যাস শব্দে উক্ত করিয়া থাকি, তাহার প্রভাব বোধ হয় সকলেই কোন না কোন কার্য্যেতে অনুভব করিয়া থাকিবেন। মনুষ্যগণের মধ্যে জ্ঞান ধর্ম্ম বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ে যে এত অধিক প্রভেদ ও তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূল কারণ অভ্যাস। এই অভ্যাস সহকারে কত ব্যক্তি অসামান্য গুণ সম্পন্ন হইয়া সংসারের অশেষ উপকার সম্পাদন করিতেছেন; এবং ইহারই প্রভাবে কতলোকে একেবারে অলঙ্ঘ্য পাপানলে পতিত হইয়া চিরজীবন দুঃখ ভোগ করিতেছে। ঈশ্বর আমাদের সমুদায় মানসিক শক্তি ও মানসিক প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ রূপে আমাদের ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। আমরা স্বেচ্ছানুসারে তাহাদের পরিচালনা করিতে পারি। কিন্তু সেই পরিচালনা হেতু যে সকল অভ্যাস উৎপন্ন হয়, তাহার প্রভাব আমাদের চরিত্রেতে ও জীবনের সকল কার্য্যেতেই প্রকাশিত হয়।

মানসিক অথবা শারীরিক কোন কার্য্যের পৌনঃপুন্য করণ ও তন্নিবন্ধন যে একটি ক্ষমতা উৎপন্ন হয়, উভয়কেই সামান্য কথায় অভ্যাস কহে। অভ্যাস হেতু মনের তিনটি গুণ উৎপন্ন হয়।

প্রথমতঃ বারম্বার কোন কার্য্য করিলে পর সেই কার্য্যের প্রতি একটি আগ্রহ জন্মে; তাহা করিবার নিমিত্তে উত্তরোত্তর ঔৎসুক্যের বৃদ্ধি হয়। পানাসক্ত ব্যক্তি যতই তাহার কুপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করে, ততই তাহার আসক্তি বৃদ্ধি হয়। ইন্দ্রিয় পরায়ণ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সেবা দ্বারা কেবল তাহার রিপু দিগকে প্রবল করে। ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পক্ষেও এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। আমরা প্রথমে ধর্ম্মের অনুরোধে কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়তো কুণ্ঠিত হই, কিন্তু ক্রমে আমাদের স্বার্থপরতাকে উত্তরোত্তর বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা হয়। অপর এই অভ্যাস জনিত আগ্রহ ও ইচ্ছা আবার আনন্দের কারণ হইয়া উঠে। অভ্যাস বশতঃ

কোন কার্য্য করিতে যখন আমাদের ঔৎসুক্য হয়, তখন সেই কার্য্য করিবামাত্র আমাদের ইচ্ছাটি চরিতার্থ হয়, এবং তজ্জন্য মনেতে আহ্লাদের উদয় হয়। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের উদ্দেশে আহ্লাদের সহিত আপনাদের সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন, কিন্তু সেই ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে বিমলানন্দ উপভোগ করেন, তাহার সহিত কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না।

দ্বিতীয়তঃ। যে সকল চিন্তা ও যে সকল বিষয়ের আলোচনা আমরা নিয়ত করিয়া থাকি, তাহা অক্লেশে ও আপনা হইতে মনোমধ্যে উদয় হয়, যে ব্যক্তি কোন একটি বিষয়ের অনুশীলন করেন এবং সেই বিষয় সংক্রান্ত নানা প্রকার চিন্তা লইয়া সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন, তাঁহার মনে সেই সকল চিন্তা যত শীঘ্র উত্থিত হইবেক, এমত অন্যের কদাপি হইতে পারে না। যাঁহারা কোন একটি বিশেষ শাস্ত্রাধ্যয়নে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে অহরহই প্রায় সেই শাস্ত্র বিষয়ক চিন্তা আন্দোলিত হইয়া থাকে, যাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তাতে মগ্ন থাকেন, তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যেতে কদাপি ঈশ্বরকে বিস্মৃত হন না।

তৃতীয়তঃ। কোন কার্য্য বারম্বার করিলে তাহা ক্রমে অল্পায়াস সাধ্য হইয়া আইসে। আমরা আপনাদিগকে প্রথমে যে বিষয়ে নিতান্ত অক্ষম বলিয়া বোধ করি, তাহা অভ্যাস সহকারে সাতিশয় সহজ হইয়া উঠে। যে কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রথমে অত্যন্ত পরিশ্রম ও কষ্ট হয়, তাহা অভ্যাস দ্বারা ততোধিক কষ্টকর বোধ হয় না। যে বিষয় প্রথমে সম্পূর্ণ মনোযোগ না করিলে কদাপি সুসিদ্ধ হইত না, তাহাও অভ্যাসে অবলীলা ক্রমে সম্পন্ন করা যায়। এই রূপে অভ্যাস দ্বারা আমরা কার্য্যের উপর একটি বল ও অধিকার প্রাপ্ত হই।

যাহারা রজ্জুর উপর নানা প্রকার নৃত্য করিয়া আমাদের মনোরঞ্জন করে, দৈহিক কার্য্যের অভ্যাস বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টান্ত মনে করিলে বিস্ময়-চিত্ত হইতে হয়। এই সকল ব্যক্তি-কয়েরা অবলীলা ক্রমে শূন্যেতে রজ্জুর এক সীমা হইতে সীমান্তরে গমন করে, তথাপি তাহাদের পদ একবারও স্খলিত হয় না, ও তাহারা পতনের কোন শঙ্কাই করে না। ইহার কারণ শুদ্ধ অভ্যাস। তাহারা ক্রমাগত যত্ন পুর্ব্বক আপনাদের পদক্ষেপ এ প্রকারে শিক্ষা করিয়াছে যে তাহা একই প্রকারে পতিত হয়। অপর বহু আয়াস সাধ্য যে সকল মানসিক কার্য্য তাহাও ক্রমে সহজ ও সুসাধ্য হইয়া আইসে। যে সকল বিখ্যাত সদ্‌বক্তা আপনাদের বক্তৃতার প্রবল স্রোতের বেগে জন-সমাজের মহা মহা পরিবর্ত্তন সকল সম্পাদিত করিয়াছেন, যাঁহাদের অগ্নিময় তেজস্বি বাক্য সকল উচ্চারিত হইবামাত্র লোকের হৃদয়কে উৎসাহ পূর্ণ করে, যাঁহাদের অভিব্যক্ত অক্লেশোৎপন্ন ভাব সকল শ্রবণমাত্র আমরা একেবারে স্তব্ধ প্রায় হইয়া থাকি, তাঁহারা এবিষয়ের একটি প্রশস্ত দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহাদের বক্তৃতা শক্তি কেবল অভ্যাস ও একান্ত মনোনিবেশের ফল। তাঁহারা বক্তব্য বিষয়ে মনকে এ প্রকারে অভিনিবেশ করিতে পারেন যে তদ্‌বিষয় সংক্রান্ত সমুদায় ভাব তড়িৎ সমান আসিয়া উপস্থিত হয়।

মানসিক উন্নতির পক্ষে মনোনিবেশ করিবার অভ্যাসটি নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু তাহা অল্পায়াস সাধ্য নহে। আমরা যে কোন বিষয়ের চিন্তা বা আলোচনা করি

তাহাতে অনন্যমনা ও নিবিষ্ট-চিত্ত না হইলে কদাপি তদ্ বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণ করা যায় না ; আমাদের মন সর্ব্বদাই নানা বিষয়েতে বিক্ষিপ্ত থাকে, কিন্তু তাহাকে অপরাপর বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া একটি বিষয়ে নিযুক্ত করাকেই মনোনিবেশ কহে। যত দিন না এই অভ্যাসটি উপার্জ্জন করা যায়, ততদিন কোন বিষয়েই আমাদের প্রকৃত রূপ অধিকার হয় না। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যদি নানা প্রকার বস্তু নিয়ত অস্থির ভাবে ভ্রাম্যমান থাকে, তাহা হইলে আমরা যেমন কোন বস্তুই স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই না, সেই প্রকার আমাদের মনে যদি নিয়ত নানা প্রকার অস্থায়ী ভাব যাতায়াত করে, তাহা হইলে তাহার কোন ভাবই বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। অস্থির ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত হওয়া মানসিক সকল উন্নতির পক্ষে সাতিশয় অনিষ্টকর। যাহারা প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই এবং যাহাদের মনোভিনিবেশের ক্ষমতা জন্মে নাই, তাহারা কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতে সক্ষম নহে। কোন প্রস্তাবের পর্য্যায়ক্রমে অনুধাবন করা, কোন তর্কের সদর্থ গ্রহণ করা, কি কোন ঘটনার কার্য্য কারণ অবধারণ করা, এ সকল ক্ষমতা তাহাদের কদাপি হইতে পারে না। এ প্রকার ব্যক্তিগণই প্রায় ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি অনাস্থা ও তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে। কারণ তাহাদের ক্ষুদ্র মন কদাপি এ সকল উচ্চতর বিষয়েতে প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং তাহা দুর্ব্বল ও গাম্ভীর্য্য হীন হইয়া যায়। কেবল সামান্য ক্রীড়া ও পরিহাস এবং ইন্দ্রিয়সেবা এই সকল হইতে তাহারা সুখের প্রত্যাশা করে।

অপর অনেকে বিস্তর গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন এবং অনেক বিষয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত রূপ মনোনিবেশ করিবার ক্ষমতা অত্যল্প লোকেরই হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহাদের এ প্রকার অধিকার হয় নাই, তাঁহারা যে কোন উৎকৃষ্ট কার্য্য করিতে পারিবেন, এমত আশা যেন না করেন। মানসিক অপরাপর প্রবৃত্তির ন্যায় মনোনিবেশ শক্তিও অভ্যাসে প্রবল হয়। এক ব্যক্তি হয় তো কোন গ্রন্থের এক পৃষ্ঠা অর্থসহ পাঠ করিতে নিতান্ত ক্লান্ত হইবেন, অপর এক ব্যক্তি অনায়াসে তিন চারিঘন্টাকাল নিরবচ্ছেদে কোন বিষয়ের চিন্তা অথবা কোন কঠিন গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। ইহা প্রথিত আছে যে সুবিখ্যাত নিউটন ক্রমাগত ছয়মাস চিন্তা ও আলোচনা করিয়া মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অপর তিনি স্বভাবতঃ কোন না কোন বিষয়ের চিন্তাতে এ প্রকার নিবিষ্ট-চিত্ত থাকিতেন যে কখন কখন আহার করিতে বিস্মৃত হইতেন।

আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত কতিপয় উৎকৃষ্ট অভ্যাসের প্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

১। আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, এবং সেই উদ্দেশ্যের অনুযায়ী আমরা কত দূর কার্য্য করিতেছি, তাহার আলোচনা সর্ব্বদা করিবেক, এবং যাহাতে ঈশ্বর ও পরকালের ভাব সর্ব্বদা আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে এ প্রকার অভ্যাস নিতান্ত প্রয়োজন।

২। আপনাকে ঈশ্বরের অধীন করিবেক ও তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভর স্থাপন করিতে যত্নশীল হইবেক। জগদীশ্বর আমারদের সকলের রাজাধিরাজ, আমরা তাঁহার প্রজা। তিনি আমারদের সকলের নিয়ন্তা, আমরা তাঁহাকে কদাপি অতিক্রম করিতে পারি না। তাঁহার প্রসাদ ব্যতীত আমরা কোন প্রকারে

সুখী হইতে পারি না। অতএব সকল কার্য্যেতে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেক। যাহারা মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করে, তাহারা ধর্ম্মান্ধ।

৩। নিয়মিত রূপে আত্মানুসন্ধান ও আত্ম-পরীক্ষা করিতে অভ্যাস করিবেক। কত সময়ে আমাদের মনে কত অপকৃষ্ট ভাব উদয় হয়, রিপুগণের বশীভূত হইয়া কত পাপ করিয়া থাকি, তাহা স্বভাবত আমরা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। কত সময়ে আমরা ধর্ম্মের ছদ্ম বেশ ধারণ করিয়া আপনাদের স্বার্থপরতাকে চরিতার্থ করি। এই সকল মানসিক রোগ আমাদের অজ্ঞাতসারে অল্পে অল্পে উপচয় হয়, কিন্তু আত্মপরীক্ষা এ রোগের মহৌষধ। ধর্ম্মকে সহায় করিয়া আপনাদের অন্তরকে পরীক্ষা করিলে তাহার প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইবেক। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমি ধর্ম্ম পথে কত দূর অগ্রসর হইয়াছি, আমার পাপাসক্তি অদ্যাপি কত দূর প্রবল আছে, ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনাতে মনকে কত দূর উন্নত করিয়াছি, কত বিষয়ে গর্হিতাচরণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট অপরাধী আছি, এই সকল গুরুতর প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রাপ্ত হইলে অনেকেই আপনাদের আত্মার দুর্গতি দেখিতে পাইবেন। এই রূপ আত্মপরীক্ষা দ্বারা অনেক ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তিগণ আপনাদের আন্তরিক মালিন্য ও আত্মার ভয়ানক দুর্গতি দেখিয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চেতনা পাইবেন; যাহারা নিরবচ্ছেদে বিষয়রসাসক্ত হইয়া কাল যাপন করিতেছে, তাহাদের মনে অভাবতঃ এক বারও প্রকৃত অনুশোচনার উদয় হইবেক।

৪। সত্যানুসন্ধানে নিয়ত যত্নশীল থাকিবেক। সত্যের প্রতি কি প্রকার যত্ন ও সমাদর করা আবশ্যক, তাহা অনেকে মনেও করেন না। অনেকে স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া ব্যক্তি বিশেষের বাক্য বা মতকে সত্যের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করে, কেহ কেহ এক এক সম্প্রদায়ের পোষকতার জন্য সত্যের নির্ম্মল ভাবকে বিকৃত করিতে চেষ্টা করে, কোন কোন বিদ্যাভিমানী ব্যক্তি আপনার ভ্রান্ত মতকে বিসর্জ্জন করিবার ভয়ে সত্যের তেজঃপুঞ্জ জ্যোতির প্রতি নেত্রপাত করিতে সাহস করেন না। অপর অনেকে কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া সত্যকে বিষবৎ দৃষ্টি করেন। কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে আমরা যতই জ্ঞানবান্ হই না কেন তথাপি আমাদের জ্ঞান ও আমাদের বুদ্ধি অতিশয় ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল। আমরা অনায়াসেই ভ্রম প্রমাদে পতিত হইতে পারি। অতএব ঈশ্বর করুণা করিয়া যদি কোন অজ্ঞাত-পূর্ব্ব সত্যকে আমাদের সম্মুখে প্রদর্শন করেন, তবে আমরাও যেন তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমাদের হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া রাখি। যে কোন বিষয় আমাদের নিকট প্রস্তাবিত হইবেক, তাহা আমাদের মতের বিপরীত হইলেও স্থির রূপে ও অপক্ষপাত হৃদয়ে তদ্বিষয়ের সত্যাসত্য বিচার করা কর্ত্তব্য। সত্যানুসন্ধান বিষয়ে পক্ষপাত ও কুসংস্কার শূন্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। পৃথিবীতে নানা প্রকার ধর্ম্মের মত লইয়া যে ভয়ানক বিবাদ বিসম্বাদ নিয়ত উত্থিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশ বোধ হয় কদাপি উপস্থিত হইত না, যদিস্যাৎ লোকে সত্যানুসন্ধানে অক্ষপপাতী হইত। যাহা সত্য, তাহা চিরস্থায়ী, তাহা আমাদের চিরকালের ধন, অতএব সামান্য বিষয়ের অনুরোধে সত্যকে উপেক্ষা করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম।

বাল্যকালাবধি এই প্রকার উৎকৃষ্ট

অভ্যাস উপার্জ্জন করিতে যত্নশীল হইবেক। ধর্ম্ম কদাপি একদিনে উপার্জ্জিত হয় না। আত্মার উন্নতি, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রীতি, মনুষ্যের প্রতি সদ্‌ভাব, এসমুদায় নিয়ত যত্ন ও আয়াস সাধ্য। রুগ্ন শরীর কদাপি একদিনে বলিষ্ঠ হয় না, ক্ষুদ্র তরু কদাপি একে বারে উচ্চ পাদপ হইয়া উঠে না। ধর্ম্মের পথ সরল নহে, কিন্তু যে সাধক বিনীত ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সেই পথ অবলম্বন করেন, ঈশ্বর তাঁহার পথে উত্তরোত্তর অধিক আলোক প্রদান করেন, এবং পরিশেষে স্বীয় প্রসাদ বারি দ্বারা তাঁহার সকল ক্লেশ সকল দুঃখ দূর করেন ও তাঁহাকে অমৃতধামের অধিকারী করেন।

মারীভয়।

গত ১৭ অগ্রহায়ণে মারীভয় নিবারণের উপায় স্থির করিবার জন্য ব্রাহ্মদিগের যে সভা হয়, তাহাতে যে বক্তৃতা হইযাছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইল।

"অদ্যকার এই রজনীতে আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের অনুকরণে তাঁহারি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে একত্র সমাগত হইয়াছি। অদ্যকার সভাতে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের বল ও উন্নত ভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি। ব্রাহ্মেরা যে রূপ মনের সহিত ঈশ্বরকে প্রীতি করেন, সেই প্রকার তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধনেও অদ্য তৎপর হইয়াছেন। অন্য কোন কর্ম্মোপলক্ষে লোকের দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া সকলকে আহ্বান করিতে হয় কিন্তু অদ্যকার সমাজে এক সাধারণ বিজ্ঞাপন দ্বারাই সকলে সমাগত হইয়াছেন, ইহাতে ব্রাহ্ম মণ্ডলীর বল কেমন স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে, কর্ত্তব্য সাধনের নিমিত্ত আমরা অনায়াসে সকল ত্যাগই স্বীকার করিতে পারি। এখনো ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির সূত্রপাত বই নয়; এখনো ব্রাহ্মধর্ম্মের উষাকাল বই নয়; কিন্তু ক্রমে ইহার অমৃতময় সত্য যখন লোকের হৃদয়াকাশে উজ্জ্বলতর রূপে বিরাজিত হইবে তখন ইহার প্রভাবও সমধিক হইবে। দুই প্রহরের সূর্য্যের ন্যায় ইহার তেজ তখন পৃথিবীময় বিকীর্ণ হইবে; ব্রাহ্মেরাই পরে সকল প্রকার সদনুষ্ঠানের অগ্রগামী নেতা হইবেন। এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ে যাহাতে সদুপায় হইতে পারে, তাহাতে সকলে যত্নবান্ হউন। এই বিস্তীর্ণ মারীভয়ের কি প্রকারে উপশম হইতে পারে, ব্রাহ্মেরা এক্ষণে বিবেচনা করুন। ভীষণাকৃতি ধরিয়া মৃত্যুর চর সকল চতুর্দ্দিকে দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণা ও শোকের ভয়ানক তরঙ্গ উত্থিত করিয়াছে। এক্ষণে তাঁহারা সেই অমঙ্গল স্রোতকে মন্দীভূত করিতে অগ্রসর হউন, এবং পরে যাহাতে এই ভয়ানক মারীভয় পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া দেশকে একেবারে উচ্ছিন্ন না দেয়, তাহারও উপায় দেখুন। সকলে একত্র হইয়া সাহায্যার্থে রাজ পুরুষদিগের নিকট আবেদন করুন। কিন্তু রাজ পুরুষগণ হইতে সকল সাহায্য হইতে পারে না, আমাদের আপনাদিগের চেষ্টার সম্পূর্ণ প্রযোজন। অতএব আইস আমরা কার্পণ্যভাবে জলাঞ্জলিদিয়া ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত পূজার নিমিত্ত এই অবসরে তাঁহার চরণে আমাদের মনোমত ও সাধ্যমত উপহার অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হই। ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে যে "দেয়মার্ত্তস্য শয়নং পরিশ্রান্তস্য চাসনং। তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনং। ঔষধং পথ্যমাহারং স্নেহাভ্যঙ্গং প্রতিশ্রয়ং। দানান্যেতানি দেয়ানি অন্যানি চ বিশেষতঃ। দীনান্ধকৃপণাদিভ্যঃ শ্রেয়স্কামেন ধীমতা।" রোগীকে শয্যা শ্রান্তকে আসন তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় এবং ক্ষুধিতকে ভোজন বস্তু সকল প্রদান করিবেক। দীনান্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে ঔষধ পথ্য আহার মর্দ্দনীয় স্নেহ দ্রব্য ও স্থান এই সকল দান ও অন্য অন্য দানও দিবেক।" আমারদের ধর্ম্ম পরীক্ষার সময় ত্যাগ স্বীকার করিবার সময় এই এক উপস্থিত হইয়াছে, আমরা যেন ইহাকে অবহেলা না করি। আমাদিগের অল্পত্যাগে কোন ফলোদয় হইবে না ইহা মনে

করিয়া যেন আমরা বিমুখ না নাই। আমারদিগের হস্তে এখন কি আছে না যত্ন ও চেষ্টা। ফল আমারদের হস্তে নাই, ফল সেই ফলদাতারই হস্তে স্থিতি করিতেছে। যদি আমরা পরের উপকারের জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি আর তাহা যদি ফলবতী নাও হয়, তাহাতে কি? আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মতো সম্পন্ন হইল; ব্রাহ্মেরা ঐক্য হইয়া যাহাতে দেশীয় লোকদিগের এই দুর্গতি পরিহার হয়, তাহাতেই যত্নবান্ হউন। এ ভীষণ সময়ে উদাসীন থাকিলে আর চলিবেক না। এখন কি উদাসীন থাকিবার সময়? যখন ভাগীরথীতীরস্থ অসংখ্য জনগণেরা এই বিষম বিপদে পতিত হইয়াছে; ভ্রাতা ভগিনীরা চিকিৎসা ভাবে ঔষধাভাবে জরাজীর্ণ হইয়া পথে ঘাটে জন শূন্য অবরোধে প্রাণত্যাগ করিতেছে। জিজ্ঞাসা কর তোমাদের হৃদয় ইহাতে কি উত্তর দেয়, সাধু দয়াবৃত্তিইবা তোমাদিগকে কি বলে; ভ্রাতা ভগিনীগণের এরূপ হৃদয় বিদারণ শোক শেল উদ্ধরণের জন্য কি কেহই হস্ত প্রসারিত করিবে না? আমরা যখন কথা কহিতেছি এই সময়েই হয়ত কোন মাতা স্বীয় শিশুর মৃত শরীর ক্রোড়ে লইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন! হয়ত কোন নিরীহ শিশু শয্যাশায়ী পীড়িত মাতার নীরস স্তন মুখে দিয়া বার বার আকর্ষণ করিতেছে। ইহাদের এরূপ অসহায় নিরুপায় অবস্থা দর্শন করিলে কাহার চক্ষু না অশ্রু জলে পূর্ণ হয়? কোন্ পাষাণ হৃদয়ও না বিগলিত হইয়া পড়ে? হায়! কেন এপ্রকার ভীষণ উপপ্লব অবতীর্ণ হইয়া ভারত ভূমিকে অবসন্ন করিতেছে। কেনইবা এই স্বর্গ তুল্য অনুপম দেশ জন শূন্য অরণ্য হইয়া যাইতেছে। এই বঙ্গ দেশের প্রতি একবার তোমরা স্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ কর, যদি অণুমাত্র দেশহিতৈষণাও তোমাদের মনে জাগরূক থাকে, যদি কণা মাত্র সাধুভাবও তোমাদের হৃদয়কে কখন কখন স্পর্শ করে, তবে এই দুর্ভাগ্য মাতৃ ভূমির প্রতি একবার তোমরা হস্তোত্তোলন কর। সেই পরম পিতার স্নেহের ধন তাঁহার অমৃত পুত্র আমাদিগের ভ্রাতা ভগিনীগণের অশ্রু জল মোচন কর। যে রূপ দুর্দ্দশার কথা চতুর্দ্দিক হইতে শ্রবণ করা যায়, তাহাতে অবাক্ হইতে হয়। মনে হয় যে এমন ধনধান্য পূর্ণ বঙ্গ ভূমিও বুঝি অরণ্য হইয়া গেল। অদ্য যাঁর সহিত বন্ধুতা রসে মিলিত হইয়া কেহ কথোপকথন করিলেন, কল্য তিনি পৃথিবী হইতে বিদায় লইলেন, তাঁর মৃত শরীর হয়ত নদীতে বিসর্জ্জিত হইল এবং ভীষণ আর্ত্তনাদে তাঁহার গৃহাকাশ পূরিত হইল। অদ্য যে ঘরে একজন মাত্র পীড়িত, কল্য তাহাতে একটিও সুস্থ লোক অবশিষ্ট নাই যে অদ্য একজন রোগীকে সেবা করে। এমন একটি সুস্থকায় প্রতিবাসীও নাই যে সেই বিপদের সময় তাহাদের তত্ত্বাবধারণ করে, এই প্রকারে যোজন যোজন ভূমি চলিয়া গিয়াছে, যেখানে সকলি নীরব সকলি অন্ধকার, বোধ হয় যেন একটি দীর্ঘকায় নীরব কান্তারই বিস্তৃত রহিয়াছে, যথায় একটি মাত্র পক্ষীর বিরাব নাই যেন চেতনের সহিত অচেতনও নীরবে বিলাপ করিতেছে। নৌকায় ভ্রমণ করিতে করিতে জাহ্ণবীর উভয় কূলে নয়নে কি নিরীক্ষণ করিবে না রাশি রাশি পরিত্যক্ত শবশয্যা উপর্য্যুপরি বিস্তৃত রহিয়াছে, ধূমে অন্তরীক্ষ মেঘের ন্যায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, শোকানলের সহিত কালানলও মুহুর্মুহুঃ প্রজ্বলিত হইয়া অগণ্য অগণ্য নর দেহ ভস্মসাৎ করিতেছে এবং ভীষণার্ত্তনাদে আকাশ কম্পমান ও অনবরত অশ্রু জলে পৃথিবী সিক্ত হইতেছে। বিষাদে আকুলা মাতা মৃত পুত্র ক্রোড়ে লইয়া উচ্চরবে রোদন করিতেছেন। আপন উপযুক্ত সন্তানকে অনলে বিসর্জ্জন দিয়া শিরোদেশে করাঘাত করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। পথিমধ্যে তাঁহাকেও ভীষণ জ্বরে আক্রমণ করিল, দুই দিবস পরে শ্মশানেই তিনি পুনরাগমন করিলেন, শ্মশানই তাঁর আবাস স্থল হইল। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা সেই অনাথ পরিবারগণের পিতারূপে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহারদিগকে স্নেহের সহিত ভরণ পোষণ কর। কোন স্থানে লজ্জাভূষণা কুলবধূ আপন মৃত শিশু ক্রোড়ে লইয়া নীরবে বিলাপ করত তার চন্দ্রমাতুল্য মুখে অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছিলেন, শিশুর পিতা ক্ষণেকের নিমিত্ত সকল শোক পরিহার করত

বিলপমানা প্রসূতির ক্রোড়দেশ রত্ন শূন্য করিলেন। হে ভ্রাতৃবর্গ! কঠোর তোমাদিগের প্রাণ, পাষাণ তোমাদিগের হৃদয়,যদি ইহাদিগের সহিত সমদুঃখী হইয়া অশ্রু জলে অশ্রু জল বিমিশ্রিত না কর, যদি ইহাদের সান্ত্বনার জন্য গুরু বিপদ লাঘবের জন্য এ সময়ে হস্ত প্রসারিত না কর। আমাদের বঙ্গদেশ বিপদের উপর বিপদে আক্রান্ত হইয়া জর্জ্জরীভূত হইতেছে, ইহার প্রজারা দৈব মানুষ উপদ্রব হইতে উপদ্রবান্তরে নীয়মান হইতেছে। হায়! সমুদায় বঙ্গদেশ উলা সদৃশ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। আমরা কি রূপে শোক সম্বরণ করি? ইহার মহোচ্চ অট্টালিকা সকল সমভূমি হইতেছে, ভগ্ন গৃহোপরি অশ্বত্থ বৃক্ষ সকল বদ্ধমূল হইতেছে, সমুদায় দেশ হিংস্র জন্তুর আবাস স্থল জঙ্গলে পূর্ণ হইতেছে। জন্ম ভূমির এ রূপ দুরবস্থা দেখিয়া ভ্রাতা ভগিনীর এরূপ বিষাদ ধ্বনি আকর্ণন করিয়া যাহাদের হৃদয় আকুল না হয়, যাহারা প্রীতির সহিত বাহু প্রসারিত না করে,সেই স্বার্থপরদিগের জীবন বৃথা, তাহাদিগের ধন সম্পত্তি বৃথা, যে ধন পরের উপকারে দেশের হিত সাধনে নিয়োজিত না হইল, যে ধন পিতৃহীন অনাথ শিশুগণের অশ্রু জল মোচন না করিল, সেই ব্যর্থ ধন ও পৃথিবীর ধূলিতে প্রভেদ কি? সাধুদের কি না ব্রাহ্মদের যে ভাণ্ডার তাহা পর দুঃখ নিবারণের জন্যই মুক্ত থাকিবে,অন্য লোকে বলিলেও বলিতে পারে যে কতবার আর কতবার আমরা পরের জন্য বৃথা অর্থ ব্যয় করিব কিন্তু ব্রাহ্ম কি স্বয়ং উপবাস করিয়াও তাঁহার ক্ষুধার্ত্ত ভ্রাতাদিগকে রক্ষা করিবেন না? সংসারই যাহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য স্থান, তাহারাই ধন হানিতে মুমূর্ষু হয় কিন্তু আমাদিগের ভাব স্বতন্ত্র, আমাদের যাহা কিছু সকলি ঈশ্বরের জন্য সমর্পণ করিব, তাঁহই অভিপ্রেত কার্য্যে নিয়োগ করিব। যেখানে অন্য লোকে মনুষ্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া দান করে, সেখানে আমরা ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া স্বাধীনতা শুদ্ধা প্রীতির সহিত তাঁহারই হস্তে অর্পণ করিব, তাঁর দীন হীন সন্তানগণের দুঃখ নিবারণে ব্যয় করিব। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা তোমাদিগের অক্ষম ভ্রাতাদিগের সাহায্যে হস্তকে বিস্তার করিয়া পরম পিতার যোগ্য পুত্র হইতে সচেষ্ট হও, তাঁর মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করিতে একান্ত মনে যত্নশীল হও, আমরা ধনেতে বলেতে অল্প হইলাম বা তাহাতে কি, ধর্ম্মের বল থাকিলেই আমরা সকল বলে বলী হইব। আমাদের যদি এক মুষ্টি তণ্ডুল ভিন্ন আর কিছুই না থাকে, আর তাহাই যদি আমরা বিশুদ্ধ হৃদয়ে একটি অনাহারী দীনকে প্রদান করি, তবে গৌরবেচ্ছু স্বার্থপরের লক্ষ মুদ্রা অপেক্ষাও তাহার ফল অধিক হয়। ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয় দেখেন এবং হৃদয় দেখিয়াই তাঁহার প্রেম মূর্ত্তি প্রকাশ করেন, অতএব অদ্য তোমরা এখানে সেই ঈশ্বরের সমক্ষে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত কর এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্ম নামের গৌরব সংস্থাপন কর।

ব্রাহ্ম সমাজের পৌষ মাসের সাধারণ সভা।

গত ৮ পৌষ রবিবার সন্ধ্যার পরে ব্রাহ্ম সমাজের আগামী বর্ষের বিত্ত সংস্থান জন্য ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা হয়। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন গত বর্ষের আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন, শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত কানাইলাল পাইনের প্রস্তাবে ও সর্ব্ব সম্মতিতে আয়-ব্যয়ের-বিবরণ গ্রাহ্য হইল।

অনন্তর গত বর্ষের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া নিম্ন লিখিত মহাশয়েরা সর্ব্ব সম্মতিতে আগামী বর্ষের জন্য কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
" কালীকৃষ্ণ দত্ত
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন
" নীলমণি চট্টোপাধ্যায়
" কানাইলাল পাইন
" ঠাকুরদাস সেন

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ দত্ত

পরে নিম্ন লিখিত প্রস্তাবের ধার্য্য হইল অধ্যক্ষ মহাশয়েরা সময়ে সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য বিবরণ সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত করেন।

বিত্ত সংস্থানের সাধারণ সভা পৌষ মাসে না হইয়া আগামী বর্ষ হইতে বৈশাখ মাসের প্রথম রবিবারে আহ্বান হয়।

অনন্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন উঠিয়া বলিলেন। গত বর্ষের কার্য্য বিবরণ আপনাদিগের নিকটে উপস্থিত করিতেছি, ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে গত বর্ষে নানা বিঘ্ন সত্তেও ব্রাহ্মসমাজের আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা সমাজের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে; কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ইহার উদ্দেশ্য নহে, বিবিধ উপায়ে দেশের হিতসাধন করত ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য করাও ইহার লক্ষ্য। কিসে দেশের কুরীতি নির্মূল হয়, কিসে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি হয়, কিসে আমাদের দেশ জ্ঞান ধর্ম্মে ভূষিত হইয়া ক্রমশ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে, এই সকল প্রশস্ত ভাব দ্বারা এখন ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত হইতেছে। এই সকল দেখিয়া কাহার মনে না এই মহতী আশা বদ্ধমূল হইতেছে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে, কেবল বঙ্গদেশে নহে-সমুদায় পৃথিবীতে ইহার জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে। সময়ের কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন হইয়াছে! পূর্ব্বে যাহা দশবৎশরে বহু আয়াসে সম্পন্ন হইত না, এখন ঈশ্বর প্রসাদে তাহা এক বৎসরের মধ্যে অনায়াসে সমাধা হইতেছে। অতএব এখন আপনারা যদি সকলে নিজ নিজ সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইবে সন্দেহ নাই। এমত সময় উপেক্ষা করিবেন না। অর্থ,শারীরিক পরিশ্রম, উপদেশ, দৃষ্টান্ত যে কোন প্রকারে হউক ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমাকে মহীয়ান করুন; তাহা হইলে আগামী বৎসরের মধ্যে আপনাদের পরিশ্রমের প্রচুর ফল দেখিতে পাইবেন।

আয় ব্যয়। আয়-ব্যয় বিবরণ দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে গত বর্ষে ১১০০৪৸৶০ আয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৭৮৪২৷৵৫ মাত্র সমাজের আয়। ইহা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় ২০০০ টাকা ন্যূন। এই আয়ের হ্রাস নানা কারণে ঘটিয়াছে। যাহা হউক আগামী বর্ষে যে সকল গুরুতর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহা অধিক ব্যয় সাপেক্ষ। বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে আগামী বৎসরে বিশিষ্ট রূপে যত্ন করিতে হইবে। অতএব আপনাদিগকে সমাজের আয় বৃদ্ধির জন্য এবর্ষে সবিশেষ মনোযোগ ও যত্ন করিতে হইবে। ইহা বলা বাহুল্য যে এখনকার সময় এ প্রকার উন্নতি সূচক যে অল্প অর্থে প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে ইহা এখন তাদৃশ আদরণীয় নহে। ইহা একারণে নহে যে পত্রিকার গৌরবের হানি হইয়াছে বা ইহার প্রবন্ধ সকল সমাজের হিতকর নহে। ইহার প্রধান কারণ এই যে পত্রিকা যে সকল আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূরিত থাকে, তাহা সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারে না এবং অনেকের পক্ষে কঠিন। যাহা হউক যে সকল কৃতবিদ্য মহাশয়েরা এতদিন পত্রিকা লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাধুবাদ দেওয়া যাইতেছে। পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করা, ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ব্যতীত বিজ্ঞান ও দেশের হিত সাধন বিষয়ক প্রস্তাব ও ইংরাজীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধৃত প্রবন্ধাদি প্রকটিত করা এবম্প্রকার উপায় দ্বারা পত্রিকার উৎকর্ষ সাধন করিতে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন।

পুস্তকালয়। কেবল ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রেয় পুস্তক সকল বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার বিক্রয়ের ও প্রচারের সুবিধা না থাকায় কয়েকটি শাখা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকদিগের নিকট কত-

কগুলি পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে এবং তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া সভায় গ্রহণ করিয়াছেন। পুস্তকালয়ের ব্যবহারের জন্য কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক বিলাত হইতে ক্রয় করা হইয়াছে; বোধ হয় আর দুই এক শত টাকার পুস্তক ক্রয় করিলে পুস্তকালয় দ্বারা অনেকের উপকার হইতে পারে।

দেশের হিত সাধন। প্রথমতঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎপ্রতীকারার্থ সাহায্য দিবার জন্য ধন সংগ্রহ হয়, তাহাতে অনেকেই উৎসাহ ও উদারতা সহকারে অর্থ দান করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ অর্থাভাব প্রযুক্ত বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য দান করিয়াছিলেন। সমুদায়ে ৩০৪৩।।৶১৫ সংগ্রহ হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ অস্মদ্দেশে বিদ্যা শিক্ষার উন্নতি সাধনের বিহিত উপায় ধার্য্য করিবার জন্য ১৮ আশ্বিন বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মদিগের এক সাধরণ সভা হয় এবং ইংলণ্ডস্থ ইংরাজ মহোদয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা জন্য এক আবেদন পত্র প্রেরিত হয়। তৃতীয়তঃ ত্রিবেণী হালিসহর প্রভৃতি স্থানে সম্প্রতি যে মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে,তন্নিবারণার্থে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে; এবং ইহার যত্নে অর্থ সংগ্রহ হইয়া ঔষধ ও চিকিৎসক ঐসকল স্থানে প্রেরিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। গত বর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অনেক দূর উন্নতি হইয়াছে। প্রথমতঃ কলিকাতা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষাতে ৮জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান সত্য সকল আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ভবানীপুর ও চুঁচুড়াতে ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া প্রায় দেড় শত ছাত্রকে নিয়মিত রূপে ব্রহ্মবিদ্যা দান করা হইয়াছে। ভবানীপুর বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে ১১ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে; এবং তদ্দ্বারা অনেকে ইহার মত অবগত হইয়াছেন। তৃতীয়তঃ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উৎসাহকর ব্যাখ্যান দ্বারা সমাজের উপাসনা কার্য্যে জীবন প্রদান করিয়াছেন; এবং ঐসকল ব্যাখ্যান পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া অনেকের আত্মাকে ঈশ্বরের পথে লইয়া যাইতেছে। চতুর্থতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান নামক একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে; শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। ইহাতে চরিত্র শুদ্ধি ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন বিষয়ক নীতি সকল সহজ ভাষায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ষষ্ঠতঃ কলুটোলা পল্লীতে একটি শিশু বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে; প্রতি শনিবারে সন্ধ্যার সময়ে ইহার শিক্ষা আরম্ভ হয়।

গত বর্ষের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিয়া, সম্পাদক মহাশয়, আগামী বর্ষে যে গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তাহা সংক্ষেপে সভ্যদিগকে অবগত করিলেন। তিনি বলিলেন, যাহাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হয়, যাহাতে তাঁহারা একমত ও এক-হৃদয় হইয়া পরম পিতার কার্য্য সাধন করেন এবং সমবেত চেষ্টা দ্বারা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন, এ প্রকার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। স্থানে স্থানে যে সকল শাখা ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যেও ঐক্য সম্পাদন করা আশু কর্ত্তব্য। যাহাতে আমাদিগের মধ্যে সকলে বিশুদ্ধ ভ্রাতৃসৌহার্দ্দি শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পরস্পরের পবিত্রতা ও আনন্দ বর্দ্ধন করেন,এ প্রকার কোন উপায় অবধারিত করিতে হইবে। সঙ্গত সভা দ্বারা এই উদ্দেশ্য কতক দূর সিদ্ধ হইয়াছে ও হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গতের সভ্য সংখ্যা অতি অল্প এ জন্য ইহার দ্বারা ঐ মহান্ উদ্দেশ্যটি সম্যক রূপে সংসাধন হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমত সঙ্গত সভা দ্বারা ইহার সভ্যদিগের মধ্যে প্রীতি বিস্তার হইতেছে, সেই রূপ সকল ব্রাহ্মসমাজের একটি সাধারণ সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাদিগের মধ্যে অনায়াসে ঐক্য সম্পাদন হইবে, এজন্য কলিকাতাতে একটি প্রতিনিধি সভা করা আবশ্যক। অর্থাৎ এমনএকটি সভা হয় যাহাতে প্রত্যেক শাখা সমাজের এক এক জন প্রতিনিধি থাকেন এবং সেই সকল প্রতিনিধিদিগের মত সমুদয় ব্রাহ্ম সমাজের মত বলিয়া গ্রাহ্য হয়। এই সভাতে ব্রাহ্মদিগের যে প্রকারে নাম করণ, ধর্ম্ম-দীক্ষা, বিবাহাদি কার্য্য সমাধা

হইবে তাহার ব্যবস্থা প্রস্তুত হইবে এবং ব্রাহ্ম মণ্ডলী সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রস্তাবাদি স্থিরীকৃত হইবে। এই প্রকারে সকল ব্রাহ্মসমাজ প্রীতিরসে মিলিত হইয়া সাধারণ উদ্দেশ্য সংসাধনে যত্নবান হইলে আর বিদ্বেষের কারণ থাকিবে না, সদ্ভাব ও আনন্দ চতুর্দ্দিকে বিস্তার হইবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা মহীয়ান্ হইতে থাকিবে।

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে ব্রাহ্মসমাজের অধীনে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহাতে অপরা বিদ্যার সহিত সুপ্রণালীতে ব্রহ্ম বিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের যে অনেক সুবিধা হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কলিকাতা ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে সপ্তাহে একবার মাত্র উপদেশ দেওয়া হয়, এবং তাহাতে অতি অল্প লোক উপস্থিত থাকেন, অতএব ইহা দ্বারা আশানুরূপ ফল লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সাধারণের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অনেকগুলি ছাত্রকে অন্যান্য বিদ্যার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিলে এবং বাল্যকাল অবধি কোমল হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান মুদ্রিত করিলে এদেশে শীঘ্রই কাল্পনিক ধর্ম্ম ও কুসংস্কারের উচ্ছেদ হইবে এবং সত্যের রাজ্য বিস্তৃত হইতে থাকিবে। প্রায় দুইমাস হইল, আমরা ইংলণ্ডে নিউমন্ সাহেবকে বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ক যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাতেই কি আমরা নিশ্চিন্ত হইব, তাহাতেই কি আমাদিগের কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইল? ব্রাহ্মদিগের উচিত যে তাঁহারা শুভকর ব্যাপারে যেমন অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন, সেইরূপ আপনারাও সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিবেন। অতএব যাহাতে এরূপ একটি বিদ্যালয় হয় সে বিষয়ে সকলের সাহায্য দেওয়া উচিত।

তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের এখন কোন প্রণালী নাই, এবং এই অভাবের জন্য অনেক অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে। উপাচার্য্য, শিক্ষক, ও প্রচারক হইবার কোন নিয়ম নাই, এবং তাহাদিগের উপর কোন শাসনেরও নিয়ম নাই। কতকগুলি লোক একত্র হইয়া ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে এক জন উপাচার্য্য হইয়া থাকেন; তাঁহার জ্ঞান ও চরিত্রের বিষয় কেহ যথোচিত রূপে পরীক্ষা করেন না। কোন কোন স্থানে ব্রহ্ম বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে কোন এক ব্যক্তি শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার তদ্বিষয়ে ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক। সুশিক্ষিত উপাচার্য্য, শিক্ষক এবং প্রচারক এ সময়ে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে এবং এ প্রকার লোকের অভাব হেতু কোন কোন স্থানে ব্রহ্ম বিদ্যার আলোচনা হইতেছে না এবং অনেক স্থানে কুসংস্কারও প্রচারিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব একটি শিক্ষা প্রণালী স্থির করিয়া এ প্রকার নিয়ম করা আবশ্যক যে যাঁহারা এই প্রকার শিক্ষা প্রণালীতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাই শিক্ষক বা উপাচার্য্য বা প্রচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। এই সকল প্রস্তাব অধ্যক্ষ মহাশয়েরা আগামী বর্ষে বিবেচনা করিয়া যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবেন, এই আমার প্রার্থনা।

ভ্রাতৃগণ! একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, ব্রাহ্মধর্ম্মের কতদূর উন্নতি হইয়াছে। অপ্রশস্ত নীচ ভাব সকল ক্রমে তিরোহিত হইতেছে এবং উচ্চ লক্ষ্য ও আশা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত হইতেছে। জ্ঞান প্রীতি অনুষ্ঠান ক্রমে সম্মিলিত হইতেছে। যাহাতে সমুদয় জীবন ঈশ্বরেতে সমর্পণ করা যায় এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সকল ত্যাগ স্বীকার করা যায়, ইহাই ব্রাহ্মের এক মাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। একদিকে ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন হইতেছে ও ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের উপদেশে বুদ্ধিবৃত্তি সকল ব্রহ্মজ্ঞান লাভে চরিতার্থ হইতেছে, আর একদিকে সঙ্গত সভার দ্বারা বিশ্বাস কার্য্যেতে পরিণত হইতেছে ও প্রীতি বিস্তার হইতেছে। এই রূপে সমুদায় জীবনের উন্নতি হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। এ প্রকার উন্নতির কারণ কেবল জগদীশ্বরের অপার করুণা; তিনি যদি স্বয়ং ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা না করিতেন ও ইহার প্রবর্ত্তক না হইতেন, তাহা হইলে কি কেবল আমাদিগের ক্ষুদ্র বলে এই বিঘ্নময় বঙ্গভূমিতে ইহার এত উন্নতি হইত? কখনই না। অতএব সকলে মিলিয়া আমরা তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করি।

এবং আপনাদিগের নিকটে এখন আমি এই প্রার্থনা করি যে সকলে ভ্রাতৃ-ভাবে মিলিত হইয়া অপরাজিত উৎসাহ ও বল সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়া জীবন সার্থক করুন।

F. W. NEWMAN AND HIS EVANGELICAL CRITICS.

[From The Westminster Review.]

On the termination of this critical survey of Mr. Newman's literary labours, we naturally recall our thoughts to the social work he has aimed to do, the intellectual position which he occupies, the religious creed that he proclaims. His controversial books have a character about them which makes their literary merits quite secondary: they are, in some sense, his life; his life, even more than his thought. Nay, they are the life and thought of all who have had the sorrow, or the privilege, according as we estimate it, of discerning the false and the obsolete in old forms of faith, and aspiring to the acquisition of a larger and more human creed. In our day, unbelief is common, and, as a necessary consequence of a supposed detection of falsehood, it is inevitable and beneficial. But unbelief must not and cannot be the final attitude of our intellect. For it avails little to reject the false, unless the rejection be a preparation for the reception of the true. Few men have felt this more deeply than Mr. Newman. Hence his persistent endeavour to reconstruct a religion for humanity, to give us back under what he conceives to be truer forms the ancient faith that made men strong, valiant, and trustful; that inspired them with fortitude in the battle of life, humility before the Ideal of their heart and conscience; hope for the future; patience and consolation in the present; reverence and love for the past. We do not claim for Mr. Newman success in his enterprise, but at least he has exhibited many of the qualities that are the conditions of success: courage, honesty, disinterestedness, mental intrepidity, devotion to a righteous purpose, quiet endurance, and persevering endeavour. The "Phases of Faith," the "Soul," "Theism, Doctrinal and Practical," all establish his genuineness and sincerity: all show how he has suffered, thought, and done. His sympathy with man, his love of truth, his desire for the physical and spiritual elevation of our race; his readiness to champion goodness; to support freedom; to diffuse wisdom; to procure for the oppressed nations liberty of thought, of action, of social life; to extend the rights of a free people in proportion to their moral and intellectual capacity; are known by his deeds and spoken words, as well as by his writings. Distinguished by his unwearied industry, he has shown his patriotic and cosmopolitan sympathy in various literary and active directions, in which we cannot now follow him. There are men whose classical learning is superior; whose mathematic attainments are far greater; whose æsthetic faculty is more delicate, but there is no man in our generation who, possessing such numerous accomplishments, has so nobly, so unequivocally stood forth as the representative at once of *faithful unbelief* and religious aspiration.

It is improbable, we think, that his methods will be finally accepted; it is improbable that this poor distracted age of ours will ever attain rest. In this prevailing scepticism, the growing discredit into which all theological and metaphysical science has fallen, the present imperfect and precarious position of any natural system of philosophy and the now undisciplined state of the human affections and faculties, it is far more likely that the dream of catholic unity will be indefinitely postponed, that the human mind, confused as if by celestial panic and preternatural terror, will, in its spasmodic efforts to avoid the loneliness of unbelief, and to escape the practical and logical inconsequence of the current creeds, oscillate from heresy to orthodoxy, from scepticism to Catholicism, with a sad and monotonous alternation, till long after we and our children have ceased to speculate on the problems of existence, or to feel "the burthen and the mystery of all this unintelligible world." Still, a cordial welcome and sincere applause are due to all those who strive to restore us to faith, to moral grandeur, to the sense of an inward law awful as the voice of God himself; who proclaim that the old Hebrew

traditions have still a divine significance; that truth and duty, and sin and the sorrow that follows sin; that holiness, and the joy that holiness confers, are, under some assignable name, and with some definite circumscription, solemn and eternal verities. Mr. Newman has faithfuly striven to accomplish this arduous enterprise, and if he has not brought light and conviction to all, we doubt not that there are many who owe to his teachings much of calm faith, and steady love, and sustaining hope; many to whom the true and noble utterances of his *practical* theism reveal fresh beauty and offer new certainty; because they believe him to have laid broad, deep, and strong the basis of his *speculative* theism.

We have completed our task; one of required vindication and necessitated disclosure. We have shrunk from giving needless offence, but we have not shrunk from asserting what we deem to be the truth, nor refrained from the severity of righteous and deserved reproof. In discharging the office assigned us, our principal object has been to show that Mr. Newman's arguments remain substantially unanswered; to intimate the difficulties of belief, and to propitiate the generous sympathies of the intellectual and tolerant believer. We have, throughout this article, not so much opposed the religious creed of society as the arguments and expedients by which that creed is supported. If the truth be really on the side of Mr. Newman's opponents, as they assert, a sounder logical and philosophical method will elicit and confirm it; while his sophistical arguments and ungrounded theories, as they pronounce them, will thus be finally refuted and defeated.

Truth— which is but another name for the imperial aggregate of the great facts of Nature, of man, and the eternal and mysterious life which includes them—can never suffer from discussion. It expands with human culture; it gains depth and breadth with the advance of science; it acquires fresh glory and security from its material conquests. Whether some form of Christianity is to guide the coming generations of men, as most think; whether the hope which a few high intellects among us still cherish of a transcendental method of evolving religious truth is yet to be realized; whether, as others say, we must rest content "with the dim gleams of a remoter world," to which poets and mystics refer us, learning a wise self-limitation. and finding a childlike satisfaction in the duties and enjoyments which human relations and natural developments suggest, we presume not to determine. To us this only is evident, that while, on the one hand, sincere doubt is better than blind conviction, while it cannot be suppressed by coercion or intimidated by theological menace, the final establishment of truth, on the other hand, can only be effected by the combined efforts of men of peace and good will, of men who are not afraid to face argument, who are slow to prejudge others, who give an opponent credit for genuine faith and honest conviction, who to the resources of a judicial yet expansive intellect unite the high qualities of a genial and chivalrous heart.

—ooo—

SIX NATIVE HINDOO TRACTS

[From The Unitarian Herald.]

Through the kindness of professor Newman, we have had placed in our hands the first six—from June to November, 1860—of a monthly series of English tracts, published by the Hindoo religious communities which were founded by Rammohun Roy. These tracts are interesting in themselves, but they derive their greatest interest from the fact that they are the outcome of a movement towords pure and spiritual religion among the Hindoos themselves. What we had hitherto heard of the religious societies, still existing in various parts of Bengal which owed their origin to the work and influence of Rammohun Roy, was not very hopeful. Until of late their position has been as far as we could gather, that of a school of pretentious sceptical thinkers, holding a cold esoteric Theism, secretly despising the old idolateries, while still maintaining the proud exclusiveness of their religious caste. Recently, however, a new party has sprung up among them,—a party of earnest life and movement, who are endeavour-

ing to infuse a more living piety into their own communities; and who, seeing with sorrow that the growth of Western ideas and education has hitherto done little except make sceptics and indifferentists, are desirous to convert the rising generation, or "Young Bengal," to active spiritual faith. * * * If the rising men of the "Bramo Somaj" are really taking this tone, and themselves openly acting up to it, we cannot but most deeply rejoice. True, the religion of these tracts is simple Theism. Christianity is spoken of as a special creed, and classed as such with Hindooism and Mahomedanism; and little wonder, seeing that the Christianity which alone comes prominently before these Eastern thinkers is the missionary-orthodoxy which they despise and dislike. The spirit of these tracts is the spirit of Christianity, and whether coming to them through Rammohun Roy a generation ago, or through writers like Mr. Newman in the present day, it is actually the result of Christian influences, however little they may be conscious of it, however devoutly they my believe that they are relying solely on intuition. We are not anxious that they should call their religion by our name—provided it is true, and held to heartily. No one can read these tracts without feeling deeply impressed by the beauty and tenderness with which they set forth the Fatherhood of God. * * * The specimens we have given will be enough to interest our reader. Truly it seems a strange thing to find educated Hindoos writing these things; publishing an English series of religious tracts, unlike anything our ideas of that people have led us to expect. Let us hope it will not end in mere spritual aspiration and highflown writing. All this means, if it is sincere, earnest moral reform; sturdy opposition to the degrading distinction of caste; willingness to take up the cross for the practical carrying out of these thoughts in the midst of a life whose whole form and fabric is at present pervaded by idolatry. Is this what our Hindoo Theists mean? If it is; God speed them!

আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক কতকগুলি প্রশ্ন প্রাপ্ত হইয়াছি; তাহার উত্তর আগামী মাসে দেওয়া যাইবে।

বিজ্ঞাপন

আগামী ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মুল্য .... ।০ চারি আনা।

তাৎপর্য্য সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মুল্য ..... ।।০ আট আনা

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮৩ শকের অগ্রহায়ণ মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রাম কানাই সেন	৪
" হরনাথ ঠাকুর	৪
" হরমোহন বসু	১।।০
	৯।।০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দেব	৬
" উমাচরণ মিত্র	৩
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২
	১১

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬
" শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়	১
	১৭
	৩৭।।০

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।
১ মাঘ সোমবার সম্বৎ ১৯১৮, কলিগতাব্দ ৪৯৬৩।

বিজ্ঞাপন।

বেদান্ত দর্শন-শারীরক মীমাংসা।

অনেক দিবস হইতে শারীরক ভাষ্যের বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া আনন্দগিরি টীকা সহিত মুদ্রিত করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ ছিল, কিন্তু বৃহৎ পুস্তক জন্য বহু ব্যয়ের আশঙ্কায় এতদিন কোন প্রকারে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই, সম্প্রতি উলা নিবাসী দেশহিতৈষী বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু বামন দাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য পাইয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রতি বিংশতি ফরমায় এক এক খণ্ড হইবে, এবং প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য এক টাকা নির্দ্ধারিত হইবে। অতএব যাঁহারা তাহা গ্রহণ করিবার অভিলাষ করেন, তাঁহারা নাম, ধাম ও গৃহীতব্য পুস্তক সংখ্যা পত্র দ্বারা অবগত করিবেন, এক এক খণ্ড প্রস্তুত হইলেই তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করা যাইবেক ইতি।

কলিকাতা
১৫ পৌষ ১৭৮৩ } শ্রীআনন্দ চন্দ্র বেদান্ত বাগীশ।
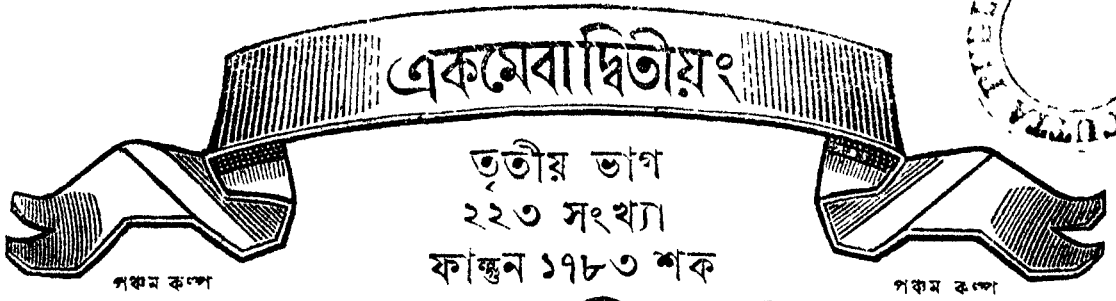
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার-ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

গত ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক সমাজ অতি সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য ও উপাচার্য্য মহাশয়েরা বেদীতে উপবেশন করিলে জন কোলাহল নিস্তব্ধ হইল এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন।

"ভ্রাতৃগণ! অদ্য যে জন্য তোমরা এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে সমাগত হইয়াছ, তাহা সংসাধন কর। যাঁহার উৎসাহ জনন প্রফুল্ল আনন দর্শন করিবার জন্য তোমরা সম্বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিয়াছিলে, তিনি এখন তোমারদিগের সম্মুখে জাজ্বল্য-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন; একবার তাঁহাকে দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত কর। সেই আনন্দময় জ্যোতির জ্যোতিকে দর্শন করিয়া জীবনের সার্থক্য সম্পাদন কর। নয়ন উন্মীলন করিলে এই শোভাময় নিকেতনের প্রত্যেক পদার্থে তাঁহার আবির্ভাব দেখিতে পাই; এই আলোক মালার প্রত্যেক রশ্মিতে তাঁহার কিরণ, এই সাধু মণ্ডলীর মুখচ্ছবিতে তাঁহার উজ্জ্বল মঙ্গল-ভাব; চতুর্দ্দিক্ তাঁহার গম্ভীর ভাবে পরিপূরিত রহিয়াছে। আবার যখন নয়ন নিমীলিত করি, অন্তরে দেখি যে সেই রাজ-রাজেশ্বর হৃদয়াসনে স্বয়ং আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন এবং প্রীতির কিরণে সমুদয় মনোরাজ্যকে সমুজ্জ্বলিত করিতেছেন। আহা! অদ্যকার রজনী কি আনন্দের রজনী! অন্তরে বাহিরে জ্যোতি, অন্তরে বাহিরে আনন্দ স্রোত। পিতার প্রেম-মুখ দেখিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি, ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের সাধু-সত্য-পরায়ণ ভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিতেছি। অদ্য যেন কোলাহলময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া আমরা পিতার শান্তি নিকেতনে উপস্থিত হইয়াছি; এখানে পাপ নাই, দুঃখ নাই; এখানে সুবিমল ব্রহ্মানন্দের উৎস উৎসারিত হইতেছে; মধ্যে পরম পিতা অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং চতুর্দ্দিকে তাঁহার পদানত পুত্রেরা এক পরিবারের ন্যায় প্রীতি-রসে মিলিত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহার আরাধনাতে নিযুক্ত রহিয়াছে।

এত আনন্দ কি মন ধারণ করিতে পারে! যে উৎসব উপলক্ষে আমরা এখানে একত্রিত হইয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে আমারদিগকে কত সৌভাগ্যবান বোধ হয়। অদ্য ব্রাহ্মসমাজের জন্ম দিবস; অদ্য সেই সমাজের জন্ম দিন, যে সমাজের জ্যোতি ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া বঙ্গ দেশের এবং সকল দেশের উন্নতি সাধন করিবে; যাহার প্রভাবে কুসংস্কার তিরোহিত হইবে, কাল্পনিক ধর্ম্মের বিনাশ হইবে, অনাথ সনাথ হইবে, পাপী মুক্ত হইবে, পর্ণ-কুটীর রাজ প্রাসাদ অপেক্ষা আনন্দময় হইবে এবং এই পৃথিবী প্রীতি পবিত্রতা ও আনন্দে অনুরঞ্জিত হইয়া স্বর্গ তুল্য হইবে; অদ্য সেই সমাজের জন্ম দিবস। আমাদের কি সৌভাগ্য যে আমাদের জীবন এই পবিত্র উৎসবের পবিত্র আনন্দে আনন্দিত হইতেছে। অদ্য সেই "রস-স্বরূপ" সেই প্রাণের প্রাণকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি। তিনি যে কেবল অদ্যই আমারদিগের উপর করুণা বর্ষণ করিতেছেন, এমত নহে। যিনি মঙ্গল-স্বরূপ, যিনি পিতা পাতা সুহৃদ্, তাঁহার করুণার প্রবাহ নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া আমাদিগকে প্লাবিত করিতেছে।

গত বর্ষের প্রত্যেক ঘটনাতে তাঁহার মঙ্গলভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখন সম্পদ্, কখন বিপদ হইয়াছে; কখন বা বন্ধুবান্ধবাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সৌভাগ্য সমীরণ সেবন করিয়াছি, কখন বা যন্ত্রণা ক্লেশে সংসারের কঠোরতার পরিচয় পাইয়া একাকী বিলাপ করিয়াছি। কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কত প্রকার ঘটনার মধ্য দিয়া জীবনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই মঙ্গল-স্বরূপের মঙ্গল-দৃষ্টি সকল সময়ে সকল অবস্থাতে আমারদের উপরে স্থির ছিল; তাঁহার প্রীতি-ক্রোড় হইতে আমরা কখন বিচ্ছিন্ন হই নাই। আশ্চর্য্য তাঁহার করুণা! যখনি শোকে কাতর হইয়া তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করিয়াছি, তিনি আমার অশ্রুজল মোচন করিয়া সান্ত্বনা দ্বারা তাপিত হৃদয়কে শীতল করিয়াছেন; পাপ পঙ্কে পতিত হইয়া যখনি অনুতাপিত চিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন; ঘোর নিশীথ সময়ে যখন নিদ্রায় অভিভুত হইয়া একাকী সংসারারণ্যে আমি নিতান্ত অসহায় অবস্থাতে ছিলাম, তখন তিনি আমার নিকটে থাকিয়া আমার দেহ মনকে রক্ষা করিয়াছেন; যখন সুখের জন্য ধর্ম্মের জন্য তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিয়াছি, তিনি তাহা প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সেই অনাদ্যনন্ত, সেই ভুমণ্ডলের অধীশ্বর, যিনি দেশ কালের অতীত, যাঁহার শাসনে সমুদয় জগৎ চলিতেছে; সেই ভুমা সেই মহান্, এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র জীব যে আমরা, আমারদিগকে ক্রোড়ে করিয়া লালন পালন করিতেছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কি প্রেমাশ্রু সম্বরণ করা যায়? হা! সেই জীবনের জীবন, সেই দীন শরণ; সেই করুণাময় মুক্তি দাতা—"তাঁহার সমান কেহ চখে দেখে নাই শুনে নাই শ্রবণে।" তিনি আমাদের সর্ব্বস্ব; তিনিই আমাদের সহায় সম্পত্তি; তিনিই আমাদের আশা আনন্দ। ভ্রাতৃগণ! আইস পবিত্র হৃদয়ে সেই প্রাণ-সখার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিয়া জীবন সার্থক করি। হৃদয়-নাথ! আমারদের কি আছে যে তোমার করুণার প্রতিক্রিয়া করিব? তুমি প্রেম-সমুদ্র, তুমি মঙ্গল নিকেতন, তোমার যে কত করুণা, তাহা স্মরণ করিতে গেলে বাক্য মন স্তব্ধ হইয়া পড়ে। আমরা

দীনহীন; আমরা এই পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর ধূলি কণাতে বদ্ধ রহিয়াছি, আমারদের কি পুণ্যবল যে তুমি আমারদিগকে এত প্রীতি কর। আমরা তোমা হইতে দূরে যাই, আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করি, কিন্তু নাথ! তুমি সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে থাকিয়া আমারদের মঙ্গল সাধন কর। তুমি আমারদিগকে কত সুখ দিয়াছ ও দিতেছ, তাহার সীমা নাই; তোমার প্রীতির বিশ্রাম নাই। জগদীশ! আমরা তোমাকে কি দিব? আমাদের হৃদয় মন দেহ প্রাণ, যাহা আছে, তুমি সকলি লও, আমরা তোমারি।

ভ্রাতৃগণ! এক বার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতি আলোচনা করিয়া দেখ, এই দুর্ভাগ্য অনন্যগতি বঙ্গদেশের প্রতি ঈশ্বরের কি অনুগ্রহ। রাশি রাশি বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে এই সমাজ পর্ব্বতের ন্যায় অটল থাকিয়া একত্রিংশৎ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছে এবং ক্রমশ উন্নত হইতেছে। দেখ চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, সত্যের রাজ্য ক্রমশ বিস্তৃত হইতেছে। ইহা কেবল পরমেশ্বরের উদার করুণার চিহ্ন। নতুবা আমারদের ক্ষুদ্রবলে এই নিরুৎসাহ নিরানন্দ বঙ্গভূমিতে এই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করা দূরে থাকুক, এক দণ্ড কালও স্থির রাখিতে পারিতাম না। আমারদের লোক নাই, অর্থ নাই, ক্ষমতা নাই, প্রচারের নিয়ম নাই; তথাপি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ব্রাহ্ম সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। যে সকল স্থান পৌত্তলিকতার দুর্গ-স্বরূপ ছিল, সেখানে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছে; যাঁহারা ব্রাহ্মের নাম শুনিবামাত্র খড়্গ হস্ত হইতেন, তাঁহারদের বিদ্বেষের খর্ব্বতা হইয়াছে; যে সকল পরিবারে কেবল বিষয়ের পূজা হইত এবং ধর্ম্ম উপহাসের বস্তু ছিল, সে সকল পরিবারে একমেবাদ্বিতীয়ং মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তিত হইতেছে; যাঁহারা কেবল ব্রাহ্ম ধর্ম্মে শূন্য বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভীরুতা প্রযুক্ত অনুষ্ঠানের সময় কপট ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতেন, তাঁহারাও অকাতরে ঈশ্বরের জন্য বিষয়-ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন। স্ত্রীলোকেরাও জাগ্রত হইয়া সত্যের পথ অবলম্বন করিতেছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমারদের দুর্ভাগ্য ভগিনীগণকে কুসংস্কার পাশ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহারদের সরল হৃদয়ে পবিত্রতা ও আনন্দ বিস্তার করিতেছেন; বালকেরাও এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের মঙ্গল-চ্ছায়া গ্রহণ করিতেছে এবং অর্দ্ধস্ফুট ভাষাতে পরম পিতার নাম কীর্ত্তন করিতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মের আর নিদ্রিত ভাব নাই; ইহার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-জ্ঞান-জ্যোতিতে অজ্ঞানান্ধকার দূরীকৃত হইতেছে, প্রীতির বলে বিদ্বেষ ও বৈর-ভাব পরাস্ত হইতেছে, উৎসাহের অগ্নিতে ভীরুতা ও কপটতা ভস্মীভূত হইতেছে। এক বার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন আমাদের দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ এতকাল ঘোর অন্ধকারে অভিভূত থাকিয়া সত্য-সূর্য্যের নব আলোক দর্শন করিয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উৎসাহ-সহকারে উন্নত হইতেছে। ধন্য মহাত্মা রামমোহন রায়! যাঁহার প্রসাদে এদেশে পবিত্র ধর্ম্মের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হইল। ধন্য বঙ্গভূমি! যেখানে ঐ ধর্ম্মের প্রথম আবাস-স্থান হইল। চতুর্দ্দিকে কি আশ্চর্য্য-রূপে সত্যের মহিমা প্রকাশিত হইতেছে! কোথায় হিমগিরির শতদ্রু নদী-তীরস্থ ভজ্জীরাণার শোহিনী নগরী, কোথায় অযোধ্যা, কোথায় বেরেলী, কোথায় কটক মেদিনীপুর ও কোথায় চট্টগ্রাম,

ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্য কি সুবিস্তীর্ণ হইতেছে! আবার কেবল ভারতভূমিতে নহে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা, যেখানে কাল্পনিক ধর্ম্ম এখনো পর্য্যন্ত বিরাজ করিতেছে, সেখানেও অনেকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য অবলম্বন করিতেছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর এক করিবে। ব্রাহ্মগণ! আর নিদ্রার কাল নাই, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে কায়মনোবাক্যে যত্নশীল হও। বিবেচনা করিয়া দেখ, আমারদিগের তাদৃশ উৎসাহ নাই, চেষ্টা নাই, যত্ন নাই; তথাপি এত উন্নতি হইতেছে; যদি একবার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া সকলে মিলিয়া চেষ্টা কর, অতি অল্পকালেই প্রভূত উপকার দৃষ্টিগোচর হইবে সন্দেহ নাই। কেবল মুখে বলিলে হইবে না, কার্য্যেতে করিতে হইবে। "সব মোর লও তুমি প্রাণ হৃদয় মন", ইহা কি কেবল বাক্যেতেই রহিল? ব্রাহ্ম হইয়া আমরা কি কপটের ন্যায় মুখেতেই এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব এবং কার্য্যের সময় লোক-ভয়ে ভীত হইয়া সংসারের পূজাতে প্রবৃত্ত হইব। তবে আমারদের সরলতা কোথায়, কোথায় ঈশ্বরেতে অনুরাগ ও প্রীতি? আমারদিগের ধর্ম্ম কি নিৰ্জীব নিদ্রিত ধর্ম্ম? কখনই না। ব্রাহ্মধর্ম্ম অগ্নিময় জীবন্ত ধর্ম্ম; ইহার এক স্ফুলিঙ্গে পৃথিবীর রাশীকৃত পাপ ও যন্ত্রণা ভস্মীভূত হইয়া যায়, ইহার প্রভাবে জীবন অপরাজিত স্বর্গীয় বলে বলীয়ান্ হয়, লক্ষ লক্ষ শত্রু এক নিমেষে পরাস্ত হয়। আমরা সেই ধর্ম্মের উপাসক; ঈশ্বর আমারদের সেনাপতি, সত্য আমাদের বর্ম্ম, আমাদের কি ভয়? সমুদায় পৃথিবী যদি খড়্গ হস্ত হয়, "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" এই অগ্নিময় বাক্য উচ্চারণ করিয়া সকল বাধা অতিক্রম করিব; সত্যের জন্য যদি সুখ সম্পদ্ মান সম্ভ্রম সকলি পরিত্যাগ করিতে হয়, যদি প্রাণ পর্য্যন্ত বলিদান দিতে হয়, আনন্দের সহিত এই পার্থিব ধূলির শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অকৃত অমৃতকে লাভ করিব। ব্রাহ্মগণ! আলস্য ও উপেক্ষা, অলীক আমোদ ও বৃথা তর্ক পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার কর, ব্রহ্ম নাম দেশ বিদেশে ঘোষণা করিয়া ধর্ম্মহীন নির্জীব ভ্রাতা ভগিনীদিগকে জীবন দান কর। অদ্য যেন সেই জ্যোতির জ্যোতি ভুবনেশ্বর এখানে আসিয়া তাঁহার সমাগত পুত্রদিগকে কহিতেছেন, "উত্থান কর, আমার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা মহীয়ান্ কর।" আইস সকলে মিলিয়া আজ তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করত অদ্যকার উৎসব পূর্ণ করি। যদি একবার তাঁহার প্রেম-মুখ দেখিলে, তবে চিরজীবনের মত তাঁহার সহিত প্রেম শৃঙ্খলে কেন না আবদ্ধ হও? ভ্রাতৃগণ! সকলে তাঁহার প্রতি আত্মাকে উন্নত কর।

হে পরমাত্মন্! তোমার চরণের মঙ্গল-ছায়াতে আমারদিগকে রক্ষা কর। আমারদের সকলের আত্মাকে তোমার পবিত্র জ্যোতিতে পবিত্র কর। অদ্যকার উৎসাহ যেন অদ্যই অবসন্ন না হয়; তুমি যেমন অদ্য আমারদিগকে দেখা দিতেছ, এই রূপ চিরদিন নয়নের সমক্ষে থাকিয়া সর্ব্বদা পাপ তাপ বিঘ্ন হইতে আমারদিগকে রক্ষা কর। এ পৃথিবীতে আমারদের রক্ষা করিবার আর কেহ নাই; তুমিই আমারদের পিতা মাতা, তুমিই আমারদের সুহৃদ্। সংসারের অন্ধকার মধ্যে তুমি আমারদের আলোক; ভয় ও দুর্ব্বলতার মধ্যে তুমি আমারদের বল; অনিত্য সম্পদের মধ্যে তুমিই আমারদের চিরসম্পদ্। নাথ! যখন তোমার পথের পথিক বলিয়া তাবৎ সংসারিরা আ-

মারদিগকে পরিত্যাগ করিবেক, তখন তুমি একাকী নিকটে থাকিয়া চিরজীবন-সখা চির-সুহৃদ্ বলিয়া আমারদিগকে আশ্রয় দিবে। তোমার ন্যায় সুহৃদ্ আর কোথায় পাইব? সংসার কেবল যন্ত্রণারই আধার, ইহার সুখ কেবল দুঃখের কারণ। অতএব হে জীবনের জীবন! আমারদিগকে সংসার-পাশ হইতে মুক্ত কর, এবং আমারদের সমুদয় প্রীতি তোমাতে স্থাপিত কর। তোমার নাম প্রত্যেক পরিবারে কীর্ত্তিত হউক; সর্ব্বত্র তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক। হৃদয়-নাথ। তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"

অনন্তর ব্রহ্ম সঙ্গীত সহকারে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল এবং ব্যাখ্যান পাঠের পর বেদী হইতে আচার্য্য আদেশ করিলেন যে,

"প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় অবধি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আজি কি উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়াছেন। সূর্য্য যখন অদ্য প্রভাতে আপনার কিরণ বিকীর্ণ করিলেন, তিনিও আমারদের সঙ্গে সঙ্গে উত্থিত হইয়া আমারদিগকে তাঁহার নিকটে আকর্ষণ করিলেন। অদ্য প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই তাঁর উজ্জ্বল কিরণ আমারদের হৃদয়ে প্রতিভাত হইল। সম্বৎসর কাল আমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কবে ১১ মাঘ আসিবে, সকল ভ্রাতৃ মণ্ডলী একত্র হইয়া প্রীতি-পুষ্প দ্বারা পরম পিতার অর্চ্চনা করিব, সকল সুহৃদে মিলে পরম সখাকে ডাকিব, প্রীতি ভক্তিতে আর্দ্র হইয়া তাঁর চরণে প্রণিপাত করিব। সেই ১১ মাঘ উপস্থিত, অদ্য ঈশ্বর আমারদের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন। যেমন আমরা জাগ্রত হইয়াছি, আমারদের চক্ষের আলোক হইয়া তিনি দর্শন দিয়াছেন। সূর্য্য উদয় অবধি এ পর্য্যন্ত ক্রমাগত তাঁহার মহিমার মধ্যে আমরা বিচরণ করিতেছি। আমরা জানিতেছি, আমারদের পরম গুরু পরম সখা আমারদের সম্মুখেই আছেন। তিনি আমারদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছেন, আমরাও সহজে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছি। যাঁর মুখ হইতে যে অমৃত বাক্য নিঃস্যন্দিত হইতেছে, তাহা তিনিই প্রেরণ করিতেছেন। পূজার জন্য যিনি যাহা সংগ্রহ করিয়া পবিত্র-স্বরূপকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তিনিই তাহা দান করিতেছেন। ব্রাহ্ম-মণ্ডলীর মধ্যে উৎসাহ-প্রভা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সঙ্গীত ধ্বনিতে দিগ্বিদিক ধ্বনিত হইতেছে—স্তব স্তোত্রে আকাশ পূর্ণ হইতেছে। সাগর সমান গম্ভীর ভাবে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইতেছে, আনন্দ-কিরণ চন্দ্র-কিরণের ন্যায় প্রসারিত হইতেছে। ঈশ্বর আমারদের সম্মুখে পূর্ণ মহিমাতে বিরাজ করিতেছেন। তাঁর সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় রূপ দর্শন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইতেছি। তাঁর সেই জ্যোতি এ চক্ষুতে দেখা যায় না, তাহা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের যেমন উপদেশ যে তাঁহাকে সহজে দেখ, আমরা তেমনি তাঁহাকে সহজেই সাক্ষাৎ দেখিতেছি। যেমন সকলকে দেখিতেছি, উৎসাহ ও আনন্দের সহিত মিলিত হইতেছেন; তেমনি সাক্ষাৎ জানিতেছি, পরম পিতা আমারদের সম্মুখে আসিয়াই আমারদের উপাসনা গ্রহণ করিতেছেন। যেমন সাক্ষাৎ জানিতেছি, এই ভ্রাতৃমণ্ডলী উল্লাসের সহিত তাঁহাকে প্রীতি দান করিতেছেন; তেমনি জানিতেছি, ঈশ্বর প্রতি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই প্রীতি গ্রহণ করিতেছেন। "অপাণিপাদোজবনোগৃহীতা

পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ। সবেত্তি বেদ্যং নচ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং।” তিনি অপানিপাদ হইয়া আমারদের সঙ্গেই বিচরণ করিতেছেন। তিনি অচক্ষু অকর্ণ হইয়া আমারদিগকে দেখিতেছেন ও আমারদের আনন্দ-নিনাদ শ্রবণ করিতেছেন। তিনি করুণা-নিলয়, তিনি মঙ্গল-নিকেতন, সকল হৃদয়েই তাঁহার প্রেম। বিনীত ভাবে সরল হৃদয়ে তাঁহার নিকটে গমন কর, এখনি দেখিতে পাইবে, এমন সত্য-ভাব আর কোথাও নাই; এমন মঙ্গল-ভাব জগতে নাই। হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলিত হইয়া যে প্রীতি-অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহা কোন পার্থিব বস্তুতে তৃপ্তি না পাইয়া স্বর্গাভিমুখেই সমুত্থিত হইতেছে। দেখ, সর্ব্বত্রই তিনি তাঁহার জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন। হৃদয় তাঁহাকে ধরিবার জন্য যেমন প্রশস্ত হইতেছে; তিনি ততই তাহাকে পূর্ণ করিতেছেন। বৎসরান্তে অদ্য যদি তিনি আপনাকে এমন প্রচুর-রূপে দান করিতেছেন; তবে যখন আমরা এ পৃথিবী হইতে নূতন লোকে গিয়া উত্থিত হইব, তখন আমরা কি আনন্দে আনন্দিত হইব! তখনকার উৎসবের সহিত এ মহোৎসবের কি গণনা! ঈশ্বর আমারদের এই পৃথিবীর জন্যই নন, তিনি আমারদের একালের ও পরকালের নেতা। তিনি আমারদের চিরকালের আনন্দ। হে পরমাত্মন্! তোমার গুণ কীর্ত্তন আমি কি করিব! বাক্য তোমাকে বলিতে গিয়া স্তব্ধ হয়—মন তোমাকে ভাবিতে গিয়া নিবৃত্ত হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ”

পরে ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল।

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

অষ্টম অধ্যায়।

৬৪

সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্রই তাঁহার বাহু সর্ব্বত্রই তাঁহার পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি মনুষ্য-দেহে বাহু সংযোগ করেন, এবং পক্ষি-শরীরে পক্ষ সংযোগ করেন; অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন।

সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু; তিনি সকলের সাক্ষী; সকলের অন্তর্ব্বাহ্য তিনি সমান রূপে দৃষ্টি করিতেছেন; অন্ধকার তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ; যে পুণ্যকীর্ত্তি তাঁহার অমৃতময় পথে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার উৎসাহজনক প্রসন্ন মুখ সর্ব্বত্রই দেখিতে পান। সর্ব্বত্রই তাঁহার বাহু; এই বিশ্ব সংসারের সকল কার্য্যেতে তাঁহারই বল ও তাঁহারই কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। সর্ব্বত্রই তাঁহার পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বত্রই পূর্ণরূপে স্থিতি করিতেছেন। তিনি মনুষ্য দেহে বাহু সংযোগ করেন এবং পক্ষি শরীরে পক্ষ সংযোগ করেন। কার্য্য নির্ব্বাহ ও সুখ সাধনার্থে যাহার যে প্রকার অঙ্গের প্রয়োজন, তাহাকে সেই প্রকার অঙ্গ দিয়াছেন। অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন।

৬৫

যত লোক আছে, সর্ব্বত্র তাহার হস্ত পদ, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ

চক্ষু মস্তক এবং সর্ব্বত্র তাঁহার শ্রোত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সমস্ত সংসারকে ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছেন।

তাঁহাকে সর্ব্বত্র বিদ্যমান জানিয়া হে মানব-সকল! শুভ কর্ম্ম করিতে উৎসাহী হও এবং পাপাচরণ করিতে ভয় কর।

৬৬

এই নানা শিরোমুখ গ্রীব বিশিষ্ট পরমেশ্বর সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন, সেই ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী সুতরাং সর্ব্বগত এবং তিনি মঙ্গল-স্বরূপ হয়েন।

সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর সকলের হৃদয়ে সর্ব্বদাই স্থিতি করিতেছেন। তিনি সকল জীবের মঙ্গল উদ্দেশে এই বিচিত্র সৃষ্টির রচনা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি যাহা কিছু মঙ্গল লাভ করে,সে সেই মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই প্রাপ্ত হয়। তিনি আমারদিগের ধনদাতা, জ্ঞানদাতা, মুক্তি-দাতা; তিনি আমারদিগের সকল মঙ্গলের নিদানভূত।

৬৭

তাঁহার হস্ত নাই তথাপি তিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার পদ নাই তথাপি তিনি গমন করেন, তাঁহার চক্ষু নাই তথাপি তিনি দৃষ্টি করেন,এবং তাঁহার কর্ণ নাই তথাপি তিনি শ্রবণ করেন। তিনি যাবৎ বেদ্য বস্তু সমস্তই জানেন কিন্তু তাহার কেহ জ্ঞাতা নাই; ধীরেরা তাঁহাকে সকলের আদি ও পূর্ণ ও মহান্ করিয়া বলিয়াছেন।

পরিমিত ক্ষুদ্র জীবের ন্যায় তাঁহার হস্ত পদাদি কোন অবয়ব নাই; অথচ হস্ত পদাদির কার্য্য তাঁহার অনির্ব্বচনীয় ঐশী শক্তি দ্বারা সহজেই সম্পন্ন হইতেছে।

৬৮

যখন তাবৎ প্রাণি নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন যে পূর্ণ পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন; তিনিই শুদ্ধ, তিনি ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত রূপে উক্ত হয়েন; তাঁহাতেই লোক সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

আমরা জাগ্রত থাকি বা নিদ্রিত থাকি, তিনি সর্ব্বক্ষণই জাগ্রত থাকিয়া আমারদিগের নানাবিধ প্রয়োজনীয় অর্থ-সকল বিধান করিতে থাকেন। যখন আমরা স্বকীয় মঙ্গল সাধনার্থে শ্রম হইতে বিরত হই, তখন তিনি বিরত হন না। তিনি আমারদিগের অবিশ্রান্ত হিত-সাধন করিতেছেন।

৬৯

পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, এবং মহৎ হইতেও মহৎ। তিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করেন। বিগতশোক ব্যক্তি সেই ভোগাভিলাষ বর্জ্জিত-ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে দৃষ্টি করেন।

হ্রস্ব দীর্ঘ শূন্য অতি সূক্ষ্ম যে আমারদের আত্মা তাহা হইতেও তিনি সূক্ষ্ম এবং অসীম আকাশ হইতেও তিনি মহান্। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দূরে ভ্রমণ করিতে হয় না, তিনি আমারদের হৃদয় মন আত্মাতেই বাস করিতেছেন। তিনি ভোগাভিলাষ-বর্জ্জিত, নিত্য-পরিতৃপ্ত পরমানন্দময়, যে সাধক তাঁহাকে দর্শন পায়, তাহার আর শোক থাকে না; তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইলে তাহার আর কোন অভাব থাকে না।

৭০

যিনি এক মাত্র, সকলের নিয়ন্তা, ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এবং যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন; তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নিত্য সুখ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

সকলই তাঁহার বশে রহিয়াছে, এবং সকলেরই তিনি নিয়ন্তা। তিনি আমারদের সকলের আত্মার অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছেন। তিনি একাকী কাহারও সহায়তা না লইয়া এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি নিত্য স্বকীয় স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া আপনার এক রূপকে বহু প্রকার করিয়াছেন; আপনি অন্য কোন বস্তু হন নাই। এই এক মাত্র সকলের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাকে যিনি স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার সহিত সহবাস লাভ করিয়াছেন; তাঁহার যেরূপ বিষয়াতীত শাশ্বত সুখ ভোগ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

৭১

যিনি তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে কেবল এক মাত্র নিত্য, যিনি সকল চেতনের চেতন, একাকী যিনি তাবতের কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন; তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদের নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

এই জগতের সমুদায় বস্তুই অনিত্য, কেবল তিনি এক মাত্র নিত্য। তিনি জীবসকলকে চেতন দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি তাহারদিগকে অন্ন দিয়া পালন করিতেছেন; তিনি এই অসংখ্য প্রজাদিগের কামনা-সকল একাকী পূর্ণ করিতেছেন। এই এক পৃথিবী লোকেতেই তাঁহার কত প্রজা এবং ইহার এক এক প্রজারই বা কত প্রয়োজন। তিনি এই সকলের প্রয়োজন যথা উপযুক্ত রূপে একাকী বিধান করিতেছেন; তিনি এক ক্ষুদ্রতম কীটের প্রয়োজনও বিস্মৃত নহেন। যাঁহারা এই সকলের সুহৃৎ কল্যাণ-রূপ পরম দেবতাকে স্বকীয় হৃদয় মন্দিরে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহারদিগের তৃপ্তি সরোবর কদাপি শুষ্ক হয় না, সদাই পূর্ণ থাকে; তাঁহারদের নিত্য শান্তি লাভ হয়।

৭২

যে সময়ে এখানে সমুদায় হৃদয়-গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব অমর হয়েন; এতাবন্মাত্র উপদেশ জানিবে।

অজ্ঞান ও মোহজাল আমারদের হৃদয়-গ্রন্থি। পাপাসক্তি ও কুসংস্কাররূপ হৃদয়-গ্রন্থি-সকল বিনষ্ট না করিলে পরম পবিত্র পুরুষকে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন এই সকল দুশ্চেদ্য হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন করিতে পারিবে; তখনই জানিবে যে যে প্রকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিলে পরম পিতার সমীপস্থ হওয়া যায় ও অকুতোভয়ে পরমানন্দে তাঁহার সহিত নিত্য সহবাস করা যায়, সেই পথের পথিক হইয়াছি—মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃত পুরুষকে লাভ করিয়াছি। এই অনুশাসন, এই উপদেশ।

ইতি প্রথমখণ্ডে অষ্টম অধ্যায়।

কি কি উপায়ে এদেশের উন্নতি হইতে পারে?

এই প্রশ্নের সমাধানে প্রবৃত্ত হইতে হইলে কোন্ কোন্ অংশে অনুন্নতি আছে, অগ্রে তৎপ্রদর্শন আবশ্যক। ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, বিদ্যাশিক্ষা এবং আচার, ব্যবহার, এই কয়েক বিষয়েই এদেশের অনুন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সুতরাং এদেশের উন্নতি এই সমুদায় বিষয় গুলির দোষ সংশোধনসাপেক্ষ। ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, ও শিক্ষা সংক্রান্ত যে সমস্ত দোষ আছে, তাহার সংশোধন হইলে আচার ব্যবহারাদি গত দোষ সংশোধন আপনা হইতেই হইয়া উঠিবে। ঐ সকল বিষয় দোষদুষ্ট হওয়াতে আচার ব্যবহারাদি গত দোষ এ দেশে আজিও অনুন্মূলিত রহিয়াছে।

প্রথম, ধর্ম্ম দোষ। ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই ইহার রক্ষার অদ্ভুত উপায় করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কৃত অদ্ভুত প্রণালী, ও অদ্ভুত নিয়মের অণুমাত্র ব্যতিক্রম হইলে, এই জগৎ ক্ষণমাত্রে উৎসন্ন হইয়া যায় সন্দেহ নাই। এই জগতের প্রতি পদার্থেই তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি, অসীম করুণা, গম্ভীর মঙ্গল ভাব ও অনন্ত মহিমার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর যখন এই বিচিত্র বিশ্বের স্রষ্টা হইলেন, তাঁহার অসামান্য করুণাবলেই যখন আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, তখন তিনি একমাত্র আমাদিগের আরাধ্য, ও আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁহার আরাধনাই পরম ও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, এ দেশে বুদ্ধিবিভ্রম ও প্রমাদ প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায় হইয়া অবিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিয়াছে; এক ঈশ্বরের আরাধনার পরিবর্ত্তে কল্পিত দেবাদি বিষয়ক পূজা বিধির সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে ধর্ম্মদোষ ঘটনা হওয়াতে কেবল যে এ দেশের উন্নতির প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে এরূপ নহে, দেশও ক্রমশঃ শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার না থাকিলে দেশের যে এইরূপ দুর্দশা হয়, ইতিহাস পাঠ করিলে ইহার শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এক্ষণে যে অনর্থমূল হিন্দু ধর্ম্ম ভারতবর্ষের বহু স্থল ব্যাপী দৃষ্ট হইতেছে, ইহা আমাদিগের আদিম ধর্ম্ম নহে। প্রথমে এ দেশে এক ঈশ্বরের আরাধনা বিধি প্রচলিত ছিল। বেদ দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। বেদ হিন্দুজাতির আদি ধর্ম্ম শাস্ত্র। বেদে দুর্গা, কালী, ষষ্ঠী, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতির পূজা বিধি দৃষ্ট হয় না। প্রচলিত বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম পুরাণকারদিগের সৃষ্টি। এ দেশে ব্রাহ্মণ জাতি যে অবিসম্বাদিত আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই বিষময় ফল। তাঁহারা উপার্জ্জনের যত নূতন নূতন পন্থা আবি-

স্কৃত করেন, ততই নূতন নূতন অদ্ভুতমূর্ত্তি দেব দেবীর সৃষ্টি হয়। স্বার্থপর ভ্রান্ত লোকেরা সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মস্রোতকে এমনি আবিল করিয়া তুলিয়াছে যে, বৃক্ষ, লতা, নদ, নদী, গিরি, গুল্ম, গো, মৎস্য প্রভৃতি কিছুই এখন এ দেশীয় লোকদিগের অনারাধ্য ও অনমস্য নহে। তাহারা বট বৃক্ষ দেখিলেই প্রণাম করে, শঙ্খচিল দেখিলেই নমস্কার করে, মৃণ্ময় প্রতিমা দেখিলেই তাহার অগ্রে দণ্ডবৎ পতিত হয়, গাভী দেখিলে প্রদক্ষিণ প্রণাম করে, ইহাতে কি তাহাদিগের লজ্জা হয় না? ইহাতে কি তাহাদিগের আত্মাতে অবজ্ঞা বোধ হয় না? জগদীশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু এই কার্য্য গুলি কি বুদ্ধিমানের মত হইতেছে? যিনি যে সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকেই সেই পদার্থ স্বরূপ বোধ করিয়া তাঁহার পূজা ও আরাধনা করা, ইহার পর নির্ব্বোধের কর্ম্ম আর কি হইতে পারে? ইহা দ্বারা কেবল আত্মার অপকর্ষ হইতেছে মাত্র।

অবিশুদ্ধ ধর্ম্ম বিশুদ্ধ ধর্ম্মের পদ গ্রহণ করাতে আমরা যে দিকে চাই, সেই দিকেই অনিষ্ট দেখিতে পাই। এই এক ধর্ম্মদোষে আমাদিগের উৎসাহ শ্লথবন্ধ ও অধ্যবসায় মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। আমরা যদি উৎসাহান্বিত হইয়া কোন সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান চেষ্টা করি, উল্লিখিত ধর্ম্মদোষ অগ্রসর হইয়া তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবে। যদি আমরা বাণিজ্যার্থী হইয়া সমুদ্রে গমন করি, ধর্ম্মদোষে সমাজের লোকেরা এখনই আমাদিগকে জাত্যন্তর করিবে। সমুদ্র গমন প্রতিষেধ কি বিশুদ্ধ ধর্ম্মের কার্য্য? বিশুদ্ধ ধর্ম্ম দেশের উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দেন, ইহা কখন সে পথ রুদ্ধ করিয়া রাখেন না। সমুদ্রাদি গমনের সহিত প্রকৃত ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ আছে? যখন এ দেশে এক ঈশ্বরের আরাধনা বিধি প্রচলিত ছিল, তখন কি সমুদ্রাদি গমন তাহার অনুমোদিত ছিল না? জগদীশ্বর আমাদিগের উপভোগার্থ যে সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, পৃথিবীর অন্য অন্য অংশের লোকে তদুপযোগিতা-ফল ভোগ করিবে, আমরাই কেবল তদ্বিষয়ে বঞ্চিত থাকিব, সমদর্শী করুণানিধানের সৃষ্টির কখন কি এরূপ বিষম উদ্দেশ্য সম্ভবিতে পারে? সমুদ্রাদি গমন প্রতিষেধ যদি প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত হইত, তবে সর্ব্ব দেশে সমান হইত সন্দেহ নাই। গ্রীস দেশে ও রোম রাজ্যে যখন কল্পিত দেবাদি বিষয়ক পূজা বিধি প্রচলিত ছিল তখনও তথায় সমুদ্র গমন নিষিদ্ধ ছিল না। কি চীন, কি তাতার, কোন প্রদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেই সমুদ্র গমনের নিষেধ নাই, ঈশ্বর কি কেবল আমাদিগের জন কত হিন্দুর সমুদ্র গমন প্রতিষিদ্ধ করিয়াছেন?

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি বর্ণ ভেদ কাহার কর্ম্ম? ইহাও এই বিকৃত ও অবিশুদ্ধ ধর্ম্মের কর্ম্ম। যখন প্রথম পুত্র অথবা কন্যা জন্ম গ্রহণ করে, তখন কি তাহারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-ভেদ সূচক কোন নৈসর্গিক চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হয়? কোন বিদেশীয় ব্যক্তি কি সদ্যোজাত ব্রাহ্মণ পুত্রকে ব্রাহ্মণ পুত্র বলিয়া চিনিতে পারেন? বর্ণভেদ ঈশ্বরকৃত হইলে অবশ্যই কোন নৈসর্গিক চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইত সন্দেহ নাই। জগদীশ্বর কি ব্রাহ্মণকে যজ্ঞোপবীত ধারণের বিধি দিয়াছেন? তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ কন্যার প্রতি নিরনুক্রোশ হইবেন কেন? এই বর্ণভেদ ও জাতিভেদ হিন্দুসমাজের উন্নতি লাভের এক মহান্ অন্তরায় হইয়াছে। পরস্পর বর্ণের পরস্পর

বর্ণের প্রতি সমদুঃখসুখ জ্ঞান ও স্নেহ নাই এবং এইটী না থাকাতেই পরস্পরের শ্রেয়ঃ সাধনে পরস্পরকে শ্লথাদর ও অনগ্রসর দেখিতে পাওয়া যায়। এতন্নিবন্ধন এদেশীয় দিগের স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা দোষের এমনি বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাঁদিগের ব্যবহার দর্শন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, ইহাঁরা যেন সমাজের কেহ নহেন; সমাজের শ্রেয়ঃ সাধনার্থ ইহাঁরা জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই; অর্থোপার্জ্জন করিয়া আত্ম সুখ সম্পাদন করিতে পারিলেই পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা হইল, ইহাঁরা এই রূপ বিবেচনা করেন। ফলতঃ ইহাঁদিগের অনেককেই নিতান্ত স্বার্থপর দেখিতে পাওয়া যায়। পরার্থ চিন্তা ক্ষণ কালের জন্যও তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না। জগদীশ্বর মনুষ্যকে পশুর ন্যায় আত্মম্ভরি করেন নাই, সমাজস্থ করিয়াছেন, সমাজের শ্রেয়ঃ সাধন মনুষ্যের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অনেকের এ সংস্কার নাই। আজি যদি পরস্পর ভোজ্যান্নতা থাকিত, আজি যদি পরস্পরের কন্যা আদান প্রদান প্রথা প্রচলিত থাকিত, পরস্পরের মৈত্রী বদ্ধমুল হইয়া পরস্পর পরস্পরের সুখে সুখী ও পরস্পরের দুঃখে দুঃখী হইয়া পরস্পরের শ্রেয়ঃ সাধনকে প্রধানতম কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম দোষেই এ দোষ ঘটিয়াছে; বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্ম্মই এতৎ সংশোধনের একমাত্র উপায়।

দ্বিতীয়, শিক্ষাদোষ। এ দেশে শিক্ষাঘটিত অনেক গুলি দোষ আছে। প্রথমতঃ আজিও অধিকাংশ লোকের শিক্ষা বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে নাই। যাঁহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, তাঁহাদিগেরও অধিকাংশের প্রবৃত্তি ধনলালসা দোষ-দুষিত। তাঁহারা অর্থোপার্জ্জনকেই বিদ্যা শিক্ষার মুখ্যতম উদ্দেশ্য জ্ঞান করেন। সুতরাং কিঞ্চিৎ শিক্ষা হইলে তাঁহারা বিদ্যালয় ও সেই সঙ্গে সঙ্গে লেখা পড়া পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্থ অর্থ করিয়া আয়ুঃ শেষ করেন। যাঁহারা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরও অনেকের কিঞ্চিৎ অধিক শিক্ষা হইলে উচ্চ পদ লাভ হইবে এই মনোরথ। এই উদ্দেশ্য গুলি অন্তর্নিগূঢ় থাকাতে আমরা সচরাচর দেখিতে পাইতেছি, যুবক সম্প্রদায়ের অধিকাংশের বিদ্যানুশীলন দ্বারা কেবল বুদ্ধিবৃত্তির মার্জ্জনা হইতেছে। কিন্তু যে শিক্ষা দ্বারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, চরিত্রদোষ সংশোধিত হয়, এবং স্ব কর্ত্তব্য জ্ঞান হইয়া স্বদেশের প্রিয় চিকীর্ষা ও স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি গুণগ্রাম মার্জ্জিত হয়, তাদৃশ শিক্ষার তাদৃশ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে না। এই কারণে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, স্ব দেশের শ্রেয়ঃ সাধন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে যুবক সম্প্রদায়ের অনেকে সমধিক অনুরাগ সহকারে তাহাতে উৎসুকতা প্রদর্শন করেন না। যাঁহারা প্রথমে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের আবার অনেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হন না, পরিণামে সেই উৎসাহ প্রদর্শন মৌখিক মাত্র হইয়া উঠে। এক্ষণে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত দৃষ্ট হইতেছে, তাহার অবয়বমধ্যে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা প্রধান রূপে গ্রথিত না থাকাতে আর একটী মহত্তর অনিষ্ট ঘটিতেছে। যুবক সম্প্রদায়ের অনেকে সমাজের উৎসেদ কারিণী কুক্রিয়ায় একান্ত আসক্ত দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এতদ্দর্শন বিস্ময়াবহ নহে। শিক্ষা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির অসহকৃত হইলে প্রায়ই এই রূপ ঘটিয়া থাকে।

আমরা উপরে যে প্রণালীতে শিক্ষা দান প্রসঙ্গ করিলাম তাহা কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, এক্ষণে তদ্বিষয়ও বিবেচিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে উল্লিখিত শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা দানে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ দোষে দূষিত হইতে পারেন না। এ ভার আমাদিগের দেশের লোকেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এতদুদ্দেশে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন আবশ্যক। সেই বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভুগোল প্রভৃতির বাহুল্য রূপে শিক্ষা দান করিতে হইবে। দর্শন, বিজ্ঞানাদির যত অধিকতর অনুশীলন হইবে, ততই সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি অবিচলিত হইবে। এই জীব শরীরের নির্ম্মাণপ্রণালী, ইহার গতি শক্তি, ইহার রক্ষার উপায় এবং ধ্বংস প্রভৃতি বিষয় চিন্তা করিলে কাহার হৃদয় বিস্ময়াভিভুত হইয়া সেই পরমেশ্বরের প্রতি উন্নত না হয়? কেবল এই জীব সৃষ্টি বলিয়া কেন, এই জগতীগত কোন্ পদার্থ তাঁহার অচিন্ত্য কৌশলের পরিচয় প্রদান না করিতেছ? এ সকল বিষয়ের শিক্ষা দান দর্শন ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রেরই অধিকার।

প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দান প্রসঙ্গে অনেক গুলি বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। ধর্ম্মনীতি সংক্রান্ত কতক গুলি পুস্তক পাঠনা দ্বারা এতদ্বিষয়িণী অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। পুস্তকে যে রূপ ব্যবহারানুসরণের উপদেশ পঠিত হইবে, তদনুরূপ দৃষ্টান্ত দর্শন ও তদনুরূপ আচরণ চেষ্টা করিতে হইবে, অন্যথা সেই উপদেশ বাক্যের ফলোপধায়কতা জলে রেখার ন্যায় নিমেষ মাত্রে বিলুপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। এই হতভাগ্য দেশের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে অনুকূল দৃষ্টান্ত দর্শন নিতান্ত দুর্লভ, বিপরীত দৃষ্টান্ত দর্শনেরই সমধিক সম্ভাবনা। বালক বিদ্যালয়ে গিয়া গুরুমুখে শ্রবণ করিল, কাহার সহিত কলহ করা অথবা কাহার প্রতি ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ করা এবং গুরু জনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা অনুচিত। কিন্তু সেই বালক বিদ্যালয়ের ছুটির পর গৃহে আসিয়া দেখিল, তাহার মাতা বদ্ধপরিকর হইয়া নিজ শ্বশ্রূর সহিত অকারণ কলহ করিতেছেন; পরস্পরের মন পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা ও দ্বেষে পরিপূর্ণ; গুরুজনের নিকটে যেরূপ বিনয়নম্র হইয়া বাক্ প্রয়োগ করিতে হয়, কলহোন্মাদ হেতু মাতা তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন; শ্বশ্রূও পুত্রবধূর প্রতি যথোচিত ব্যবহারে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন; পরস্পর পরস্পরকে বিষম শত্রু জ্ঞান করিতেছেন। এরূপ স্থলে বালকের মনে কি রূপ ভাবের উদয় হইতে পারে? গুরূপদেশ শ্রবণ ও তদ্বিপরীত দৃষ্টান্ত দর্শন, ইহার অন্যতর কোন্টীর অধিকতর ফলোপধায়কতার সম্ভাবনা আছে? ফলোপধায়কতা অংশে যদি দৃষ্টান্ত দর্শনের প্রাধান্য স্বীকার করা যায়, গুরূপদেশ শ্রবণমাত্র সার হইবে সন্দেহ নাই; আর যদি উপদেশ শ্রবণ দৃষ্টান্ত দর্শনকে তিরোহিত করিয়া প্রবল হইয়া উঠে, মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি বালকের নিঃসংশয় অবজ্ঞা জন্মিবে। বালক বিদ্যালয়ে অল্প কাল এবং গৃহে অধিক কাল থাকে; অধিক কাল মাতা প্রভৃতি গুরু জনের ব্যবহার দর্শন করে; দীর্ঘ কাল সহবাস ও লালন পালনাদি নিবন্ধন মাতা প্রভৃতির প্রতি স্নেহ প্রবৃত্তিও বলবতী হয়। এই সকল কারণে মাতা প্রভৃতি গুরু জনের ব্যবহারাদি দর্শন

হেতু যে সংস্কার জন্মে, তাহাই বালকগণের হৃদয়ে দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হয়।

বালকগণের ধর্ম্মনীতি-বিষয়িণী শিক্ষাকে ফলোপধায়িনী করিতে হইলে স্ত্রীশিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে। স্ত্রী জাতি বিদ্যাবতী না হইলে যে অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই, তাহা উপরে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। কেবল সন্তান সন্ততির ধর্ম্মনীতি শিক্ষা বলিয়া কেন, স্ত্রীশিক্ষা ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ সম্ভাবিত নহে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লইয়া সমাজ। সমাজের অর্দ্ধ অংশ স্ত্রী ও অর্দ্ধ অংশ পুরুষ। অর্দ্ধ অংশ যদি মূর্খ, অসার ও অপদার্থ হইয়া রহিল, সমাজের শ্রীবৃদ্ধি লাভের সম্ভাবনা কি? জগদীশ্বর পুংজাতিকে যে সকল মানসিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, স্ত্রী জাতিকেও সেই সকল বৃত্তি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন, অথচ পুরুষেরা আপনাদিগের হস্তে আধিপত্য গ্রহণ করিয়া স্ত্রী জাতিকে চিরমূর্খ করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা সামান্য আত্মম্ভরিতা ও সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে। জগদীশ্বর যে উদ্দেশে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, স্ত্রী জাতিকে বুঝাইয়া দিলে কি তাহা বুঝিতে পারেন না? আমরাই কেবল বিশ্ব-রচনা-কৌশল বুঝিতে পারি, স্ত্রীজাতি কি তদ্বোধে অসমর্থ? তবে যে আমরা তাঁহাদিগকে তদ্বিষয়ে বঞ্চিত ও অনধিকারী করিয়া রাখিয়াছি, সে কেবল আমাদিগের নৃশংসতা মাত্র। এ দেশীয় রমণীগণ যেরূপ হীন-দশাগ্রস্ত হইয়া আছেন, তাহা দর্শন করিলে কোন্ কুসংস্কার-হীন অনুভবশালী সহৃদয় ব্যক্তি কাতর না হন? চিরন্তন কুসংস্কার প্রাচুর্ভাবই কেবল অনেককে স্ত্রীজাতির হীনাবস্থা বুঝিয়াও বুঝিতে দেয় না। যাঁহারা আমাদিগের সুখ দুঃখের নিত্য সহচর হইলেন, তাঁহারা জগদীশ্বরের প্রতি, সমাজের প্রতি, সন্তানের প্রতি, গুরু জনের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য বুঝিলেন না, ইহা কি সামান্য শোচনীয় বিষয়? তাদৃশ সহচরের সহবাসে কি কৃতবিদ্য ব্যক্তির সুখিত হইবার সম্ভাবনা আছে? তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া কি চিত্ত-নির্ব্বৃতি হইবার সম্ভাবনা আছে? তাহাদিগের মনের অনুদার ভাব এবং তাহাদিগের হৃদয়ে হিংসা দ্বেষাদির সমধিক প্রাচুর্ভাব দর্শন করিয়া কাহার চিত্তে করুণা, ঘৃণা ও ক্ষোভের উদয় না হয়?

স্ত্রীজাতির শিক্ষার্থ কিম্বিধ শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তন আবশ্যক? অনেকে এস্থলে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। গর্ভ ধারণ, প্রসব, ও সন্তানের লালন পালনাদি করিয়া রমণীগণের শিক্ষা কার্য্যের অনেক গুলি নৈসর্গিক দুরতিক্রম প্রতিবন্ধক আছে। এজন্য দর্শন বিজ্ঞানাদির অনুশীলন স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্নিবেশিত করা তাদৃশ আবশ্যক নহে। গুরুতর শ্রম, দৃঢ়তর অধ্যবসায়, ও সাভিনিবেশ প্রবৃত্তির সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ সকল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু নারীগণের যে সমস্ত নৈসর্গিক প্রতিবন্ধক আছে, তৎপ্রভাবে তাহাদিগের ঈদৃশ শ্রমাদি ঘটনা নিতান্ত দুরূহ। তাহাদিগকে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, নীতি, গৃহস্থ-কর্ত্তব্যতা ও শিল্পাদি বিষয়ে শিক্ষা দানেই সমধিক যত্নবান হওয়া উচিত। প্রচলিত অবিশুদ্ধ ধর্ম্ম তাহাদিগের অন্তঃকরণকে একান্ত আবিল করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম মহীরুহ অনবরত প্রবল বাত্যাহত হইতেছে, তথাপি যে আজি এক কালে উন্মূলিত হইতেছে না, হিন্দু রমণীগণের বর্ত্তমান ধর্ম্ম বিষয়িণী শ্রদ্ধা তাহার অন্য-

তর প্রধানতম কারণ। অতএব, যাহাতে তাহাদিগের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আলোক প্রাপ্ত হইয়া বিকৃত ধর্ম্মরূপ তমোগ্রাস হইতে মুক্ত হয়, সর্ব্বতোভাবে সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমাদিগের সীমন্তিনীগণ যদি বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিষয়ে সুশিক্ষিত হন, আমাদিগের কি অনেক চিন্তা, যত্ন, পরিশ্রম ও ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ হয় না? বোধ কর, আমাদিগের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আলোক প্রাপ্ত হইয়া উজ্জ্বল হইয়াছে, আমরা অহর্নিশ সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দের আরাধনারূপ নিরুপম অমৃতের আস্বাদ করিতেছি, পক্ষান্তরে আমাদিগের যোষিদ্‌গণ পঞ্চমী ব্রত, সোমবারের ও পঞ্চাননের উপবাস করিয়া শরীর ও মন উভয়ের হীনতা সম্পাদন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া কি আমাদিগের চিত্ত নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে? ইহা দেখিয়া কি আমাদিগের মন ক্ষণ কালও নির্ব্বৃতি লাভ করিবে? আমাদিগের গৃহ উভয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় হইয়া কি এক বিজাতীয় রূপ ধারণ করিবে না? আমরা ভার্য্যাকে বামাঙ্গস্বরূপ জ্ঞান করি, কিন্তু যখন দক্ষিণাঙ্গ একরূপ ও বামাঙ্গ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতরূপ হইল, উভয়ের কোন অংশে সৌসাদৃশ্য রহিতেছে না, তখন কি ঐ অঙ্গের বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম হইয়া আমাদিগের অভীষ্ট সাধন করিবার সম্ভাবনা আছে? অঙ্গ দ্বয়ের তুল্যরূপতা না থাকাতে কখন্ শরীর ভগ্ন হইয়া যায়, এই শঙ্কায় চিত্ত কি সদা আকুলিত হইবে না? অপর গরীয়সী চিন্তা এই, বোধ কর, যেন আমার অন্তঃকরণ সেই নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দে একান্ত লীন হইয়াছে, কালী, দুর্গা প্রভৃতি কল্পিত দেবাদি চিন্তা আমার হৃদয়ের ত্রিসীমায় আসিতে পারিতেছে না, কিন্তু আমার স্ত্রী কাল বর্ণ দেখিলেই কালী মূর্ত্তি ভাবিয়া ভক্তিগদ্‌গদ হইয়া ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া থাকেন; এরূপ স্থলে আমার একটী পুত্র জন্মিল, সে ক্রমে শৈশব দশা অতিক্রম করিয়া যৌবন সীমায় উত্তীর্ণ হইল; আমার চেষ্টা হইতে লাগিল, আমি তাহাকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত করি, কিন্তু আমার স্ত্রী চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, যে চিরাবলম্বিত ধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ না করে, এস্থলে কি আমার হৃদয়োদ্বেগের পরিসীমা থাকে? আমার স্ত্রী যদি আমার ন্যায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আশ্রয় ছায়া গ্রহণ করেন; তিনি যদি আমার ন্যায় ধর্ম্মনীতি ও নীতি বিষয়ে সুশিক্ষিত হন; সন্তানকে কিরূপ ধর্ম্ম ও শিক্ষা দান করিলে তাহার ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়োলাভ হয়, তিনি যদি তাহা বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং সেই রূপ শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করেন, আমি কি অনেক চিন্তা ও ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই না? ঐ সকল চিন্তা হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া কি অন্য কোন প্রশস্যতর শ্রেয়ঃসাধন কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পারি না?

আমরা এদেশের উন্নতির উপায় চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব আর একটি শ্রেয়স্কর বিষয়ের প্রসঙ্গ না করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করা বিধেয় হইতেছে না। এ দেশের পুংজাতির শিক্ষাপ্রণালীগত যে যে দোষ আছে, আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম, স্ত্রী জাতির শিক্ষা দান প্রস্তাব করিলাম, কিন্তু এপর্য্যন্ত কৃষক ও মজুর প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর বিষয়ে একটী কথাও বলা হয় নাই। ইহারা কোন রূপেই উপেক্ষণীয় নহে। লোক সংখ্যা করিলে প্রথম ও মধ্যম শ্রেণি একত্র করিয়া যত লোক হয়, তৃতীয় শ্রেণিতে তদপেক্ষা অনেকগুণ অধিক লোক হইবে সন্দেহ নাই।

এত লোক যদি শিক্ষা বিরহে হীনাবস্থ ও অবজ্ঞাত হইয়া থাকে, দেশের উন্নতাবস্থ বলিয়া পরিগণিত হইবার সম্ভাবনা কি? যখন দেশ ও জাতি সাধারণে শিক্ষাপ্রণালী আদৃত ও প্রবর্ত্তিত হইবে, তখন কৃষক প্রভৃতিকে অগ্রে তন্মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা উপরে ধর্ম্ম,ধর্ম্মনীতি,নীতি প্রভৃতি সাধারণ শিক্ষা দান প্রথাবলম্বনের যে অনুরোধ করিলাম, কৃষক প্রভৃতির বিষয়ে তাহাই পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করা বিধেয় নহে। তদ্ভিন্ন তাহাদিগকে কৃষি বিদ্যায় বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন করিবার চেষ্টা করা অতিশয় আবশ্যক এবং যাহাতে তাহাদিগের রাজনীতি বিষয়েরও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মে, সে চেষ্টাও আবশ্যক। এই ছুটি বিষয়ের জ্ঞান না থাকাতে কৃষক প্রভৃতি বিশেষরূপে দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদিগের দেশের ভূমি যেমন উর্ব্বরা, তদনুরূপ শস্য সম্পত্তি কি উৎপন্ন হয়? তদনুরূপ শস্য সম্পত্তি যে উৎপন্ন হয় না তাহার কারণ কেবল কৃষকদিগের কৃষি-বিদ্যানভিজ্ঞতা। তাহারা যদি কৃষি বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইত,তাহা হইলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিয়া কেবল আপনারাই ঐশ্বর্য্যবান্ হইত এরূপ নহে, এদেশকেও সুসমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিত সন্দেহ নাই। অপর কৃষক প্রভৃতি জমীদার প্রভৃতির অত্যাচার ও অন্যায়াচরণের যে একমাত্র আয়তন হইয়া রহিয়াছে, তাহার কারণ কেবল তাহাদিগের রাজনীতি জ্ঞান বিরহ। এই জ্ঞানটি না থাকাতে যিনি যে কৌশলে তাহাদিগের উপরে অত্যাচার করিবার মানস করেন, তাহাতেই তিনি পূর্ণমনোরথ হন। তাহাদিগের যদি রাজনীতি জ্ঞান থাকিত, সমগ্ররূপে না হউক, বহু অংশে জমীদার প্রভৃতির অত্যাচার পথ রুদ্ধ হইয়া যাইত সন্দেহ নাই।

আমরা উপরে যে যে বিষয়ের শিক্ষা দান প্রসঙ্গ করিলাম, দেশীয় ভাষাতেই তদ্দান আবশ্যক। দেশীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে কি স্ত্রী কি কৃষক সাধারণের শিক্ষা লাভ অনায়াসসাধ্য নহে। বিশেষতঃ দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দান প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে পর এই ভাষার দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ সম্ভাবনা আছে। ভাষা যত উৎকৃষ্ট হইবে, দেশও তত উন্নত হইয়া উঠিবে। ভাষার উন্নতি ব্যতিরেকে কোন দেশ কখন উন্নতিশালী হইতে পারে না।

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২২২ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৬ পৃষ্ঠার পর।

ঋষিদিগের মধ্যে দিবাভাগে তিন বার আরাধনার নিয়ম প্রচলিত ছিল। যথা, প্রত্যূষে,মাধ্যন্দিনে এবং নিম্রুক কালে অর্থাৎ সন্ধ্যার সময়ে। এই প্রকার আহ্নিক আরাধনা ঋত শব্দে উক্ত হইয়াছে। এই প্রথা নিতান্ত প্রাচীন ও অতি প্রশস্ত রূপে প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের পশ্চাল্লিখিত সুক্তে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"হে অগ্নি! হে জাতবেদঃ! স্তুতিপূর্ণ প্রাতঃসবনে তুমি আমারদের পূজা ও পুরোডাশ অর্থাৎ পিষ্টক পিণ্ড গ্রহণ কর।

"হে অগ্নি! হে দেবতাদিগের কনিষ্ঠ! তোমার নিমিত্ত যে পক্ব পিণ্ড প্রস্তুত করা যায় তুমি তাহা গ্রহণ কর।

"হে অগ্নি! দিবাবসান কালের প্রদত্ত

পিষ্টক তুমি আহার কর। তুমিই যজ্ঞস্থ বিক্রম তনয়।

"হে অগ্নি! মাধ্যন্দিনিক সবনের পিষ্টক পিণ্ড তুমি গ্রহণ কর। হে বুধ! হে জাতবেদঃ! তুমিই মহান্ অতএব জ্ঞানীরা তোমার যজ্ঞীয় ভাগ কদাপি ন্যূন করেন না।

"হে অগ্নি! তৃতীয় সবনের পুরোডাশ যেমন তোমার আদরণীয় হয় তদ্রূপ তুমি আমাদের প্রশংসা বাক্যের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া মরণধর্ম্মরহিত দেবতাদিগের নিমিত্ত যজ্ঞভাগ লইয়া যাও।

"হে বর্দ্ধনশীল অগ্নি! তুমি সন্ধ্যার সময়ে প্রদত্ত পিণ্ড গ্রহণ কর।"

ঋগ্বেদ ৩ মণ্ডল ২৮ সূ।

দর্শপৌর্ণমাস নামক যজ্ঞও অতি প্রাচীন, বেদের অতিশয় পূর্ব্বতন সূক্ত সকলেতেও এই যজ্ঞের নাম উল্লেখ আছে। ইহা প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হইত। এতদ্ব্যতীত বেদে অসংখ্য যজ্ঞের নাম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে রাজসূয়, অগ্নিহোত্র, অশ্বমেধ, সোম যজ্ঞ ও নরমেধ এই কএকটিই প্রধান। ইহাদিগের প্রত্যেকের বিবরণ অতি বাহুল্য রূপে যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে, এস্থলে তাহা সবিস্তর প্রকটন করিবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয় না। অশ্বমেধ যজ্ঞ আর্য্যদিগের পূর্ব্ব বাসস্থানের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে। তাতার স্থানে অদ্যাপি অশ্ব বলিদান প্রথা প্রচলিত আছে, অশ্বের দুগ্ধ ও অশ্বের মাংস যে তাতার জাতির অতি উপাদেয় আহার, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব বোধ হয় ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ তাহাদের পূর্ব্বতন বাসস্থান হইতেই অশ্বমেধের প্রথা শিক্ষা করিয়াছিল। যজ্ঞে অশ্ব বলিদান এবং অশ্বের মাংস আহার প্রথা যে অতিশয় প্রশস্ত রূপে প্রচলিত ছিল, তাহা ঋগ্বেদে অশ্বের স্তোত্রেই দৃষ্ট হইতেছে। কি প্রকারে অশ্বকে রন্ধন করা হইত, কি প্রকারে তাহার পূজা হইত, কি প্রকারে তাহাকে বিকর্ত্তাগণ ছেদন করিত এবং পরিশেষে তাহার মাংস রন্ধন হইলে যজ্ঞাহূত ঋষিগণ কি প্রকার আগ্রহের সহিত সেই মাংস আহার করিতেন, এই সমস্ত বিবরণ এই স্তোত্র হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও এই স্তোত্রটি সুদীর্ঘ তথাপি বৈদিক ঋষিগণের আচার ব্যবহার বিষয়ক অতি প্রধান প্রমাণ বলিয়া এ স্থলে তাহা অবিকল অনুবাদিত হইল।

১ মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, আয়ু, ইন্দ্র, ঋভুক্ষা এবং মরুৎগণ ইঁহারা যেন আমাদের তিরস্কার না করেন, যখন আমরা যজ্ঞেতে দেবজাত দ্রুতগতি অশ্বের গুণকীর্ত্তন করি।

২ যখন পুরোহিতগণ স্নাত সুসজ্জিত অশ্বের সম্মুখে প্রস্তুত নৈবেদ্য প্রদান করেন তখন অশ্বের অগ্রবর্ত্তী বিচিত্রবর্ণ রবকারী অজা গমন করে (১) এবং ইন্দ্র ও পূষার অতি প্রিয় হবনীয় হয়।

৩। এই ছাগ পূষার অংশ এবং সকল দেবতার উপযুক্ত, এই হেতু তাহা অগ্রে দ্রুতগতি অশ্বের সহিত আনীত হয় এবং ত্বষ্টা তাহাকে পুরোভাগ অর্থাৎ পূর্ব্ব নৈবেদ্য স্বরূপ সকল দেবতাকে প্রদান করেন।

৪। পুরোহিতগণ দেবতাদিগের হবনীয় অশ্বকে যখন তিন বার হুতাগ্নি প্রদক্ষিণ করাইতে লইয়া যান তখন এই ছাগ পূষার অংশ অগ্রগামী হয় এবং দেবতাদিগকে যজ্ঞের সমাচার প্রদান করে।

৫। হোতা, অধ্বর্য্যু, আচয়ক্, (প্রতিপ্রস্থাতা) অগ্নিমিন্ধ, (অগ্নিধ্র) গ্রাব, গ্রাভ (গ্রাবস্তুত) এবং শংষ্টা (প্রশাস্তা) তোমরা

(১) অশ্বের বলিদান হইবার অগ্রে একটি ছাগ ইন্দ্র ও পূষার উদ্দেশে বলি স্বরূপ প্রদত্ত হয়।

এই সুশৃঙ্খল সুচরিত যজ্ঞের দ্বারা নদী সকল পূর্ণ কর।

৬। যাহারা অশ্ব বন্ধনের যূপ কর্ত্তন করে, যাহারা সেই যূপ লইয়া যায়, যাহারা যূপের উপর চষাল অর্থাৎ চক্র স্থাপন করে এবং যাহারা অশ্বের আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করে। ইহাদের সকলেরই যত্নে আমাদের কামনা সফল হউক।

৭। আমার কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে মসৃণপৃষ্ঠ অশ্ব দেবতাদিগের আবাসে গমন করিতেছে। এক্ষণে ঋষিগণ আহ্লাদযুক্ত হউন।

৮। অশ্বের পদ ও গলদেশের বন্ধন রজ্জু, কটিস্থ রসনা ও অপরাপর রজ্জু এবং অশ্বের কবলিত দর্ভ সকল—এই সমস্ত, হে অশ্ব! তোমার সহিত দেবতাদিগের নিকট গমন করুক।

৯। মাংসের যে অংশ মক্ষিকাগণ ভক্ষণ করিয়াছে, যে অংশ স্বরু (অর্থাৎ মঞ্জনী) ও ছেদনাস্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে, যাহা সমিতার হস্ত ও নখে সংলগ্ন হইয়াছে, তাহা যেন, হে অশ্ব! তোমার সহিত দেবতাদিগের নিকট গমন করে।

১০। যে অপরিপক্ব দর্ভ অশ্বের উদর হইতে নির্গত হয়, আমিষের অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্রও তাহা হইতে পবিত্র করিয়া সমিতা যত্ন পূর্ব্বক রন্ধন করিবেন।

১১। অগ্নিপাক কালে তোমার ছিন্ন শরীরের যে অংশ শূল হইতে পড়িয়া যাইবেক, হে অশ্ব! তাহা যেন ভূমিতে অথবা কুশাতে পতিত না থাকে, কিন্তু তাহা যেন ভোজনোৎসুক দেবতাদিগকে প্রদত্ত হয়।

১২। যাহারা অশ্বের আমিষ রন্ধনের পরীক্ষা করে, যাহারা সেই মাংসকে শোভনগন্ধ বলিয়া আমাদের কিঞ্চিৎ দেও এই রূপ কহে, যাহারা অশ্বের মাংস ভিক্ষা স্বরূপ চাহে, তাহাদের সকলের যত্ন যেন আমাদের উৎকর্ষের নিমিত্তে হয়।

১৩। পাক সাধন দণ্ড, যূষ পরিবেশন করিবার পাত্র, উষ্ণ নিবারণ পাত্র, আচ্ছাদন পাত্র, অঙ্কা সকল (২), মাংস কাটিবার অসি—ইহারা সকলে অশ্বের গৌরব বর্দ্ধন করুক।

১৪। অশ্ব যেখানে গমন করিয়াছে, যেখানে স্থিতি করিয়াছে, যেখানে সঞ্চরণ করিয়াছে, অপর তাহার পদ বন্ধন রজ্জু, পানীয় জল, ভক্ষিত দর্ভ—এই সমস্ত হে অশ্ব! তোমার সহিত দেবতাদিগের নিকটে থাকুক।

১৫। হে অশ্ব! ধূম সংযুক্ত অগ্নি যেন তোমাকে শব্দায়মান না করে। উজ্জ্বল সৌরভ পূর্ণ মাংস পাকের কটাহ যেন বিপর্য্যস্ত না হয়। যজ্ঞের নিমিত্ত আনীত অশ্ব যাহা ভক্তি পূর্ব্বক প্রদত্ত হইয়াছে এবং বষট্ এই শব্দোচ্চারণ মাত্র পবিত্রীকৃত হইয়াছে, তাহাকে দেবতাগণ গ্রহণ করেন।

১৬। অশ্বের অধিবাস বস্ত্র, অলঙ্কার যুক্ত স্বর্ণময় সাজ, তাহার শিরোরজ্জু, পদ রজ্জু এই সমস্ত দেবতাদিগের আদরণীয় বলিয়া লোকে প্রদান করে।

১৭। যদি কেহ তোমাকে চালাইবার নিমিত্ত পদাঘাত বা কশাঘাত করিয়া থাকে, যখন তুমি স্বীয় বলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ধ্বনি করিয়া ছিলে, তন্নিমিত্ত তোমার যে কষ্ট, তাহা আমি পবিত্র আরাধনা দ্বারা আহুতির সহিত নিক্ষেপ করিতেছি।

১৮। এই দ্রুতগতি, দেবপ্রিয় অশ্বের চতুস্ত্রিংশৎ পঞ্জর মধ্যে কুঠার প্রবেশ করি-

(২) কাত্যায়ন লিখিয়াছেন যে যজ্ঞেতে ঋষিদিগের স্ত্রীগণ ছেদনার্থ অশ্বের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ধাতু নির্ম্মিত দণ্ড দ্বারা চিহ্নিত করিয়াদিতেন, সেই দণ্ডের নাম অঙ্কা।

য়াছে। সমিতাগণ তাহাকে এপ্রকার কৌশল পূর্ব্বক কাটিয়াছে যে প্রত্যঙ্গ সকল অচ্ছিদ্র রহিয়াছে এবং তাহারা প্রত্যেক সন্ধি স্থলের নাম করিতেছে।

১৯। এই প্রভা যুক্ত অশ্বের এক বিকর্ত্তার নাম ঋতু (কাল) অপর দুই (স্বর্গ মর্ত্ত্য) তাহাকে দৃঢ় রূপে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। হে অশ্ব! যে যে অঙ্গ তোমার আমি উপযুক্ত সময়ে ছেদন করিয়াছি, তাহা আমি আমিষ পিণ্ড করিয়া অগ্নিতে পাক করি।

২০। তোমার অমূল্য দেহ যেন তোমাকে ক্লেশ না দেয়, কারণ নিশ্চয় তুমি দেব নিকেতনে গমন করিতেছ। তোমার দেহে যেন কুঠার অধিক ক্ষণ না থাকে, কোন লোভী অপটু সমিতা প্রকৃত অঙ্গ লক্ষ না করিয়া অসি দ্বারা যেন তোমার শরীরকে অনর্থক খণ্ড বিখণ্ড না করে।

২১। নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হয় না, তোমার ক্লেশ হয় না কিন্তু তুমি শরল পথ দ্বারা দেবতাদিগের নিকট গমন কর। ইন্দ্রের অশ্বদ্বয় ও মরুৎগণের মৃগদ্বয় রথে সংযোজিত হইয়া তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইবে।

২২। এই অশ্ব যেন আমাদের সর্ব্ব সংরক্ষক ধন প্রদাতা হয়, অসংখ্য গো অশ্ব প্রদান করে, পুত্র সন্তান প্রদান করে। এই তেজস্বী অশ্ব যেন আমাদিগকে অসৎস্বভাব হইতে মুক্ত করে, এই যজ্ঞ প্রদত্ত অশ্ব যেন আমাদের শারীরিক বল প্রদান করে।

অশ্বমেধের ন্যায় গোমেধও ঋষিদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। গোমাংসাহার বিষয়ে তৎকালে কিছু মাত্র নিষেধ ছিল না বরং বেদের স্থানে স্থানে যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়, যে গোমাংস অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

অস্মা ইদু প্রভরা তূতুজানো বৃত্রায় বজ্রমীশানঃ কিয়েধাঃ গোর্ণ পর্ব্ব বিরদা তিরশ্চেষ্যন্নর্ণাস্যপাং চরধ্যৈ।

১ মণ্ডল ৬১সূ-১২

হে ইন্দ্র! তুমি শীঘ্রগামী এবং শক্তিমান্ প্রভু, তুমি এই বৃত্রের উপর তোমার বজ্র পাত কর এবং বিকর্ত্তেরা যেমন গোর অঙ্গ সকল ছেদ করে, সেই রূপ তাহার দেহ বন্ধন সকল বিচ্ছিন্ন কর, যাহাতে তাহা হইতে বৃষ্টি পতন হইবে এবং জল সঞ্চালিত হইবে।

হে ভারত বংশজ অগ্নি। যখন তুমি বশা অর্থাৎ বন্ধ্যা গোদ্বারা, উক্ষ অর্থাৎ বৃষভ দ্বারা এবং অষ্টপদী অর্থাৎ বৎস সহ গোদ্বারা আহূত হও, তখন তুমি সম্যক রূপে আমাদের পক্ষ হও।

২ মণ্ডল ৭সূ-১

পূষা এবং বিষ্ণু, ইন্দ্রের নিমিত্ত এক শত বৃষ রন্ধন করিয়াছেন।"

এক্ষণে হিন্দুদিগের মধ্যে গো ভগবতী স্বরূপে পূজ্য হইয়াছে এবং গোবধ মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে! কিন্তু বৈদিক ঋষিদিগের পক্ষে সেই গো অপরাপর পশুর ন্যায় আহারীয় ও সম্পত্তি মাত্র ছিল, অতএব মনুষ্যের আচার পদ্ধতি কাল ক্রমে যে কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে তাহা এই স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের পূর্ব্বতন ঋষিদিগের মধ্যে যে অতিশয় বাহুল্য রূপে আমিষ ভক্ষণ প্রচলিত ছিল, তাহা গোমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতেই সপ্রমাণ হইতেছে। এতাদৃশ আমিষ ব্যবহার কেবল শীত প্রধান দেশীয় লোকদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থান যে অতিশয় হিম প্রধান ছিল, তাহা তাহাদের আহার দ্বারাও অনুভব হইতে পারে।

অপর তাঁহারা হিন্দুস্থানের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ এবং শস্যশালী ক্ষেত্রে আগমনের পর যে অতিশীঘ্রই উক্ত প্রকার মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাও বেদের বচন দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে। বেদের প্রাচীনতর অংশেতে ইহা দৃষ্ট হয় যে অশ্বমেধাদি যজ্ঞেতে ঋষিগণ যথার্থই পশু সকল বধ করিতেন এবং সেই সকল পশুর মাংস রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন। কিন্তু ক্রমে যজ্ঞেতে পশু বধ প্রথা একেবারে অপ্রচলিত হইয়াছিল। কারণ যজুর্ব্বেদে অশ্বমেধের যে বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে প্রকৃত অশ্ব-বলিদান হইত না। যজ্ঞ কালীন অশ্বের সহিত অপরাপর নানা প্রকার পশু ভিন্ন ভিন্ন যূপে বদ্ধ হইত, পরে যজ্ঞ শেষ হইলে ঋষিগণ তৎসমুদায়কে আহার প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার ছাড়িয়া দিতেন

নরমেধ বা পুরুষ মেধ নামক যজ্ঞের যে উল্লেখ করাগিয়াছে, তাহাতে কদাপি প্রকৃত নরবলি হইত না। যজুর্ব্বেদের অনুসারে এই যজ্ঞে এক শত পঞ্চাশীতি সংখ্যক বিবিধ বর্ণের বিবিধ ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগকে একাদশটি যূপে বন্ধন করা হইত, পরে যজ্ঞ সমাপন হইলে তাহারা সকলে বন্ধন মুক্ত হইত। কিন্তু মনুষ্য মেধ রূপে যজ্ঞেতে বধ্য হইতে পারে এপ্রকার বিশ্বাস তৎকালে প্রচলিত ছিল এবং কেহ কেহ দেবতাদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থ নর বলি প্রদান করিতে অগ্রসর হইতেন। ঋগ্বেদে শুনঃশেফের বৃত্তান্তই ইহার প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে। এই বিবরণ আবার ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিস্তার করিয়া লিখিত হইয়াছে। এই স্থলে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। ইক্ষাকু কুলোদ্ভব বেধার পুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্র হীন ছিলেন। তাঁহার এক শত মহিষী ছিল, কিন্তু কাহারও দ্বারা তাঁহার সন্তান উৎপত্তি হয় নাই। তিনি একদা নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নারদ! জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই পুত্র কামনা করে, কিন্তু পুত্র হইতে লোক কি ফল লাভ করে। নারদ উত্তর করিলেন, পিতা পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া একটি ঋণ হইতে মুক্ত হন এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। মনুষ্যের অন্নই প্রাণ, পরিচ্ছদই শরণ (আশ্রয়), হিরণ্যই সৌন্দর্য্য, পশুধনই বল, জায়াই সখা, দুহিতা কৃপা পাত্রী, কিন্তু পুত্র পরমাকাশের জ্যোতি। পুত্রহীন ব্যক্তির পরলোক নাই, তাহা পশুরাও জানে। নারদ এই রূপ কথনানন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্রকে কহিলেন, তুমি বরুণ দেবের নিকট গমন করিয়া এই প্রার্থনা কর, হে বরুণ! আমার একটি পুত্র সন্তান হউক, আমি তাহাকে তোমার নিকট বলি প্রদান করিব। হরিশ্চন্দ্র সম্মত হইয়া সেইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, তাঁহার রোহিত নামে একটি পুত্র হইল। পরে বরুণ হরিশ্চন্দ্রকে কহিলেন, তোমার পুত্র হইয়াছে এক্ষণে তাহাকে আমার পূজার নিমিত্ত বলিদান কর। রাজা কহিলেন, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে বলিদান দিব। কিন্তু রোহিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইবামাত্র তাঁহার পিতার প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া বনে গমন করিলেন। বরুণদেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে আক্রমণ করিলেন এবং তাহাতে রাজার উদর স্ফীত হইল। রোহিত ছয় বৎসর কাল অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশেষে অজীগর্ত্ত নামক এক জন অন্নাভাবে মুমূর্ষু ঋষিকে দেখিতে পাইলেন। সেই ঋষির তিন পুত্র ছিল, তাহাদের নাম শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেফ, শুনোলাঙ্গুল। রোহিত ঋষিকে কহিলেন, হে অজীগর্ত্ত!

আমি তোমাকে শত গো প্রদান করিতেছি, তুমি আমাকে তোমার একটি পুত্র দিয়া নিষ্কৃত কর। ঋষি তাঁহার মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে প্রদান করিলেন। রোহিত শুনঃশেফকে লইয়া পিতা হরিশ্চন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আমি এই ব্যক্তিকে দিয়া নিষ্কৃতি পাইতেছি, অতএব আমার পরিবর্ত্তে তুমি ইহাঁকে বলিদান কর। হরিশ্চন্দ্র সম্মত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞের সকল আয়োজন হইলে পর, শুনঃশেফকে যূপে বন্ধন করে এমত লোক ছিল না, ইত্যবসরে শুনঃশেফের পিতা উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আমাকে আর এক শত গো প্রদান কর, আমি ইহাকে যূপে বন্ধন করিতেছি। হরিশ্চন্দ্র তাহাতে সম্মত হইলে, অজীগর্ত্ত স্বীয় পুত্রকে যূপে বন্ধন করিলেন। পরে অগ্নি প্রদক্ষিণাদি সমাপন হইলে বলিচ্ছেদ করিতে কেহই সম্মত হইল না, তাহাতে অজীগর্ত্ত পুনরায় কহিলেন, আমাকে অপর এক শত গো প্রদান কর, আমি বলিচ্ছেদ করিতেছি। রাজা পুনর্ব্বার তাঁহাকে শত গো প্রদান করিলেন এবং অজীগর্ত্ত শুনঃশেফকে কাটিবার নিমিত্ত অসি শাণিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে শুনঃশেফ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহারা যথার্থই আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, অতএব আমি এক্ষণে দেবতাদিগকে স্মরণ করি। তিনি প্রথমে প্রজাপতিকে অভিবাদন করিলেন। প্রজাপতি কহিলেন, তুমি অগ্নির আরাধনা কর, তিনিই তোমাকে মুক্ত করিবেন। শুনঃশেফ এই রূপ একাদিক্রমে সকল দেবতার আরাধনা করিলে পর দেবতারা তুষ্ট হইলেন। শুনঃশেফের বন্ধন শিথিল হইল এবং হরিশ্চন্দ্রের উদর সুস্থ হইল।

এই বৃত্তান্ত হইতে ইহাও অবগত হওয়া যাইতেছে যে পূর্ব্ব কালে ঋষিগণ অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইলে সন্তান বিক্রয় করিতেন। অপর ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইহা উক্ত হইয়াছে যে দেবতাগণ প্রথমে মনুষ্যকেই যজ্ঞ অর্থাৎ বলি রূপে গ্রহণ করিতেন, পরে মনুষ্য হইতে মেধ অশ্বেতে গমন করিল, তদবধি যজ্ঞেতে অশ্বই বধ্য হইল, পরে দেবতাগণ অশ্বকে গ্রহণ করিলে মেধ অশ্বকে পরিত্যাগ করিয়া গাভিকে অবলম্বন করিল, এই হেতু গো যজ্ঞেতে বধ্য হইল, তৎপরে মেধ মেষেতে এবং মেষ হইতে পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। এই নিমিত্তে ভূমিজাত তণ্ডুলাদি শস্য পুরোডাশ অর্থাৎ পিষ্টক রূপে যজ্ঞেতে প্রদত্ত হইতে লাগিল এবং পূর্ব্বোক্ত পশু সকল অমেধ্য ও পরিত্যক্ত হইল।

এই উপন্যাস দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বৈদিক আর্য্যগণ ক্রমে ক্রমে পশু বধ ও মাংসাহার প্রথা পরিহার করিয়াছিল।

ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রায় বৈদিক সকল যজ্ঞেতেই সোমরসের আবশ্যক হইত। অপর সোম যজ্ঞ নামে একটি আবার স্বতন্ত্র যজ্ঞ ছিল, সেই যজ্ঞে ঋষিগণ সোমকে দেবতা রূপে অরাধনা করিতেন, এবং মহানন্দের সহিত সোমরস পান করিয়া উৎসব করিতেন। বেদের প্রায় সর্ব্বত্রই সোম লতার মাহাত্ম্য বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক সোম লতার রস হইতে ঋষিগণ অতিশয় উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত করিতেন এবং সেই মদ্য অতি উপাদেয় দ্রব্য বলিয়া তাঁহারা যজ্ঞ কালীন দেবতাদিগের উদ্দেশে অভিষুত করিতেন। সোমলতা হিন্দুস্থানের উর্ব্বরা ক্ষেত্রে জন্মে না। হিমালয় পর্ব্বতই তাহার আকর স্থান। এই পর্ব্বতের গুহা সকল হইতে ঋষিগণ তাহাকে আহ-

রণ করত যত্ন পূর্ব্বক শকটে করিয়া আনয়ন করিতেন। পরে সেই লতার নির্যাস নির্গত করিয়া তাহা শর্করা ও ব্রীহির সহিত মিশ্রিত করিয়া সুমিষ্ট সুরা প্রস্তুত করিতেন এবং এই সোম মদ্য পানে প্রমত্ত ও উল্লসিত হইয়া উৎসাহের সহিত দেবতাদিগের অভিবাদন করিতেন। বেদেই উক্ত হইয়াছে যে সোম রস দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ঋষিগণ সাম গান করিতেন এবং বৈদিক স্তোত্র সকল রচনা করিতেন।

অয়ং মে পীতঃ উদিয়র্ত্তি বাচং অয়ং মনীষাং উশতীমজীগঃ।

এই সোম পীত হইবামাত্র আমার বাক্যকে উত্তেজিত করে। ইহাই প্রগাঢ় ভাব উদ্দীপন করে।

ঋগ্বেদ-৬মণ্ডল-৪৭-৩

অপাম সোম অমৃতা অভূম অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্। কিং নূনমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ কিমু ধূর্ত্তিরমৃত মর্ত্ত্যস্য॥

আমরা সোম পান করিয়াছি আমরা অমর হইয়াছি ; আমরা জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া দেবতাদিগকে জানিয়াছি এক্ষণে শত্রু আমাদের কি করিতে পারে মর্ত্ত্যগণের দ্বেষে আমাদের কি হইতে পারে।

অথর্ব্ব-৮-৪৮-৩

অরুষো জনয়ন্ গিরঃ সোমঃ পবতে আয়ুষমিন্দ্রং গচ্ছন্ কবিক্রতুঃ।

এই রক্তবর্ণ সোম ইন্দ্রের নিকট গমন করেন এবং মনুষ্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে পবিত্র করেন ও স্তোত্র সকল উৎপন্ন করেন।

ঋগ্বেদ-৯-২৫-৫

উদ্ধৃত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

১১ ফাল্গুন ১৭৮২ শক।

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।

পরমেশ্বরের সঙ্গে সমুদয় জগতের সঙ্গে যে সম্বন্ধ—সেই যে আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ—তাহা সমুদয় জগতের সঙ্গে আমারদের সঙ্গে সমান। আমারদের সঙ্গে পরমেশ্বরের সঙ্গে ইহা অপেক্ষা যে গাঢ়তর উচ্চতর গুরুতর নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহা অন্য কাহারো সঙ্গে নাই ; সেই সম্বন্ধ থাকাতেই তাঁহার এই উপাসনা মন্দিরে আমরা সকলে সম্মিলিত হইতেছি। সকলেই তাঁহাতে রহিয়াছে—তাঁহাতেই জীবিত রহিয়াছে ; তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহই থাকিতে পারে না, কিছুই থাকিতে পারে না। এখানে এই প্রাচীর, এই স্তম্ভ, তাঁহারই আশ্রয়ে রহিয়াছে ; কিন্তু এই আশ্রয়-ভাব ইহারা কিছুই জানে না। এই সম্বন্ধ তিনি মনুষ্যকেই জানিতে দিয়াছেন। মনুষ্যের নিকট হইতে তিনি পূজা চান, প্রীতি চান। সেই প্রেমাস্পদ ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চান। তিনি আমারদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি পুষ্প-সকল বিকশিত করিতেছেন ; আমরা তাহাই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। তিনি আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন, আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিতেছি। তিনি কহিতেছেন, আমাতে আত্মা ও মন সমর্পণ কর, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে অর্চ্চনা কর, আমাকে নমস্কার কর। তিনি যাহা চাহিতেছেন, আমরা তাহা প্রদান করিতেছি এবং তিনি তাহা গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাকে আমারদের কি অদেয় আছে? আমরা আপনাপনি কিছুই পাই নাই; যাঁহা হইতে সকল পাইয়াছি, তাঁহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে সঙ্কোচ কি? তাঁহার নিকটে আপনার পশু-ভাব-সকল বলিদান দেও, আপনার প্রীতি-ভাব উন্নত করিয়া তাঁহার চরণে অর্পণ কর। হৃদয়ের কণ্টক-সকল উৎপাটন কর ; হৃদয়ের পুষ্প-সকল প্রস্ফুটিত করিয়া প্রেম-স্বরূপ পরমেশ্বরকে গন্ধ দান কর।

আমরা যাঁহাকে পূজা করিবার জন্য এখানে সকলে মিলিত হইয়াছি, আমারদের প্রতি তাঁহার কি উদাসীন ভাব? আমারদের প্রতি তাঁহার উদাসীন ভাব নহে। তিনি কেবল আমারদের মূক সাক্ষী নহেন। তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন এবং সঙ্গে থাকিয়া আমারদের শুভ কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। তিনি এখনি আমাদের প্রীতি ভক্তি-সকল প্রস্ফুটিত করিতেছেন। তিনি আমারদের মনে পবিত্র চিন্তা-সকল উদ্দীপন করিতেছেন ; মঙ্গল ভাব প্রেরণ করিতেছেন। আমাদের স্বাধীনতা সবল করিতেছেন, ধর্ম্ম উন্নত করিতেছেন ; তাঁহার সঙ্গে আমারদের এই প্রকার নিগূঢ় সম্বন্ধ। যখন জানিতেছি, তিনি আমার উপর তাঁহার প্রীতি অজস্র বর্ষণ করিতেছেন এবং তাঁহার অমোঘ সাহায্য অবিরত প্রেরণ করিতেছেন ; তখন কি আমারদের সমুদয় প্রীতি ও

বিশ্বাস তাঁহাতে সমর্পণ করিব না? হে সাধু যুবা! তুমি পাপকে পরিত্যাগ করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিতেছ, তোমার কি কেহ উৎসাহ-দাতা নাই! তুমি আপনাকে দুর্ব্বল দেখিতেছ; আপনার সহস্র চেষ্টা ব্যর্থ দেখিয়া ম্রিয়মাণ হইতেছ, তোমার যে উচ্চ লক্ষ্য-স্থান, তত দূর আরোহণ করিবার সামর্থ্য বুঝিতেছ না কিন্তু কিছুতেই নিরাশ হইও না। ঈশ্বর তোমার মর্ত্ত্য দেহে স্বর্গীয় বল প্রেরণ করিতেছেন, তিনি তোমার হস্ত ধারণ করিয়া তোমাকে পাপ-তাপ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছেন। আমরা সকলেই সেই অমৃত নিকেতনের যাত্রী—তাঁহার শরণাপন্ন হইলে পথের কোন বিঘ্ন আমারদিগকে বাধা দিতে পারিবে না।

যখন আমরা অভয়-দাতা পরমেশ্বরের আশ্রয় লইয়াছি, তখন আমারদের কি ভয়। তিনি আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া আমারদিগকে ত্যাগ করেন নাই; কিন্তু আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন। তিনি আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া আপনার আপনার ক্ষুদ্র বলের উপরেই আমারদের সকল নির্ভর রাখিয়া দেন নাই; তিনি আমারদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যান নাই যে একবার পতিত হইলে আর আমরা তাঁহাকে ডাকিতে পারিব না। এ প্রকার হইলে এমন স্বাধীনতা আমারদের না হওয়াই ভাল ছিল। এ প্রকার হইলে পাপীর আর আশা থাকিত না; উদ্ধারের আর উপায় থাকিত না। আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া আমারদের সঙ্গে থাকিবার তাঁহার আরো অধিক প্রয়োজন। এ হেতু বাস্তবিকও তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন এবং আমরাও তাহা সময়ে সময়ে অনুভব করিতেছি। পিতা তাঁহার সন্তানকে পদ-চালনা শিক্ষা দিবার সময় তাহাকে ছাড়িয়া দেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকেন যে একেবারে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুর অভিমুখ না হয়। শিশু যখন আপনার বলেই চলে, তখন ভয়ে ভয়ে থাকে; যখন পিতার হস্ত পায়, তখনই সাহস পায়। ঈশ্বরের সঙ্গে আমারদের সেই প্রকার ভাব। তিনি আমারদিগকে সংসারক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন যে সাংসারিক বিঘ্ন বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আমরা বলীয়ান্ হইব; কিন্তু তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন যে একেবারে এমন পতিত না হই যে আর কখন উদ্ধার হইতে না পারি। তিনি কখনো আমারদের সাধু চেষ্টাতে উৎসাহ দিতেছেন, কখনো আপনার রুদ্র মুখ দেখাইয়া আমারদিগের পাপ-প্রলোভন দমন করিতেছেন। কখনো উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিয়া আমারদের চরিত্র শোধন করিতেছেন। এই প্রকার তিনি আমারদের আত্মাতে থাকিয়াই আমারদের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিতেছেন? যখনই তাঁহার নিকটে আমারদের প্রার্থনা যায়, তখনই তাঁহার নিকট হইতে বল আইসে। তাঁহার সঙ্গে আমারদের এই আধ্যাত্মিক নিগূঢ় সম্বন্ধ।

হে আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক পরমেশ্বর। আমি মুমুক্ষু হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমার আত্মাতে শুভ বুদ্ধি প্রদান কর, তুমি আমার হৃদয়ে তোমার মঙ্গল ভাব প্রেরণ কর, তুমি আমাকে তোমার ইচ্ছার অনুগামী কর। হে দেব। আমাকে তোমার সঙ্গী করিয়া লও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রশ্নের উত্তর।

১। পুণ্য সত্ত্বে মনুষ্য মৃত্যুর পর দেবলোকে যাইবেন। দেবলোক কি এই পৃথিবীর পুণ্যবান্ লোকের দ্বারা বসতি, না ঈশ্বর তথাকার লোকদিগকে আদিতে পুণ্যবান্ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন? অথবা আদিতে ঈশ্বর সকলকেই কি এক প্রকার মনোবৃত্তি দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন, না সৃষ্টির প্রথমাবস্থাতেই মনোবৃত্তিসকলের তারতম্য করিয়া দেবলোক এবং মনুষ্যলোক বিভেদ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন!

ঈশ্বরের অনন্ত জগতের তুলনায় আমাদের এই পৃথিবী একটী অতি ক্ষুদ্র সর্ষপ মাত্র। ইহা হইতে কতকোটি কোটি গুণে বৃহত্তর কত অসংখ্য অসংখ্য জগৎ অসীম আকাশে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু যখন এই পৃথিবীতেই ক্ষুদ্র, বৃহৎ, অজ্ঞান জ্ঞানবান্ কত অসংখ্য প্রাণী বাস করিতেছে, তখন ইহা অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে বৃহত্তর অনন্ত আকাশের অগণ্য জগৎ সমুদায় যে একেবারে প্রাণিশূন্য থাকিবেক, ইহা কখনই হইতে পারে না। অতএব ইহা এক প্রকার নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে যে অন্যান্য জগৎ সমুদায়ও জ্ঞান-প্রাণ-বিশিষ্ট অসংখ্য অসংখ্য জীব-পুঞ্জে পরিপূর্ণ আছে। এবং ইহলোকেই আমরা ঈশ্বরের বিচিত্র শক্তির যে পরিচয় চতুর্দ্দিক হইতে প্রাপ্ত হইতেছি, তদ্দ্বারা ইহা অবশ্যই বোধ হইবেক যে মনুষ্য ঈশ্বরের জীব-সৃষ্টির শেষ সীমা কখনই হইতে পারে না। মনুষ্য অপেক্ষা জ্ঞান ও বুদ্ধিতে বহুতর গুণে শ্রেষ্ঠ জীব-সকল অবশ্যই অন্যান্য জগতে বাস করিতেছে। এই রূপ জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত জীব সকলকেই আমরা দেবতা শব্দে ব্যক্ত করি, এবং তাঁহারা যে সকল জগতে বাস করেন তাহা দেবলোক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অপর দেবলোকে মনুষ্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীব-সকল বাস করিতেছেন, ইহা যেমন আমরা জ্ঞানের দ্বারা স্পষ্ট জানিতেছি; তেমনি আবার ইহাও স্পষ্ট জানিতেছি, যে মনুষ্যেরও মৃত্যুর পর দেবলোকে যাইবার অধিকার আছে; কেননা ঈশ্বর আমাদের আত্মার যে রূপ উন্নতিশীল স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাহা অবশ্যই উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইবে এবং পৃথিবী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তর লোকে গমন করিবে এবং এই রূপে তাহা ক্রমে ক্রমে দেবভাব অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবেক। আমরা পৃথিবীতে থাকিয়াই আত্মার উন্নতিশীল স্বভাব দেখিয়া ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়টি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি। অতএব আমাদের অনন্ত কাল উন্নতি হইবে, ইহাই যদি ঈশ্বরের শুভ অভিপ্রায় হয়; তাহা হইলে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন মনে করিতে পারেন যে চিরকাল আমরা এই পৃথিবীতেই বদ্ধ হইয়া থাকিব? কিন্তু ঈশ্বর প্রথমে সকল জীবকে এক প্রকার প্রকৃতি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, অথবা কাহাকে উৎকৃষ্ট কাহাকে অধম করিয়াছেন, এসকল বিষয় জানিবার আমাদের অধিকার নাই।

২। পুণ্যবানেরা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিবেন। পাপীরা কোথায় যাইবে? এ পৃথিবী হইতে অপকৃষ্ট লোক আর কি আছে?

পুণ্যবানেরা পুণ্য কর্ম্মের ফল কোথায় ভোগ করেন এবং পাপীরাই বা পাপ-কর্ম্মের শাস্তি কি রূপে এবং কোন স্থানে পায়; তাহা আমরা এ জীবনে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না। স্বর্গ এবং নরকের বর্ণনা যাহা নানা ধর্ম্মে নানা প্রকারে বর্ণিত আছে, তাহা কল্পনা মাত্র। পাপীদিগের শাস্তির নিমিত্তে স্থানের অপেক্ষা করে না। অনেকে শারীরিক ক্লেশকেই শাস্তির শেষ বলিয়া জ্ঞান করেন কিন্তু শরীর না থাকিলেও আত্মার যে কি ভয়ানক শাস্তি হইতে পারে, তাহা অনেকে অনুভব করেন না। পরমেশ্বর আমাদের আত্মাতেই পাপের শাস্তি প্রেরণ করিয়া থাকেন। এই হেতু পাপী এই পৃথিবীতেই থাকুক্ আর অন্য কোন লোকেই গমন করুক; যখন সে পাপ-জনিত-শাস্তি আত্মাতে ভোগ করে। তখন সকল স্থানই তাহার পক্ষে নরক-স্বরূপ। পাপাত্মা মৃত্যুর পর যেখানেই থাকিয়া ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ভয়ানক শাস্তি ভোগ করে তাহারই নাম নরক।

ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।

জাতকর্ম্ম।

অভিনব জাত কুমারের সূতিকাগারে সপ্তাহের মধ্যে জাতকর্ম্ম কর্ত্তব্য।

সূতিকাগারে দণ্ডায়মান হইয়া বালককে হস্তে লইয়া পিতা এই প্রার্থনা পাঠ করিবেন।

হে সর্ব্বলোক মহেশ্বর! অখিল বিধাতা! তুমি আমারদের চির কালের পিতামাতা। তোমার প্রসাদে এই যে অভিনব শিশু গর্ব্ভ-সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এবং এই কয়েক দিবস পর্য্যন্ত কুশলে কুশলে রক্ষিত হইয়াছে, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমাকে প্রণিপাত করিতেছি এবং ইহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি। এ তোমারই স্নেহের ধন, এমন অবস্থাতেও তোমার প্রসাদে ইহার কিছুরই অভাব নাই। তোমার কৃপাতে এ যখন হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে এবং যখন ইহার জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইবে; তখন যেন তোমার প্রতি ইহার দৃষ্টি যায়, এবং তোমার প্রিয় কার্য্যে মনকে নিমগ্ন করে। এক্ষণে তুমি ইহাকে আপনার ক্রোড়ে রাখিয়া যেমন লালন পালন করিতেছ, ইহার পরে সেই রূপ ইহার হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া ইহাকে কুটিল পাপ হইতে রক্ষা করিবে এবং তোমার সৎপথে অগ্রসর করিবে; এই আমার প্রার্থনা।

অথবা এই প্রার্থনা পাঠ করিবেন।

ওঁ মনুষ্যাণামৃষীণাঞ্চ ভূতানাং ভক্তবৎসল।
ঈশ রক্ষস্ব মে পুত্রং সর্ব্বসাক্ষী নমোস্তুতে॥
পিতা ত্বং সর্ব্বভূতানাং রক্ষিতা চ বিশেষতঃ।
সততং সর্ব্ববিঘ্নেভ্যঃ সুতং রক্ষ নমোস্তুতে॥
নমস্তে পালক ত্বং হি বালকং রক্ষ নিত্যশঃ।
সমস্তাৎ সাক্ষিরূপেণ কুরু বালকরক্ষণং॥
সচ্চিদ্রূপ মহাভাগ সর্ব্বলোক বরপ্রদ।
ত্বৎপ্রসাদেন দেবেশ চিরং জীবতু বালকঃ॥
আগত্য সূতিকাগারে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন।
রক্ষাং কুরু মহাভাগ সর্ব্বোপদ্রবনাশন॥
অয়ং মম কুলোৎপন্নোরক্ষার্থং পাদযোস্তব।
দত্তোময়া মহাভাগ চিরংজীবতু মে সুতঃ॥

শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু বিনশ্যন্তু শুভানিচ।
সর্ব্বোপদ্রবশান্ত্যর্থং গৃহাণ শরণাগতং॥

প্রার্থনা পাঠের পর পিতা বালকের মাতার ক্রোড়ে সেই বালককে সমর্পণ করিবেন ইতি।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৮৩ শকের পৌষ ও মাঘ মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ধর	১০
" কাশীশ্বর মিত্র	১০
" মণিলাল মল্লিক	৫
" নীলমণি চট্টোপাধ্যায় ..	৫
" ভোলানাথ চৌধুরি	৫
" রাজকৃষ্ণ আঢ্য	৫
" ভুবনচন্দ্র রায়	৫
" কুঞ্জবেহারী চক্রবর্ত্তী	৪
" দুর্গাচরণ গুপ্ত	৪
" কেশবলাল ঘোষ	৩
" অক্ষয়কুমার মজুমদার	২
" উমানাথ গুপ্ত	২
" অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়	২
" মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ	২
" প্রসন্নকুমার বিশ্বাস	১॥০
" দ্বারিকানাথ মল্লিক	১
" হরচন্দ্র মজুমদার	১
" রাধানাথ দত্ত	১
" রামদাস দাস	১
" গুরুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	১
" প্রসন্নচন্দ্র গুপ্ত	১
" দিনবন্ধু গুপ্ত	১
" প্রাণনাথ বসু	১
" বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী	১
" কালীকিঙ্কর মিত্র	১
" রাধাকৃষ্ণ মণ্ডল	১
" জগদানন্দ সেন	১
" গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ	১
" অঘোরনাথ গুপ্ত	১
" ভুবনমোহন গুপ্ত	১
" রামবল্লভ দত্ত	১
" দ্বারিকানাথ দে	১
" ক্ষেত্রমোহন দত্ত	১
" বলাইচাঁদ সেন	১
শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র রায়	১
" রামকুমার পগনচন্দ্র . ..	৸০
ব্রহ্মবাদিনী	৪
	৯১।০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত রাজা বর্দ্ধমানাধিপতি ...	২০
শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী	১২
শ্রীযুক্ত কালিদাস পালিত	১২
" গোপীমোহন ঘোষ .. .	১২
" কলুটোলাস্থ সেন পরিবার ..	১২
" সাগরলাল দত্ত	৫
" নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ..	৫
" প্রসন্ননারায়ণ দেব রায় ..	৫
" রমাপ্রসাদ রায়	৪
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৪
" উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর	৩
" নীলকমল মিত্র	২
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
" কাশীনাথ দত্ত	১
	৯৮

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরি	১৬
" রসিকলাল পাইন	৫
" অমৃতলাল বসু	২
" কাশীনাথ দে	২
" রুক্মিণীকান্ত রায়	১
" ঈশানচন্দ্র শর্ম্মা	১
" কুমারনারায়ণ মিত্র	১
" ব্রজনাথ ধর	১
	২৯

এককালীন দান

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ..	৫
দানাধারে দান প্রাপ্ত	৬/৫
	২২৯।/৫

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য।৶০ ছয় আনা মাত্র।
৮ ফাল্গুন মঙ্গলবার সম্বৎ ১৯১৮ কলিগতাব্দ ৪৯৬২।
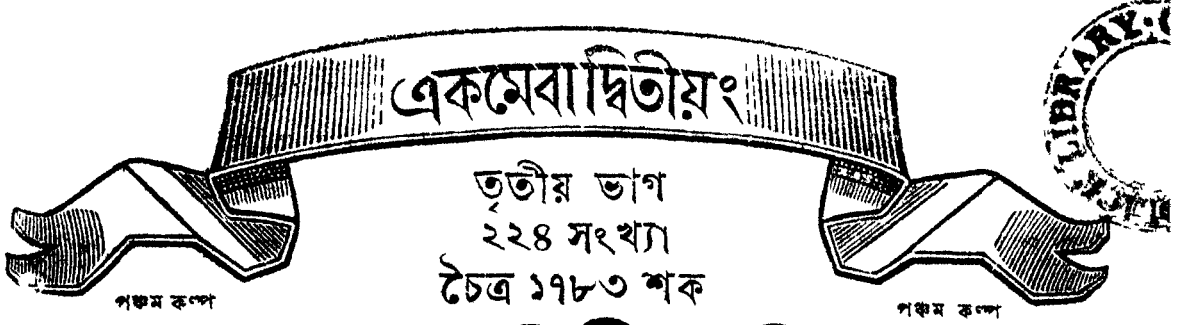
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মধ্যাহ্ন কালের ব্রহ্মস্তোত্র।

হে অনাদিমৎ পরমাত্মন্! তোমার অপার মহিমা যে রূপ উষার সৌন্দর্য্যে ও সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্যে প্রকাশ পাইতেছে, মধ্যাহ্ন কালের প্রখর সূর্য্য কিরণেও সেই রূপ তোমারি অনুপম মঙ্গল জ্যোতিঃ জাজ্বল্যতর রূপে বিরাজ করিতেছে।

যখনি তোমার সংসার রূপ আনন্দ কানন প্রতি নেত্রপাত করি, তখনি দেখি তোমার করুণাকমল বিকশিত হইয়া অমৃত সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে—যখনি নয়ন যুগল উন্মীলন করি, তখনি দেখি স্রোতস্বতী প্রীতি নদী তোমা হইতে নিঃসৃত হইয়া সমস্ত ভুমণ্ডল—সকল হৃদয় অমৃত সলিলে সিক্ত করিতেছে। তোমার এই আনন্দ রাজ্যকে মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও বিবর্ণ বা বিষণ্ণ দেখিতে পাই না; দিন যামিনী কেবলই তোমার সংসার রাজ্য হইতে আনন্দ ধ্বনি উত্থিত হইতেছে।

কি নির্জ্জন বনে কি সজন নগরে কি বিশাল শস্য ক্ষেত্রে কি সুপ্রশস্ত গিরি গুহায়, যখন যেখানে গমন করি তখন সেই স্থান হইতেই তোমার স্তুতি গান শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হই। ভুমণ্ডলে এমন স্থানই দেখিতে পাই না যেখান হইতে তোমার আনন্দ ভেরীর সুমধুর নিনাদ উত্থিত না হইতেছে।

এই মধ্যাহ্ন কালে সংসার মন্দিরে তোমার আবির্ভাব কেমন স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। তুমি এক্ষণে রাজরাজেশ্বর রূপে বিরাজ করিতেছ, তোমার সম্মুখে অগণ্য প্রাণিপুঞ্জ হর্ষোৎফুল্ল মনে কেমন তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেছে। এখন এমন একটি কীট একটি পতঙ্গও দেখিতে পাই না যে তোমার আনন্দ রাজ্যে আলস্যে বিষণ্ণ ভাবে কাল যাপন করিতেছে—এখন সকলেরি মুখমণ্ডল অনুরাগ ও উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়াছে। এখন সকলে মিলিয়া নিরবচ্ছিন্ন মনের আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। এখন গিরি গুহা উপবন সকল পশু পক্ষিগণের কোমল কণ্ঠ নিঃসৃত মধুর মঙ্গল গীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, গ্রাম নগর সমূহ তোমারি স্তুতি গানে পরিপূর্ণ হইতেছে। এখন সকল গৃহ মধুময়, সকল পল্লী আনন্দময়, সকল নগর উৎসবময় হইতেছে।

জগদীশ। এই মধ্যাহ্ন কালে তুমি তোমার অজস্র ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তোমার নিত্য উদার সদাব্রতের কেমন অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছ। রাজা দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, বলিষ্ঠ দুর্ব্বল, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, সকলে মিলিয়া তোমার সদাব্রতে আতিথ্য স্বীকার করত কেমন মনের আনন্দে ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করিতেছে। তোমার এই উদার সদাব্রতে কেহই অপরিতৃপ্ত থাকিবার নহে।

পরমাত্মন্! তুমি এখন যে রূপ অজস্র অন্ন পান পরিবেশন দ্বারা সংসারস্থ যাবতীয় প্রাণি পুঞ্জের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতেছ, সেই রূপ আবার জ্ঞান ধর্ম্ম বিতরণ করত মানব মণ্ডলীর মনের ক্ষুধাও নিবারণ করিতেছ।

এই মধ্যাহ্ন কালে বিদ্যালয়, কি চিকিৎসালয়, দেব মন্দির, কি পণ্য গৃহ, সকল স্থানেই কেবল তোমারি মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। বিদ্যালয়ে অধ্যাপক দিগের বিজ্ঞান রসনা তোমারি মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, চিকিৎসালয়ে তোমারি করুণা মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে, দেবমন্দিরে জ্ঞানাপন্ন আচার্য্য তোমারি কৌশল কলাপ ব্যক্ত করিতে করিতে প্রেম ভরে অবিরল অশ্রু ধারা বিসর্জ্জন করিতেছেন, পণ্যশালায় তোমারি যশ ঘোষিত হইতেছে।

এখন যেমন সমস্ত ভূমণ্ডল দিবাকরের উজ্জ্বল কিরণে আলোকিত হইয়াছে, সেই রূপ তোমার মঙ্গল জ্যোতিতে এখন কতশত আত্মা জ্যোতিষ্মান্ হইতেছে। দিবালোকে চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থ ব্যূহে তোমাকে জাজ্বল্যমান সন্দর্শন করিয়া এখন কত আত্মা কৃতার্থ হইতেছে—কতশত পুণ্যাত্মার জ্ঞান নেত্র অন্তরে বাহিরে তোমাকে দেখিয়া এককালে পরিতৃপ্ত হইতেছে।

এমন উৎসব ক্ষেত্রে তোমার জাগ্রত মঙ্গল ভাব দর্শন করিয়া যাহার চির-নিদ্রিত মোহান্ধচিত্ত জাগ্রত না হইল, এমন প্রখর সূর্য্য কিরণে যে তোমার ঐশ্বর্য্যের গৌরব অবলোকন করিতে সমর্থ না হইল, এমন নিত্য উদার সদাব্রতে যে তোমার উদার প্রসাদ উপলব্ধি করিতে না পারিল; তাহার জীবনই নিষ্ফল—তাহার দুর্লভ মানব জন্ম বিড়ম্বনা মাত্র।

এই মধ্যাহ্ন কালে বিষয়ী যেরূপ অনুরাগের সহিত বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে, বিদ্যার্থিগণ যে প্রকার উৎসাহ পূর্ণ মনে জ্ঞান উপার্জ্জনের নিমিত্ত ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে, আমার আত্মা যেন তদপেক্ষা সহস্র গুণ অনুরাগের সহিত তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত নিয়তই নিযুক্ত থাকে। তুমি আমার বিষয় বিভব সকলই। তোমাকে পাইলেই আমার সকল দুঃখের অবসান হয়, সকল আশা পূর্ণ হয়। তুমি আমার হৃদয় সিংহাসনে হৃদয়েশ্বর রূপে বিরাজ কর, আমি তোমার আদেশে অকুতোভয়ে তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করি। হে সুহৃৎ! তুমি আমার জ্ঞান নেত্র হইতে অন্তরিত হইও না।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

নবম অধ্যায়।

৭৩

দুই সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র

থাকেন এবং উভয় পরস্পরের সখা,তন্মধ্যে একটি সুখেতে ফল ভোজন করেন, অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।

জীবাত্মা শরীরস্থ আছেন। পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, অতএব পরমাত্মা অন্যান্য স্থানের ন্যায় শরীরেও অবস্থিতি করিতেছেন। পরস্পর বিভিন্ন-স্বভাব জীব ও পরমাত্মা উভয়ই আমারদের শরীর ব্যাপিয়া আছেন এবং উভয় পরস্পরের সখা ও সুহৃৎ। নিত্য পরিতৃপ্ত পরমাত্মা জীবকে নানাবিধ সুখ প্রদান করিয়া সাক্ষী-রূপে স্থিতি করিতেছেন, জীব তাহা প্রাপ্ত হইয়া উপভোগ করিতেছে। পরমাত্মা স্রষ্টা, জীবাত্মা সৃষ্ট; পরমাত্মা নিয়ন্তা জীবাত্মা তাঁহার অধীন; পরমাত্মা প্রদাতা, জীবাত্মা গৃহীতা; পরমাত্মা প্রেরয়িতা, জীবাত্মা ভোক্তা; পরমাত্মা আমারদের সর্ব্বাচ্ছাদক এক মাত্র সহায়, আমরা তাঁহার প্রসাদাৎ অশেষ সুখ সম্ভোগ করিতেছি।

৭৪

জীব শরীর মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীন ভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্ব্বদাই শোক করিতে থাকে; কিন্তু যখন সর্ব্বসেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না।

যখন পরমেশ্বরকে ভুলিয়া কেবল ইন্দ্রিয় সুখ সাধনার্থে যশোমান ধন লাভার্থে সংসারে নিমগ্ন হই, তখন আমারদের পদে পদে শোক হয়; কিন্তু যখন প্রীতি পূর্ব্বক সর্ব্বসেব্য পরমেশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখি এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সাধন করিতে থাকি, তখন আর শোক থাকে না; পরমানন্দ উদ্ভব হয়।

৭৫

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন সাধক স্বপ্রকাশ বিশ্বের কর্ত্তা ও নিয়ন্তা এবং কারণ-স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মকে দৃষ্টি করেন, তখন তিনি পুণ্য পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্লিপ্ত হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়েন। ধীর ব্যক্তি মহান্ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে জানিয়া আর শোক করেন না।

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মোপাসক পরমোপাস্য পরমেশ্বরের প্রতি তদ্গতচিত্ত হইয়া আপনার হৃদয়-ধামে জ্ঞান-নেত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করেন, তখন তিনি পুণ্য পাপ জনিত ফলাফল কামনা শূন্য হইয়া এবং তাবৎ বৈষয়িক ব্যাপারে নির্লিপ্ত হইয়া পরমানন্দ অনুভব করেন; তখন তাঁহার সমুদায় মনোবৃত্তি সংযত হইয়া থাকে, কোন বৃত্তি আপন অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না; তখন তাঁহার বিশুদ্ধ চিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়। তিনি তাঁহাকে সর্ব্বসাক্ষী রূপে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষবৎ জানিয়া সর্ব্বদা আনন্দিত থাকেন।

৭৬

যিনি সেই ছায়া-রহিত, লোহিতাদি গুণ-রহিত, পরিশুদ্ধ, অবিনাশী পরমাত্মাকে জানেন, তিনি সেই ক্ষয়শূন্য পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

পরমেশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া তাঁহাকে জানিলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৭৭

পরমেশ্বর চক্ষুর অগোচর, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অব্যবহার্য্য হয়েন। তিনি কোন লক্ষণ দ্বারা গম্য নহেন, কোন শব্দ দ্বারা ব্যপদেশ্য নহেন, তিনি অচিন্ত্য। এক আত্ম-প্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ হইয়াছে। তিনি সমুদায় সংসার-ধর্ম্মের অতীত; তিনি শান্ত, মঙ্গল ও অদ্বিতীয়।

আমারদের এই স্বভাব-সিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয় থাকাতেই জ্ঞান-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী নিত্য পরমেশ্বর এই আশ্চর্য্য সুকৌশল-সম্পন্ন বিশ্বের আদি কারণ রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। অতএব এই স্বভাব-সিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রামাণ্য স্থাপনের এক মাত্র হেতু। সংসার তাঁহা হইতে সৃষ্ট ও নিয়ম প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি সমুদায় সংসার ধর্ম্মের অতীত। তাঁহার ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি মানসিক কোন বৃত্তিই নাই, অতএব তিনি শান্ত। তিনি মঙ্গল-স্বরূপ, তিনি সকলের মঙ্গলোদ্দেশে এই সংসার নিয়ত পালন করিতেছেন। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর দ্বিতীয় কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয়।

৭৮

সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে সেই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর তাবৎ বস্তু হইতে প্রিয়।

যে মঙ্গল-স্বরূপ পবিত্র পুরুষ আমারদের সকলের অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রার্থনানুরূপ হৃদয়কে পূর্ণ করিতেছেন এবং পুত্র বিত্তাদি যাবতীয় প্রিয় পদার্থ আমারদিগকে প্রদান করিতেছেন, তাঁহা হইতে আন্তরিক প্রিয়তর সুহৃৎ আমারদের আর কেহ নাই।

৭৯

যে ব্যক্তি পরমাত্মা অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহাকে যে ব্রহ্মোপাসক বলেন, তোমার যে প্রিয়, সে বিনাশ পাইবে, তাঁহার এপ্রকার বলিবার অধিকার আছে, বাস্তবিকও তিনি যাহা বলেন তাহাই হয়।

পুত্র দারা ধন জন সমুদায়ই অনিত্য এসংসারের এই সকল প্রিয় বস্তুর সহিত কখন না কখন অবশ্যই বিচ্ছেদ হইবে, কিন্তু অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মার সহিত কি ইহকালে কি পরকালে কখনই বিচ্ছেদ হইবেক না। ইহা নিঃসংশয় বাক্য যে যে ব্যক্তি পরমেশ্বর অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহার প্রিয় অবশ্য বিনাশ পাইবে। বিষয়াসক্ত বিমুগ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রতি জ্ঞানী ব্রহ্মোপাসকদিগের এ প্রকার উপদেশ দিবার অধিকার আছে, এবং তাঁহাদিগের উপদেশ যাহারা গ্রহণ না করে, তাহারা দুঃখ পায়। সকলের অন্তরতর মঙ্গলাকর পরমাত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর তাঁহাকে প্রীতি করিলে তাঁহার প্রেমাস্পদ সমস্ত বস্তুতেই প্রীতি করিতে হয় এবং এই জগৎ-সংসারের মঙ্গলের নিমিত্তে তিনি

যাহার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও প্রীতি করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহার প্রতি সমধিক প্রীতি ও স্নেহ করিতে হয়। কিন্তু পরমাত্মা অপেক্ষা অন্য বস্তুকে অধিক প্রীতি করিয়া তাহাতে আসক্ত হওয়া বিশুদ্ধ বিহিত প্রীতির রীতি নহে।

৮০

পরমাত্মাকেই প্রিয় রূপে উপাসনা করিবেক। যিনি পরমাত্মাকে প্রিয় রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও মরণশীল হয় না।

যিনি আমাবদের মানস ক্ষেত্রে প্রীতি-পুষ্পের সুকোমল-কলিকা স্থাপন করিয়াছেন. যত্ন পূর্ব্বক তাহাকে প্রস্ফুটিত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা কর, তদ্ভিন্ন আর কিছুতেই আমারদিগের মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা হইতে পারে না। অপরিবর্ত্তনীয় অবিনশ্বর পরমেশ্বরে যিনি বিশুদ্ধ প্রেম স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার প্রিয় কদাপি মরণশীল নহেন, তিনি অজর অমর নিত্য, তাঁহার সহিত কোন কালে তাঁহার বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই।

৮১

পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক।

পরমাত্মার দর্শন করিবেক, অর্থাৎ তাঁহার এই অনুপম বিশ্বরচনার আশ্চর্য্য কল্যাণকর ভূরি ভূরি কৌশল দেখিয় তাঁহার জ্ঞান শক্তি মহিমা প্রতীতি করিবেক এবং তাঁহার মহিমা প্রতিপাদক উপদেশ বাক্য-সকল অতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেক। তাঁহার আশ্চর্য্য কৌশল-সকল দর্শন করিয়া এবং তাঁহার মাহাত্ম্য বিষয়ক উপদেশ বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া সেই সকল পুনঃ পুনঃ আলোচনা পূর্ব্বক তাঁহার মনন করিবেক, এবং পরে তাঁহার নিদিধ্যাসন করিবেক, নিঃসংশয় হইয়া তাঁহার সেই মঙ্গল-স্বরূপকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবেক।

৮২

সেই যে এই পরমাত্মা, ইনি সকল ভূতের অধিপতি এবং সর্ব্বভূতের রাজা।

ইনি সকলকে নিয়মে রাখিয়াছেন, এবং উপযুক্ত দণ্ড পুরস্কার বিধান করিতেছেন।

৮৩

যেমন রথচক্রের নাভিদেশে ও নেমি-দেশে সমুদয় অর সমর্পিত থাকে, সেই রূপ এই পরমাত্মাতে সকল ভূত ও সকল দেবতা, সকল লোক, সকল প্রাণ, এই সমুদায় জীব সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে।

জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি ভূত সকল, লোকান্তর বাসি মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম-জীবি জীব-সকল, পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি লোক-সকল, প্রাণিদিগের প্রাণন ক্রিয়া-সকল, এবং অসংখ্য লোক স্থিত অনন্ত জীবদিগের আত্মা-সকল, সেই পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

৮৪

আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমাদিগের ও আমারদের চিরন্তন পরব্রহ্মের সহিত আত্মার সমাধান করি। হে অনাদিমৎ পরমাত্মন্। তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া

রহিয়াছ, তোমা হইতে এই সমুদায় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মবাদী আচার্য্য শিষ্যদিগকে কহিতেছেন, আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমারদিগের এবং আমারও সৃজনকর্ত্তা চিরন্তন পরব্রহ্মের সমাধি করি; তোমরাও আমার সহিত তাঁহার সমাধি কর।

৮৫

এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি, যদি আমরা তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। যাঁহারা এই পরব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন; তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়।

কি আশ্চর্য্য! আমরা এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে জানিয়াছি, এই অন্ধকারময় সংসারে নিমগ্ন ও আচ্ছন্ন হইয়াও আমারদের জ্ঞান চক্ষু সেই নির্ম্মল জ্ঞানজ্যোতিকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে ও হৃদয় তাঁহাকে বিশুদ্ধ প্রীতি অর্পণ করিতে পারিতেছে। ইহা হইতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? ইহাতে আমরা ধন্য হইয়াছি। তিনি এই ভূলোকে আর আর যত জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারদিগকে এপ্রকার ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করেন নাই, আমারদিগকে অতীব কৃপা করিয়া সেই সকল দিয়াছেন; ইহাতে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, ইহার দ্বারা আমরা সকল সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়াছি। যদি আমরা তাঁহাকে এখানে জানিতে না পারিতাম, ও তাঁহার সহিত অকাট্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ না করিতাম, তবে আমরা অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হইতাম। তাহা হইলে এই সংসারের বিপদ্ সাগরে পতিত হইয়া আর কোথায় আশ্রয় পাইতাম, লোকের নিকট হইতে নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়া আর কোথায় শীতল হইতাম, মৃত্যু-ভয় হইতে আমারদিগকে আর কে পরিত্রাণ করিত?

৮৬

যিনি কারণের কারণ, তিনি রূপ-হীন ও নিরাময়। যাঁহারা এই পরব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন; তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়।

এই সংসারে যে সকল কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহার কারণ পৃথিবী বায়ু অগ্নি প্রভৃতি পদার্থ-সকল, এবং সেই সকল পদার্থের কারণ আবার পরব্রহ্ম। অতএব তিনি কারণের কারণ। তিনি রূপহীন ও নিরাময়। তিনি অশরীরী, অজর, অমর, তিনি নিত্য সুস্থ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-স্বরূপ। যাঁহারা তাঁহাকে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করত তাঁহার সহিত অকাট্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ করেন, তাঁহারা অমর হয়েন। তদ্ভিন্ন কেহই আর সাংসারিক শোক দুঃখ অতিক্রম করিতে পারে না।

৮৭

বিশ্বকার্য্যের কারণ পরব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ; তিনি সর্ব্বভূতে শরীর-মধ্যে গূঢ়-রূপে স্থিতি করিতেছেন এবং একাকী বিশ্ব সংসারকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে জানিলে লোক সকল অমর হয়েন।

তাঁহা হইতে এই সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব তিনি বিশ্বকার্য্যের কারণ এবং মহান্। তিনি সকল স্থানেই সর্ব্বদা

স্থিতি করিতেছেন, তথাপি কেহ তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না, কারণ তিনি জ্ঞান-স্বরূপ ; জ্ঞান-স্বরূপকে জ্ঞান দ্বারাই জানা যায়। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা ইহাঁর সহিত নিত্য সহবাস লাভ করেন।

৮৮

তাঁহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ পায়, কিন্তু তিনি স্বয়ং সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয় ও সকলের সুহৃৎ।

তিনি আমারদিগকে জ্ঞান ও সুখ বিতরণ করিবার অভিপ্রায়ে আমারদের ইন্দ্রিয়গণকে তদুপযোগি বিবিধ গুণে ভূষিত করিয়াছেন। চক্ষু যে বিশ্বাধিপের বিশ্বরাজ্যের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভা অবলোকন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইতেছে, কর্ণ যে মনোহর বিহঙ্গরব সুমধুর সঙ্গীত-স্বর ও ব্রহ্মগুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অমৃতাভিষিক্ত হইতেছে, রসনা যে নানা রস মিলিত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ প্রকার সুস্বাদ সামগ্রীর স্বাদগ্রহ করিয়া চরিতার্থ হইতেছে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা যে অশেষ প্রকার সুগন্ধ সংযুক্ত প্রফুল্ল পুষ্পের মনোহর সৌরভ গ্রহণ করিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গব্যাপি স্পর্শেন্দ্রিয় যে সুস্নিগ্ধ সুমন্দ মারুত-হিল্লোলে স্নিগ্ধ হইয়া মনুষ্যের সুখ সরোবর পূর্ণ করিতেছে, সকল মঙ্গলাকর পরমেশ্বরই এ সমুদায়ের এক মাত্র কারণ। তিনি এই ইন্দ্রিয়গণকে যে রূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তদীয় বিষয়-সমুদায়কেও তাহার উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করাতেই আমরা তাঁহার প্রদত্ত প্রচুর সুখে সুখী হইতেছি। তিনি আমারদিগকে হস্তদ্বয় প্রদান করাতে আমরা সকল বস্তু গ্রহণ করিতে পারিতেছি। তিনি আমারদিগকে গমনেন্দ্রিয় দ্বারা যুক্ত করাতে আমরা সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে সক্ষম হইতেছি। তিনি আমারদিগকে বাগিন্দ্রিয় দেওয়াতে আমরা সকল মনের ভাব প্রকাশ করিয়া সুখী হইতেছি। তিনি আমারদিগের এক এক ইন্দ্রিয়কে সুখ ভাণ্ডারের এক এক দ্বার স্বরূপ করিয়াছেন। আমারদের প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রত্যেক কর্ম্মেন্দ্রিয় এক এক কল্যাণময় প্রস্রবণ তুল্য হইয়া অবিরত কল্যাণ-বারি বিনির্গত করিতেছে, এবং তদ্দ্বারা সকল কল্যাণের অদ্বিতীয় আকর স্বরূপ বিশ্ববিধাতার অদ্ভুত মহিমা প্রকাশ পাইতেছে।

তিনি জীবদিগের উপকারার্থে এই অত্যাশ্চর্য্য ইন্দ্রিয়-সকল সৃজন করিয়াছেন এবং সুতরাং তাঁহার দ্বারাই এই ইন্দ্রিয়ের গুণ সকল প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু তিনি স্বয়ং সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। তাঁহার জ্ঞানের নিমিত্তেও ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা নাই, তাঁহার কর্ম্মের নিমিত্তেও ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন নাই ; তিনি চক্ষু কর্ণ বিহীন হইয়াও সমুদায় দেখিতেছেন ও সকল শুনিতেছেন এবং পাণি পাদ ব্যতীতও সর্ব্বত্র গমন করিতেছেন এবং সকল গ্রহণ করিতেছেন। তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয়, সকলের সুহৃৎ, তাঁহাকে ভক্তি কর, তাঁহাকে ভজনা কর, তাঁহাকে প্রীতি কর, তাঁহার অধীন হও।

৮৯

এই মহান্ পুরুষ সকলের প্রভু। এই অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ ঈশ্বর সুনির্ম্মল শান্তির উদ্দেশে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন।

ধর্ম্ম ব্যতীত আমারদিগের কিছুতেই আর শান্তি হয় না। তাঁহাকে না জানিয়া এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ না করিয়া পশুবৎ কেবল আহার নিদ্রায় মুগ্ধ থাকিলে কদাপি মনের তৃপ্তি হয় না, অতএব সেই মঙ্গল-স্বরূপ সর্ব্বনিয়ন্তা মহান্ প্রভু সুনির্ম্মল শান্তির উদ্দেশে আমারদিগের মনে কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন; তাঁহার অনুগামী হইয়া চলিলে আমারদের সুখ সৌভাগ্যের আর সীমা থাকে না; আমরা নিত্য শান্তি, নিত্য সুখ, উপভোগ করিতে পারি।

ইতি প্রথমখণ্ডে নবম অধ্যায়।

গত ১১ মাঘে ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক সমাজ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর অন্তঃপুরে যে ব্রহ্মোপাসনা হয়, তাহাতে শ্রী কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ এই প্রার্থনা করেন।

প্রার্থনা।

"জগদীশ! আমি অদ্য পিতা মাতা ভগিনী ও স্ত্রীতে পরিবেষ্টিত হইয়া তোমাকে পরম পিতা রূপে সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি আমার পরম পিতা, হৃদয়ের ঈশ্বর। চিরকাল তুমি আমারদিগকে তোমার ক্রোড়ে লইয়া মাতার ন্যায় লালন পালন করিয়াছ, কত প্রকার সুখে সুখী করিয়াছ, কত রাশি রাশি বিঘ্ন হইতে আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছ। গত বর্ষে এই পরিবারে কত প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, কত লোকে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক আমারদিগের কোন বিঘ্নই হয় নাই। যেখানে মঙ্গলময় স্বয়ং আশ্রয় দিতেছেন, সেখানে আবার বিঘ্ন কি? অনেকেই আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু তুমি যখন এ পরিবারের গৃহদেবতা, তখন আর আমাদিগের ভয় কি? তুমি যখন আমারদের সহায়, তখন আমারদিগের মঙ্গলই হইবেক, সন্দেহ নাই। এ পরিবার তোমারই পরিবার। অদ্য আমরা সেই জীবন-দাতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন সার্থক করিতেছি! আমরা এখন কি দেখিতেছি, না, চতুর্দ্দিকে মঙ্গলের উন্নতি, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি। আমারদের যে একটি আশা আছে যে, সমুদায় পৃথিবী এক পরিবারে বদ্ধ হইবে, এ আশা বৃথা হইবার নহে। সময়ক্রমে গৃহে গৃহে যোগ হইয়া সকলেই প্রীতিরসে মিলিত হইবে, সকল পরিবারই এক হইবে। এক ঈশ্বরের রাজ্যে দুই পরিবার কখনই থাকিবে না, সকল পরিবারই এক হইবে। অদ্য এই বঙ্গ দেশের মধ্যে তাহার সূত্র-পাত হইল। হে জগদীশ! এ সংসারে এ পরিবারকে রক্ষা করিবার আর কেহই নাই, তুমিই ইহাকে রক্ষা কর। তুমি যে গৃহের অধিদেবতা, তাহার আর অমঙ্গল কোথায়? এ পরিবারই তাহার প্রমাণ। সহস্র সহস্র বিঘ্ন আসিয়া ইহাকে পরিবেষ্টন করিতেছে, অথচ ইহা সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তোমারই ক্রোড়ে অগ্রসর হইতেছে। এত বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যেও আমারদিগের ক্লেশ নাই, ভয় নাই। কেবল আনন্দেরই উৎস উৎসরিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! আমরা মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী সকলেই এখানে একত্র হইয়া ঈশ্বরের চরণে পূজা উপহার দিতেছি। ধন্য পরম পিতা, আশ্চর্য্য তোমার করুণা। পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত তোমারই মহিমা ঘোষণা হউক, বিশুদ্ধ প্রেম ও পবিত্র ভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হউক। আমরা যেন লোকভয়ে ভীত না হই। আমরা যেন সাংসারিক সুখের জন্য লালায়িত না হই,

আমারদের আত্মা যেন সাংসারিক সকল বিষয়েই শান্ত ভাব অবলম্বন করে। তোমাকে পাওয়াই যেন আমারদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য থাকে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

দুঃখের সময় পাপাসক্ত ব্যক্তির চেতন।

হে ভ্রান্ত মন! এক্ষণে উত্থান কর, আর বৃথা সংসারের অনিত্য অপকৃষ্ট বিষয়-সুখে প্রমত্ত হইবার সময় নাই। এত দিনের পর মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, সাংসারিক সৌভাগ্য—যাহাতে তুমি এত দিন আপনাকে বিস্মৃত হইয়া মুহ্যমান ছিলে, তাহা স্বপ্নবৎ পলায়ন করিয়াছে। এত দিন যে মৃগতৃষ্ণাবৎ অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের পশ্চাৎ ধাবমান ছিলে, তাহা এক্ষণে নীরস উত্তপ্ত মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। হা! সংসারের কি বিচিত্র গতি, যে ব্যক্তি কিছু কাল পূর্ব্বে অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী হইয়া গর্ব্বিত ভাবে পৃথিবীতে পদার্পণ করিতেন, যাঁহার প্রতাপে সকলে কম্পিত কলেবর হইত, এবং যিনি দিন যামিনী অশেষবিধ সুখ সেব্য বস্তুতে পরিবৃত হইয়া কালাতিপাত করিয়াছেন, ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য তিরোহিত হইল, আধিপত্য বিনষ্ট হইল, দুঃখ আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। সৌভাগ্যের সময়ে যাঁহারা আমার পরম বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতেন, তাঁহারা কোথায়? যাঁহারা আমোদ প্রমোদের সঙ্গী ছিলেন, তাঁহারাই বা কোথায়? হা! তাঁহারা দূরে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহারা এই দুরবস্থাতে আমার সহিত সম্ভাষণ করিতে এক্ষণে লজ্জিত হইলেন। পুষ্পহীন নীরস তরুকে কে যত্ন করিবে, সংসারের অস্থায়ি ভাব কেমন স্পষ্টরূপে এক্ষণে বোধ হইতেছে; কিন্তু সুখের সময় কেমন প্রমত্ত হইয়াছিলাম, কখন মনেও করি নাই যে সেই সুখের দিন পর্য্যবসিত হইবেক, দুঃখের তমোনিশা আসিয়া উপস্থিত হইবে। হে মন! এক্ষণে এক বার আপনার প্রতি দৃষ্টি কর। এত দিন সংসারের যে সকল অনিত্য বস্তুর প্রতি প্রীতি স্থাপন করিয়া ভুলিয়াছিলে, সে সকল এক্ষণে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এত দিন কেবল বাল্য লীলার ন্যায় জীবনকে বৃথা ক্ষেপণ করিয়াছ—কেবল বাল্য ক্রীড়াই বা কেন? যে সকল ভয়ানক পাপের মধ্যে মলিনতার মধ্যে এত দিন আমি অভিভূত ছিলাম, তাহা কি বিস্মৃত হইব? হা! আমি বিষয়ের কোলাহল মধ্যে থাকিয়া আমার পাপাচরণের প্রতি একবারও দৃষ্টি করি নাই, কিন্তু এক্ষণে সেই পাপাচরণের চিন্তা প্রবলতর ভাবে উদয় হইতেছে, আমি এক্ষণে আমার মলিন ঘৃণিত কুৎসিত অবস্থা দেখিতে পাইতেছি; আমার হৃদয় এক্ষণে সেই পাপের ভারে গুরু ভারাক্রান্ত বোধ হইতেছে। সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া জীবনের সার ভাগ কেবল পাপাচরণে অতিবাহিত করিয়াছি, এক্ষণে তাহার গরলময় ফল ভোগ করিতে হইবে। আমার গত সময়ের বিষয় একবার আলোচনা করিতে গেলে হৃদয় কম্পিত হয়, আত্মা বিষণ্ণ হয়। যে সকল সুখের নিমিত্তে অনায়াসে অক্ষুব্ধ চিত্তে কুৎসিত পাপাচরণ করিয়াছি, তাহা এক্ষণে কেমন ঘৃণিত ও অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতেছে। আমি অনিত্য অসার ইন্দ্রিয়-ভোগের নিমিত্তে চিরকালের জন্যে আন্তরিক শান্তিকে জলাঞ্জলি দিয়াছি, কিন্তু ইহার প্রতিবিধান

কি করিব? আমার আত্মা অসাড় হইয়াছে, তাহা আর কিছুতেই উত্তেজিত হয় না। আমার হৃদয় ঘোর অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে, কে তাহাকে আলোক প্রদান করিবে—কে তাহার মলিনতা ধৌত করিবে। যখন আমি অন্তরের প্রতি দৃষ্টি করি, তখন বোধ হয়, আমার মত ঘৃণিত অপকৃষ্ট জীব আর কুত্রাপি নাই। কিন্তু তথাপি আমি আপনাকে সৎপথে লইয়া যাইতে পারি না, আমার এমন সামর্থ্য নাই, যাহাতে আমি নিয়ত অসৎ চিন্তা-সকলকে দমন করিতে পারি—কুপ্রবৃত্তির প্রবল স্রোতকে ক্ষণকালের নিমিত্তে মন্দীভূত করিতে পারি। আমি একেবারে প্রবৃত্তির দাস হইয়াছি, নির্জীব পদার্থের ন্যায় প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসমান হইয়া যাইতেছি। আমি ইচ্ছা করিলেও পাপাসক্তিকে দমন করিতে পারি না। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা সুখকর ছিল, তাহা ক্রমে দুঃখময় হইতেছে, জীবন একটি বিষম ভার মাত্র হইয়াছে। হা! পাপের কি ভয়ানক শাস্তি, তাহা এক্ষণে দেখিতেছি। পাপী যাহা সুখপ্রদ বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যায়, তাহা জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তাহাকে দগ্ধ করে। হা! এই দুরবস্থাতে কে আমাকে আশ্রয় দান করিবে? কে আমার আন্তরিক যাতনাকে উপশম করিবে? মনুষ্যের সে সাধ্য নাই, পৃথিবীর কোন বস্তুরই সে সাধ্য নাই। কিন্তু যে রাজাধিরাজের অবিচলিত নিয়মাধীন পাপপুণ্যের দণ্ড পুরস্কার বিধান হইতেছে, তিনিই কেবল আত্মার সুস্থতা সম্পাদন করিতে পারেন—তিনিই হৃদয়ের ভার লাঘব করিতে পারেন। কিন্তু আমি অপবিত্র হইয়া তাঁহার পবিত্র নাম কি রূপে উচ্চারণ করিব? সেই মঙ্গলময় পিতার প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিয়া কিরূপে তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিব? পাপে মলিন হইয়া কি রূপে আমি তাঁহার সম্মুখীন হইব। হা! সৌভাগ্যের সময় একবারও তাঁহাকে মনে করি নাই। তাঁহার হস্তে সমুদায় সুখ প্রাপ্ত হইয়া একবারও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ চিত্ত হই নাই। আমি কি কৃতঘ্ন—কি নৃশংস! আমি এখন কেমন করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব? তাঁহা হইতে গোপনই বা কি করিব? তিনি আমার হৃদয়ের অতি গূঢ়তম পাপও জানিতেছেন।

হা! আমি মনুষ্য হইতে আমার পাপাচরণ গোপন করিতে কতই যত্ন করিয়াছি, মনুষ্যের নিকট যে কার্য্যের নিমিত্ত লজ্জা বোধ করিতাম, তাহাতে অক্ষুব্ধ চিত্তে সেই বিশ্বনিয়ন্তার সম্মুখে অনায়াসে প্রবৃত্ত হইয়াছি। একবারও মনে করি নাই, যে মনুষ্য হইতে পলায়ন করিলে কি হইবে? পাপী কদাপি সেই ন্যায়বান্ পুরুষের দণ্ডকে অতিক্রম করিতে পারে না। সংসারে মনুষ্যের নিকট প্রতিষ্ঠিত হইলেই হইল, সাংসারিক আমোদ প্রমোদে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিলেই হইল, ইহা কি ভয়ানক মত—কি অনর্থকর বিশ্বাস। সংসার কি গুরুতর ব্যাপার, জীবন কি সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধন সাপেক্ষ, তাহা একবারও ভাবিলাম না। সম্পৎকালে আমি ধনের ঐশ্বর্য্যের কতই গর্ব্ব করিয়াছি, কিন্তু সে অস্থায়ী ধন কোথায়? আমার সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, আমি এক্ষণে চতুর্দিক গাঢ়তম অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিতেছি, সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এই সময়ে গম্ভীর চিন্তা-সকল আসিয়া আত্মাকে যেন সচেতন করিতেছে; কিন্তু হায়! আমি চেতন পাইয়া কেবল আমার ভয়ানক পাপ ও দুর্গতি দেখিয়া হতাশ্বাস হইতেছি। আমার এই সাংসারিক

দুরবস্থা এক্ষণে কেমন স্পষ্ট রূপে মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস প্রদর্শন করিতেছে। যখন আমি সৌভাগ্য পদবীতে আরূঢ় ছিলাম, তখন বিষয়-ভোগ-সুখে নিরত অভিভূত ছিলাম; আত্ম-বিস্মৃত হইয়া তখন কতই পাপাচরণ করিয়াছি—রিপু-সকলকে প্রবল করিয়াছি। কিন্তু এখন দুঃখের সময়ে আমি সেই সকল বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি। যে সকল বস্তু আমার পরম প্রেমাস্পদ ছিল, তাহা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে গমন করিয়াছে। এক্ষণে বজ্রাহত শুষ্ক পাদপ-স্কন্ধের ন্যায় একাকী পতিত রহিয়াছি, এক্ষণে স্বপ্ন-ভঙ্গ প্রাপ্ত-চেতন পুরুষের ন্যায় আমি পূর্ব্বাবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল আপনাকে ঘৃণা করিতেছি, আমার ভয়ানক পাপের বিষয় চিন্তা করিবা মাত্র জ্বলন্তানলের ন্যায় অনুশোচনা আসিয়া আমার অন্তর দাহ করিতেছে। প্রবৃদ্ধ রিপু-সকল এক্ষণে স্বস্ব বিষয় না পাইয়া আমাকে পীড়ন করিতেছে। পূর্ব্বে বিষয় কোলাহল মধ্যে থাকিয়া অন্তরের প্রহরির বাক্য আমি শ্রবণ করি নাই, কিন্তু এক্ষণে সে আমাকে তিরস্কার করিতেছে এবং আমার পুঞ্জীকৃত পাপ প্রতিফল স্বরূপ অবশ্যম্ভাবী শাস্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। মৃত্যুও এই রূপে বিষয়-ভোগে মুহ্যমান ব্যক্তিকে চেতন প্রদান করে। যে সকল বিষয় লইয়া আমরা সংসারে ভুলিয়া থাকি, তাহা মৃত্যুর পর চিরকালের নিমিত্তে আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তখন আত্মার মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তখন সে আপনার প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পায়; কিন্তু তখন বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির কি বিষম দুরবস্থা, তখন সে আপনার পুঞ্জীকৃত দুষ্কৃতি দেখিয়া হতাশ হয়, তাহার রিপু-সকল তখন আর স্বস্ব বিষয় না পাইয়া কেবল তাহাকে অসহ্য যন্ত্রণা দিতে থাকে। তাহার প্রবল বিষয় তৃষ্ণা আর চরিতার্থ হইতে না পারিয়া কেবল অসুখের কারণ হইয়া উঠে, তখন তাহার কেহ সহায়ও থাকে না, সঙ্গীও থাকে না, তখন সে কেবল একাকী স্বীয় পাপের প্রতিফল স্বরূপ ভয়ানক দণ্ড ভোগ করে। সেই অবস্থাই তাহার নরক। হা! দুঃখের সময় আমাদের কি অমূল্য শিক্ষার সময়? মৃত্যু কি আমাদের পরম গুরু? আমার এই সাংসারিক দুর্গতির নিমিত্ত আমি আর আক্ষেপ করি না। আমি ইহাকে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিতেছি। ইহা পৃথিবীর প্রচুর ধন রত্নাপেক্ষা উচ্চতর শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান রত্ন আমাকে প্রদান করিয়াছে, আমার অন্ধতমসাবৃত কলুষিত হৃদয়ে সত্যের জ্যোতি প্রেরণ করিয়াছে, আমার পশুবৎ মুগ্ধ চিত্তকে সেই পরম দেবতার প্রতি উন্নত করিয়াছে। হা! যে সকল অমূল্য সনাতন সত্য আমার মনে কখনই উদ্দীপ্ত হয় নাই, তাহা যেন এক্ষণে অকস্মাৎ আমার অন্তঃকরণে প্রতিভাত হইতেছে। হা! কে আমার চির দূষিত কঠিন হৃদয়কে আর্দ্র করিল? কে আমার শুষ্ক মানস পদ্মকে বিকসিত করিল? কে আমার চির মুদিত জ্ঞান চক্ষুকে উন্মীলিত করিল। সেই পতিত-পাবন, যাঁহার অচিন্ত্য করুণা সম্পদের পরিবর্ত্তে মহৌষধ স্বরূপ এই দুঃখ আমাকে প্রেরণ করিয়াছে, সেই পতিত-পাবনই আমার আত্মাকে মোহ-নিদ্রা হইতে সচেতন করিয়াছেন!

হা! আমি তাঁহাকে ভুলিয়া ছিলাম কিন্তু তিনি কদাপি আমাকে বিস্মৃত হন নাই। তিনি স্বীয় পুত্রগণকে আশ্রয় দিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

হে অন্তর্যামী পরমেশ! তুমি আমার অন্তরের প্রত্যেক ভাব জানিতেছ, আমার জীবনের কোন ঘটনাই তোমার অগোচর নাই। আমি এক্ষণে চিরানুষ্ঠিত পাপে মলিন ও বিকৃত হৃদয় হইয়া তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছি। তুমি আমাকে তোমার আশ্রয় প্রদান কর। তোমা ব্যতীত আর কে আমাকে উদ্ধার করিবে। সংসারের কোন বস্তুই আমার এই পাপ-ভার মোচন করিতে সক্ষম নহে। হা! সংসারেই বা আমার কি আছে? আমাকে সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছে, যে সম্পদ লইয়া আমি গর্ব্বিত ছিলাম, তাহাও পলায়ন করিয়াছে। এক্ষণে দিন যামিনী অনুশোচনায় আত্মা ক্রমশ অবসন্ন হইতেছে। হা! সম্পদের সময় কেমন উন্মত্ত ছিলাম, তখন একবার তোমাকে স্মরণ করিবারও অবকাশ ছিল না। কিন্তু যাহারা তোমাকে পরিত্যাগ করে, তাহারা কেবল দিন দিন দুর্গতির পথে গমন করিতে থাকে। হে নাথ! তুমি যে আমাকে সেই সম্পদ হইতে পরিচ্যুত করিয়াছ, তাহার নিমিত্ত তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। আমি আর সাংসারিক সুখের প্রার্থী নহি, কিন্তু যাহাতে তোমার মঙ্গল মূর্ত্তিকে দেখিতে পাই, যাহাতে তোমার করুণার উপযুক্ত হইতে পারি, তুমি আমাকে সেই পথে লইয়া যাও। কিন্তু হায়! আমি কি প্রকারেই বা তোমার করুণার উপযুক্ত হইব। আমি যে সকল ভয়ানক পাপাচরণ করিয়াছি, তাহার নিমিত্ত আমি কিরূপে তোমার নিকটে মার্জ্জনা চাহিব—আমার জীবন পাপ চিন্তা—পাপালাপ—পাপানুষ্ঠানেই পর্য্যসিত হইয়াছে, আমার আত্মা পাপের প্রস্রবণ স্বরূপ হইয়াছে। পৃথিবীতে আসিয়া আমি কি করিলাম? তোমার মঙ্গলময় রাজ্যে কেবল অমঙ্গল বিস্তার করিয়াছি, পাপের স্রোতকে বর্দ্ধিত করিয়াছি, তোমার প্রজা হইয়া কেবল বিদ্রোহাচরণ করিয়াছি। হা! তোমার উদ্যত বজ্র যে আমাকে এত দিন একেবারে ধ্বংস করে নাই, ইহা কেবল তোমারই করুণা—তোমারই সহিষ্ণুতা মাত্র। নাথ! আমি অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড হইয়া তোমার করুণার কথা কি কহিব? তুমি যে আমাকে দুঃখ প্রেরণ করিয়াছ, তাহা সম্পদ হইতে অধিক করিয়া জানিতেছি, কারণ তাহা আমার মুহ্যমান আত্মাকে তোমা প্রতি উন্নত করিয়াছে। হে পতিতপাবন! আমার এই প্রণত হৃদয়কে এক্ষণে তোমার পবিত্র জ্যোতি দ্বারা আলোকিত কর, আমার পাপ ভার মোচন কর, যেন আমি আর তোমা হইতে পরিচ্যুত না হই। আমার কি সাধ্য যে আমি পাপাসক্তিকে দমন করিতে পারি, কিন্তু তুমি আমাকে প্রলোভন হইতে রক্ষা কর, তুমি আমার হৃদয় রাজ্যের অধীশ্বর হও, তোমার বলে বলীয়ান্ হইয়া যেন তোমার ধর্ম্মের পথে পদার্পণ করিতে পারি।

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২২৩ সংখ্যক পত্রিকার ১৮৯ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে সমুদায় বেদ দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত, যথা মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। এই দুই খণ্ডের পরস্পর এত অধিক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাহারা যে কদাপি এক সময়ের রচনা নহে, তাহা নিঃসংসয়ে বলা যাইতে পারে। বেদের মন্ত্র বা সংহিতা খণ্ড কেবল ঋষিদিগের স্তোত্র সমুদায়েতেই পরিপূর্ণ। ঋষিগণ, ইন্দ্র বরুণ অগ্নি আদিত্যাদি দেবতা-

দিগের আরাধনা কালীন যে সকল স্তোত্র পাঠ করিতেন, বিভিন্ন প্রকার যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত যে সকল সুদীর্ঘ সূক্ত আবৃত্তি করিতেন,সেই সমস্ত সংহিতা ভাগের অন্তর্গত। কিন্তু ব্রাহ্মণ খণ্ডে নানা বিষয়েরই উল্লেখ আছে। কি প্রকারে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে হয়, কোন্ যজ্ঞ কি পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিতে হয়, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ পুরোহিতদিগের কি কি কর্ত্তব্য ; অপর ধর্ম্ম সংক্রান্ত নানা প্রকার বিধি ও নিষেধ, সংহিতান্তর্গত দুরূহ প্রবচন সকলের তাৎপর্য্য নিরূপণ ও তৎসম্বন্ধীয় বিচার এবং তৎকাল প্রচলিত নানা ইতিহাস কথা,এই সমুদায় বিষয় প্রধানত ব্রাহ্মণ খণ্ডে দৃষ্ট হয়। অপর বৈদিক সংহিতা আদ্যোপান্ত ছন্দে বদ্ধ কিন্তু ব্রাহ্মণ খণ্ড প্রায় সমুদায়ই গদ্যে রচিত। এবং ইহাদিগের ভাষা ও রচনা প্রণালীরও অনেক বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। কোন আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ খণ্ডের সরল রচনা পাঠ করিয়া অনায়াসে তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন কিন্তু বোধ হয় সংহিতা ভাগের একটি শ্লোকের অর্থ করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইবেক। বাস্তবিক সংহিতার পুরাতন সংস্কৃত এক্ষণকার প্রচলিত সংস্কৃত হইতে অনেকাংশে ভিন্ন। এই হেতু সংস্কৃত ভাষার অনেক উন্নতি হইলে পর যে ব্রাহ্মণ খণ্ডের রচনা হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে। মন্ত্র কল্পে ঋষিগণ আপনারাই স্তোত্র সকলের রচনা কর্ত্তা ছিলেন ; তাঁহাদের অন্তঃকরণে যখন যে সকল স্বাভাবিক উন্নত ভাবের উদয় হইত, তাঁহারা সেই সকল ভাব বৈদিক ছন্দে আবদ্ধ করিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ কল্পে ব্রাহ্মণগণ কেবল সেই সকল পুরাতন ঋষি বাক্য যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা করিতেন, তাঁহারা বৈদিক সূক্ত রচনা করিতে সাহস করিতেন না। অপর ব্রাহ্মণ কল্পে যদিও পূর্ব্ববৎ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইত, তথাপি পুরোহিতগণ অনেকাংশে যজ্ঞাদির প্রকৃতার্থ ও প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এবং মন্ত্র কল্পে যে অসংখ্য যজ্ঞাদির নাম ও বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অনেকই লোপাপত্তি হইয়াছিল।

বেদের সমুদায় ব্রাহ্মণ একত্র করিলে অতি বিস্তৃত গ্রন্থ হইবেক। এই সমস্ত যে এক কালে বা এক ব্যক্তির রচিত নহে তাহা তদধ্যয়ন দ্বারাই স্পষ্ট বোধ হইবেক। ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণে কোন কোন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতের পোষকতা করিয়াছে এবং তন্নিমিত্ত অনেক তর্ক ও বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ বৈদিক ক্রিয়া কলাপের প্রকৃতার্থ প্রকাশ করিবার জন্য সময়ে সময়ে এক এক খানি ব্রাহ্মণ রচনা করিয়াছিলেন। আদৌ এক এক বেদের অন্তর্গত এক একটি ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ভাগ এক এক শ্রেণীস্থ পুরোহিতদিগের মধ্যে বিশেষ রূপে প্রচলিত ছিল। এই হেতু সেই সকল শ্রেণীর নাম হইতেই ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণের নাম উৎপন্ন হইয়াছে। যথা ঋগ্বেদের অন্তর্গত ব্রাহ্মণের নাম আদৌ বহ্বৃচ ছিল, কারণ তাহা বহ্বৃচ শ্রেণী মধ্যে প্রথমে প্রচার হয় ; পরে ঐতরেয়ী ও কৌষীতকী শ্রেণীতে গৃহীত হওয়াতে তাহা ঐতরেয় ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সামবেদের ব্রাহ্মণ ভাগ ছন্দোগদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, অপর কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর অন্তর্গত ব্রাহ্মণদ্বয় তৈত্তিরীয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইয়াছে।

বিস্তীর্ণ বেদ শাস্ত্র যে কি প্রকারে এত অধিক কালাবচ্ছেদে সমুদায় সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা এই স্থানেই দৃষ্ট হইবেক। পূর্ব্বে এক এক বংশাবলীতে বেদের এক এক খণ্ড বিশেষ রূপে অধীত হইত, সেই বংশীয়েরা উক্ত বেদাংশের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া খ্যাত হইতেন, এবং তাঁহারা যত্ন পূর্ব্বক পুত্র পৌত্রদিগকে তাহাতে শিক্ষিত করিতেন। এই রূপে এক একটি বংশেতে শিষ্য পরম্পরা দ্বারা বেদের এক একটি খণ্ড অধীত ও সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন বংশ বা শ্রেণীর নাম ও সংখ্যানুসারে বেদও ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এবং কালক্রমে এই সকল শাখারও সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। বরণব্যূহ নামক প্রাচীন গ্রন্থে বেদের এই সকল শাখা বা চরণের নাম ও সংখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে, যথা ঋগ্বেদের ৫ টি শাখা যজুর্ব্বেদের ৮৬ টি শাখা এবং সামবেদের সহস্র শাখার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই সকল বিভাগ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অপর যদিও এক এক শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক একটি শাখা বিশেষ করিয়া অধীত হইত এবং সেই শাখার প্রকরণানুসারে যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু তাঁহারা যে বেদের অপরাপর শাখা অধ্যয়ন করিতেন না এমত নহে। পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন শাখাতে কোন কোন গৃহ ধর্ম্ম আচার বিষয়ে যে বৈলক্ষণ্য ছিল, তাহার প্রমাণ গৃহ্য সূত্রে দৃষ্ট হইতেছে। উক্ত গ্রন্থে এক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে যে বাসিষ্ঠগণ মস্তকের দক্ষিণভাগে কেশ রাখিতেন, অঙ্গিরাগণ পঞ্চশিখা রাখিতেন, ভার্গব শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ সমুদায় মস্তক মুণ্ডন করিতেন, আত্রেয়গণ তিনটি শিখা রাখিতেন, অপর শ্রেণীতে মস্তকের ঊর্দ্ধভাগে একটি মাত্র শিখা রাখিবার প্রথা ছিল।

দক্ষিণকপর্দাবাসিষ্ঠাআত্রেয়াস্ত্রিকপর্দ্দিনঃ।
অঙ্গিরসঃ পঞ্চচূড়ামুণ্ডাভৃগবঃ শিখিনোঽন্যে॥

অপর ইহাও উক্ত হইয়াছে যে সকলে স্বস্ব শাখা প্রচলিত আচার ও ধর্ম্মের অনুযায়ী হইয়া কার্য্য করিবেক, এবং সেই আচার নিতান্ত গর্হিত ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ না হইলে পরিত্যাগ করিবেক না।

শাখান্তরীয়কর্ম্মকরণে দোষমাহ বসিষ্ঠঃ
ন জাতু পরশাখোক্তং কর্ম্ম বুদ্ধঃ সমাচরেৎ।
আচরন্ পরশাখোক্তং শাখারণ্ডঃ সউচ্যতে॥
যঃ স্বশাখোক্তমুৎসৃজ্য পরশাখোক্তমাচরেৎ।
অপ্রমাণমৃষিং কৃত্বা সোঽন্ধে তমসি মজ্জতি॥

বসিষ্ঠ কহিয়াছেন যে শাখান্তরীয় কর্ম্মকে আশ্রয় করা দূষ্য। জ্ঞানী ব্যক্তি ভিন্ন শাখোক্ত কর্ম্ম কদাপি করিবেন না। যিনি এই রূপ করেন, তিনি শাখারণ্ড বলিয়া উক্ত হন। যিনি স্বকীয় শাখা পরিত্যাগ করিয়া অপর শাখার ধর্ম্মকে গ্রহণ করেন, তিনি ঋষিকে অপ্রমাণ করিয়া অন্ধ তমো মধ্যে মগ্ন হন।

এই রূপে বৈদিক কালে ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন ভিন্ন শাখা বদ্ধ হইয়া যত্ন পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় শাখানুযায়ী ধর্ম্মাচরণ করিতেন।

বেদের ব্রাহ্মণ খণ্ড যদিও অনেকাংশে যজ্ঞ হোমাদি বিষয়ক বিবরণেই পরিপূর্ণ, তথাপি তন্মধ্যে প্রাচীন কালিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় পরিচয় স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা ব্রাহ্মণখণ্ডে পৌরাণিক অনেক উপন্যাসের মূল দেখিতে পাই। পুরাণে যে সকল ইতিহাস নানা কল্পিতালঙ্কার যুক্ত অত্যুক্তিতে পরিপূর্ণ দেখা যায়, তাহারদের মূল ও প্রকৃত তাৎপর্য্য আমরা কেবল এইখানেই প্রাপ্ত হই। বাস্তবিক বৈদিক সময়ের সরল ভাব সমুদায়

বৈদিক গ্রন্থেই বিশেষ রূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। পূর্ব্বে শুনঃশেফের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে,এক্ষণে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে আর একটি উপাখ্যান প্রকটন করা যাইতেছে, তদ্দ্বারা হিন্দুদিগের তৎকালে প্রচলিত বিশ্বাস ও মতের অনেক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক।

মনু প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালনার্থ জল আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। জল আনীত হইলে তিনি মুখ ধৌত করিবার যেমন উদ্যোগ করিবেন, অমনি তৎক্ষণাৎ জলের সহিত একটি মৎস্য তাঁহার হস্তে পতিত হইল। মৎস্য পতিত হইয়া কহিল, হে মনু! আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমাকে রক্ষা করিব। মনু কহিলেন, কি বিপদ্ হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিবে; তাহাতে মৎস্য উত্তর করিল, জলপ্লাবনে সকল জীব নষ্ট হইবে,আমি তৎকালে তোমাকে রক্ষা করিব। মনু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে এক্ষণে কি প্রকারে রাখিব; মৎস্য কহিল, যত দিন আমরা ক্ষুদ্র থাকি, তত দিন আমাদের অনেক প্রকারে বিনাশ পাইবার সম্ভাবনা, মৎস্য মৎস্যেরই ভক্ষ্য। অতএব আমাকে প্রথমে একটি কলস মধ্যে রাখ; যখন আমার দেহ কলসের আয়তনাপেক্ষা বৃহৎ হইবে তখন একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে আমাকে রাখিবে, তৎপরে আমার শরীর উক্ত খাতাপেক্ষা বৃহত্তর হইলে আমাকে সমুদ্রে লইয়া যাইবে, তথায় আমি আর বিনষ্ট হইব না। মনু মৎস্যকে উক্ত প্রকারে রাখিলেন এবং সে বৃহদাকার হইলে তাহাকে সমুদ্রে লইয়া ছাড়িয়া দিলেন। মৎস্য তাহাতে মনুকে কহিলেন, যখন আমি অতিশয় প্রকাণ্ডাকৃতি হইব তখন মহা জলপ্লাবন উপস্থিত হইবে। অতএব একখানি নৌকা নির্ম্মাণ কর, আমার পূজা কর, এবং জলপ্লাবন কালে সেই নৌকা আমার শৃঙ্গে বদ্ধ করিও। যে বৎসরে, মৎস্য জলপ্লাবন হইবে বলিয়াছিল, সেই বৎসরে মনু একখানি নৌকা নির্ম্মাণ করিলেন এবং মৎস্যকে পূজা করিলেন। পরে জলপ্লাবন উপস্থিত হইল, মনুও নৌকারোহণ করিলেন এবং সেই নৌকাকে রজ্জুদ্বারা মৎস্যের শৃঙ্গে বন্ধন করিলেন, মৎস্য নৌকাকে উত্তর পর্ব্বতে লইয়া গেল। পরে মৎস্য মনুকে কহিল, আমি এক্ষণে তোমাকে রক্ষা করিয়াছি, তুমি নৌকাকে একটি বৃক্ষে বন্ধন কর, জল স্রোত যেন তোমাকে পর্ব্বত হইতে লইয়া না যায়, জল নির্গমনের সহিত তোমার নৌকা অল্পে অল্পে নিম্নে আসিবেক। পরে জল ক্রমে বিনির্গত হইলে জলপ্লাবনে সমুদায় জীব নষ্ট হইয়াছিল, অতএব মনু কেবল একাকী জীবিত ছিলেন।

পুরাণে যে আমরা মৎস্য অবতারের কথা পাঠ করিয়া থাকি, তাহা এই উপাখ্যান হইতে রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই আখ্যায়িকাতে অবতারের কোন উল্লেখ নাই, অবতারের কথা কেবল আধুনিক পুরাণ গ্রন্থ সকলেই দৃষ্ট হয়, বেদে তাহার কোন প্রসঙ্গই নাই।

ব্রাহ্মণ কল্পে ব্রাহ্মণবর্ণ সম্পূর্ণরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল এবং সকল বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিয়াছিল। তাহারা মন্ত্র কল্পে পৌরোহিত্য পদ প্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে অল্পে অল্পে ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা লাভের প্রশস্ত উপায় করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সেই আধিপত্য তাহারা অনায়াসে ও নির্ব্বিবাদে প্রাপ্ত হয় নাই। এই উপলক্ষে ক্ষত্রিয় বর্ণের সহিত তাহাদের যে অনেক বিবাদ ও

সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের পরস্পর বিবাদের বিবরণ হইতেই প্রকাশ পাইতেছে। বাস্তবিক ব্রাহ্মণগণ যে কৌশল পূর্ব্বক আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা ক্ষত্রিয়েরা তৎকালে অজ্ঞাতছিল না, এবং কোন কোন বীর্য্যবন্ত ক্ষত্রিয় নৃপতিও ব্রাহ্মণের সহিত তুল্য পদ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই, তাহা জনক রাজার ইতিহাসেই দৃষ্ট হইবেক।

বর্ণ ভেদ যে কি প্রকারে কোন্ সময়ে হিন্দুসমাজ মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার কিছুই নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে অবধারিত হইয়াছে যে আর্য্যগণ যখন হিন্দুস্থানে আগমন করে, তখন তাহাদের মধ্যে বর্ণ ভেদ ছিল না। ঋগ্বেদের পুরাতন সূক্ত সকলে কেবল আর্য্য এবং হিন্দুস্থানের আদিমবাসী দস্যু জাতি, এই দুয়েরই প্রভেদ উক্ত হইয়াছে, এবং কোন কোন স্থানে জনসমাজ পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কেবল ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্তেই চাতুর্ব্বর্ণ্যের কথা বিশেষ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই সূক্তের নাম পুরুষ সূক্ত, কারণ ইহাতে রূপকচ্ছলে পরব্রহ্ম পুরুষ মেধ রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এই সূক্তের একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়।

> যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
> মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরু পাদা উচ্যেতে॥
> ১১ ঋক

> ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
> উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥
> ১২ ঋক

যখন তাহারা পুরুষকে অর্পণ করিয়াছিল, তখন তাঁহাকে [illegible] করা হইয়াছিল, তাঁহা[illegible] দ্বয় কি, উরু ও পদই [illegible] হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণই তাঁহার মুখ, রাজন্যই তাঁহার বাহুদ্বয় হইয়াছিল, যে বৈশ্য সেই তাঁহার উরু ছিল এবং শূদ্র তাঁহার পাদদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

অথর্ব্ব বেদে উক্ত হইয়াছে।

> ব্রাহ্মণোজজ্ঞে প্রথমোদশশীর্ষোদশাস্যঃ।
> সসোমং প্রথমঃ পপৌ স[illegible]

ব্রাহ্মণ প্রথমে দশ[illegible] বিশিষ্ট ছিলেন, তিনিই [illegible] সোমরস পান করেন এবং বিষকে অরস অর্থাৎ ব্যর্থ করেন।

বর্ণ ভেদ যে বৃত্তি ও অবয়বের বিভিন্নতা হইতেই আদৌ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার কোন সংশয় নাই।

> ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মং ইদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতং॥
> মহাভারত।

বিভিন্ন বর্ণের পরস্পর কিছু বিশেষ নাই, ব্রহ্ম প্রথমে জগতে সকলকেই ব্রাহ্মণ রূপে সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। কর্ম্ম দ্বারাই কেবল বর্ণ ভেদ হইয়াছে।

কিন্তু শূদ্র বর্ণের যে রূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদের নিত[illegible] হীনাবস্থা বিবেচনা করিলে তাহাদের আর্য্য বংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হয় না। বাস্তবিক এক জাতীয় মনুষ্যদিগের মধ্যে এ প্রকার অবস্থার প্রভেদ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, ইহাতে অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আর্য্যগণ হিন্দুস্থানে আগমনানন্তর দস্যুদিগকে পরাজয় করিয়া দাসত্ব পদে নিযুক্ত করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিগ-

বৈদিক গ্রন্থে [illegible] বে [illegible] যায়। পূর্ব্বে শুন [illegible] দস্যুগণ কোন কোন [illegible] ক্ত হইয়াছে। অপর তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে,

[illegible] মুর্য্যঃ শূদ্রঃ।

ব্রাহ্মণ বর্ণ দেবোদ্ভব, শূদ্র অসুর হইতে উৎপন্ন।

যদিও বর্ণ ভেদ [illegible] তি পূর্ব্বকালাবধি প্রচলিত আছে, তথাপি মনু ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের যে সকল বিভিন্ন ধর্ম্ম ও আচার পদ্ধতি যেমন উদ্যোগ [illegible] তাহা সম্যক রূপে বেদে জলের সহিত [illegible] মতে শূদ্রের বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ [illegible] শূদ্রের সম্মুখে ব্রাহ্মণ কদাপি বেদ উচ্চারণ করিবেন না। কিন্তু ঋগ্বেদে দৃষ্ট হইতেছে যে কবষ ঐলূষ নামক এক শূদ্র দশম মণ্ডলের কতিপয় সূক্ত রচনা করিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা তাহাকে প্রথমে দাসী পুত্র বলিয়া যজ্ঞ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, পরে তাহাকে দেবানুগৃহীত জানিয়া পুনরায় যজ্ঞ ভাগ প্রদান করিয়াছিল। এই বিবরণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে [illegible] যায়, যথা,

ঋষয়োবৈ [illegible] সত্রমাসত। তে কবষং ঐলূষং সোমাদনয়ন দাস্যাঃ পুত্রঃ কিতবোঽব্রাহ্মণঃ কথং নো মধ্যে দীক্ষিষ্টেতি। তং বহির্ধন্বোদবহন্ [illegible] পিপাসা হন্তু সরস্বত্যাউদকং মা পাদিতি। স বহির্ধন্বোদূলহঃ পিপাসয়া বিত্ত এতদপোনপ্ত্রীয়মপশ্যৎ প্রদেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেত্বিতি [illegible] প্রিয়ং ধামোপাগচ্ছৎ। তমাপোঽনূদায়ন্ তং সরস্বতী সমন্তং পর্য্যধাবৎ। তস্মাদ্ধাপ্যেতর্হি পরিসারকমিত্যাচক্ষতে। যদেনং সরস্বতী সমন্তং পরিসসার তে বা ঋষয়োঽব্রুবন্ বিদুর্বা ইমং দেবা উপেমং হ্বয়ামহা ইতি তথেতি তমুপাহ্বয়ন্ত। তমুপহূয় এতদপোনপ্ত্রীয়মকুর্ব্বত প্রদেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেত্বিতি।

একদা ঋষিগণ সরস্বতী নদীতীরে যজ্ঞ আরম্ভ করেন, এবং দাসীপুত্র কিতব অব্রাহ্মণ কি রূপে আমারদিগের সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইবে বলিয়া কবষ ঐলূষকে [illegible] সোম হইতে নিরাকরণ পূর্ব্বক পিপাসায় উহার প্রাণ নষ্ট হউক এই অভিসন্ধিতে যাহাতে সে সরস্বতীর জল পান করিতে না পায় এই জন্য তাঁহারা যজ্ঞ স্থানের বহিঃ প্রান্তরে তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যান। পরে কবষ ঐলূষ সেই প্রান্তরে পতিত ও পিপাসায় কাতর হইয়া জল দাতা বরুণের উদ্দেশে ব্রহ্ম গান করেন, তাহাতেই তিনি বরুণ দেবের প্রিয়ধাম প্রাপ্ত হয়েন। তখন জল তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল ও সরস্বতী নদীও আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল, এই নিমিত্তেই জলের নাম পরিসার হইল। যে হেতু সরস্বতী নদী আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল, সেই জন্য ঋষিরা কহিলেন, আমরা জানিলাম দেবতারা ইহঁাকে আহ্বান করিয়াছেন, অতএব আমরাও ইহঁাকে আহ্বান করি। পরে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া, ইনি ব্রহ্ম গান করুন ইনি সোমের অধিকারী হউন বলিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন।
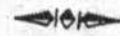
ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।

নামকরণ।

অভিনব জাত কুমারের ষষ্ঠ মাসে নামকরণ কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা পদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মোপাসনা হইলে পিতা এই প্রার্থনা পাঠ করিবেন।

হে পরমাত্মন্! তোমার প্রসাদে আমার এই নবকুমার জন্ম গ্রহণ করিয়া পাঁচ মাস কাল নির্বিঘ্নে অতিবাহিত করিয়াছে। তুমিই ইহার পিতা মাতা, তুমিই ইহার রক্ষক, এই অন্ধকার সংসারে তুমিই ইহার এক মাত্র সহায়। নাথ! তোমার ক্রোড়ে সুরক্ষিত হইলে ইহার আর কোন ভয় তাপ থাকিবে না। পাপ প্রলোভন হইতে দূরে রাখিয়া তুমি ইহার জীবনকে ধর্ম্মভূষণে ভূষিত কর। ইহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেন ইহার আত্মা তোমার মঙ্গলময় পথে অগ্রসর হইতে পারে, সকল অবস্থাতে যেন ইহার লক্ষ্য তোমার প্রতি স্থির থাকে। হে করুণাময়! তোমার উপর একান্ত মনে নির্ভর করিয়া আমার এই নব কুমারকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, এ যেন তোমার অনুগত পুত্র হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। তুমি এই পরিবারের প্রতি যে অজস্র করুণা বর্ষণ করিতেছ, তজ্জন্য তোমাকে কৃতজ্ঞ চিত্তে বার বার নমস্কার করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

আচার্য্য বা উপাচার্য্য এই প্রার্থনা পাঠ করিবেন।

হে পরমাত্মন্! এই অভিনব জাত কুমারকে তোমার মঙ্গল ছায়া প্রদান কর, এবং তোমার অমৃত ক্রোড়ে সর্ব্বদা রক্ষা কর। তুমি এই পরি-

বারের গৃহদেবতা, তুমি ইহাঁদের সকলের মনো-মন্দিরে সর্ব্বদা বিরাজমান থাকিয়া ইহাঁরদিগের মধ্যে প্রেম ও পবিত্রতা সংস্থাপন কর, যেন সকলেই তোমার পদানত হইয়া তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে নিয়ত নিযুক্ত থাকেন। তুমি এই পরিবারকে তোমার পরিবার কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

পরে নবকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া এই বলিয়া তাহার নাম করণ করিবেন। অমুকের এই অভিনব জাত কুমার। শ্রীমান্ অমুক ইহাঁর নামকরণ হইল।

পরে বালককে আশীর্ব্বাদ করিয়া কর্ম্ম সমাপন করিবেন, যথা। পরমেশ্বর, এই নবকুমার শ্রীমান্ অমুককে তাঁহার অমৃত ক্রোড়ে রক্ষা করুন, ইহাঁর জীবনকে সত্যের পথে মঙ্গলের পথে নিয়োগ করুন ও সর্ব্বদা ইহাঁর শান্তি সংস্থাপন করুন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

গত ২৮ মাঘ ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে হাটখোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর পুত্রের নামকরণ হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ যে প্রার্থনা করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হে পরমেশ্বর! তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনোদ্দেশে আমরা এই স্থানে সমাগত হইয়াছি। তোমার প্রসাদে এই শুভ কর্ম্ম আমরা সম্পন্ন করিলাম। কত প্রকার বিঘ্ন কত প্রকার প্রতিবন্ধক আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল; কেবল তোমার প্রসাদেই আমরা সেই রাশি রাশি বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলাম। কে জানিত যে, এই অন্ধকার গৃহের মধ্যে জাজ্বল্যমান ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিঃ সমুদিত হইবে? কে জানিত যে, এমন পৌত্তলিক পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা বিকীর্ণ হইবে? কত যে তোমার করুণা তাহা বাক্যেতে শেষ করা যায় না; মনেতে চিন্তা করা যায় না। সকল স্থানেই তোমার আশ্চর্য্য করুণা নয়ন গোচর হয়। আমাদিগের প্রিয়সুহৃদ্ আমাদের সম্মুখে যে প্রকারে তাঁহার স্বীয় নবকুমারকে ক্রোড়ে করিয়াছিলেন, সেই রূপ তুমি আমারদিগকে ক্রোড়ে রাখিয়া নিয়তই লালন পালন করিতেছ। হে পরমসুহৃদ্! চিরজীবন সখা! যখন এ পরিবারেও তোমার মহিমা জাজ্বল্যরূপে প্রকাশিত হইল, তখন তুমি যে সকল স্থানেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে লইয়া যাইবে, তাহাতে আর সংশয় কি। তুমি আমাদিগকে চিরদিন লালন পালন করিতেছ, ক্ষুধাতৃষ্ণার সময় অন্ন পান পরিবেশন করিতেছ; রাত্রিকালে যখন অসহায় শয্যাতে শয়ান থাকি, তখন সকল বিঘ্ন হইতে রক্ষা করি[illegible] নিয়তই আমাদিগের আনন্দ বিধান [illegible] তুমি ইহাতেই ক্ষান্ত নও, তুমি তোমার [illegible] এমনি বিকীর্ণ রাখিয়াছ যে, যেখানে যা[illegible] রই মঙ্গলভাব প্রচার দেখি, যখন প[illegible] সমাজে তোমাকে দেখিতে যাই ত[illegible] পুলকিত হয়; কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত [illegible] একাকী নির্জ্জনে তোমার শরণাপন্ন হই, [illegible] ও তোমার আনন্দমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া হৃদয়কে আনন্দ রসে প্লাবিত করে। আমরা যখন এই বন্ধুগৃহে আসিয়া মিলিত হইয়াছি, তখনও তোমাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছি। কোথায় না তুমি প্রকাশিত রহিয়াছ। হে পরমাত্মন্! তুমি কেন আমাদিগের এত আনন্দ বিধান করিতেছ, তুমি মহান হইয়া এই ক্ষুদ্রকীট যে আমরা, কেন আমাদিগকে স্মরণে রাখিয়াছ। তুমি আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন নিরাশ হইয়া কেহ ফিরিয়া না যাই। যখন এই গৃহের মধ্যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম একবার প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছে, যখন এই অন্ধকারের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়াছে, তখন আর ইহার অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। যখন তুমি এই পরিবারকে তোমার পরিবার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তখন ইহার সকলই মঙ্গল হইবে। পূর্ব্বে কেহই জানিত না যে এত অল্পকালের মধ্যে আমাদের বিশ্বাস ও আচরণ সমা[illegible] ভাব ধারণ করিবে। আজি যেমন এখানে তোমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল, এই রূপ যেন ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুযায়ী অনুষ্ঠান সকল, গৃহে গৃহে আচরিত হয়; কাল্পনিক ধর্ম্ম যেন বিনাশ পায়; বিদ্বেষ ভাব যেন ক্রমে ক্রমে চলিয়া যায়; যেন সকল ভ্রাতা ভগিনী মিলিত হইয়া তোমারই চরণে আসিয়া অবনত হয়; এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের মধ্যে যেন তোমারই সত্য ধর্ম্ম প্রচার হয়। কবে সেই দিন উপস্থিত হইবে, যবে প্রতি গৃহেই তোমার নাম কীর্ত্তিত হইবে; প্রতি হৃদয়েই তোমার সিংহাসন স্থাপিত হইবে, প্রত্যেক পরিবারই ব্রাহ্ম পরিবার হইবে। কবে সেই দিন উপস্থিত হইবে, যবে বিশ্বাস ও কার্য্য একই ভাব ধারণ করিবে, কপটতা ভস্মীভূত হইবে, সকলে বিনয়ী হইবে, মন বীর্য্যবান হইবে ও সকলে তোমার চরণের মঙ্গলচ্ছায়াতে বাস করিয়া তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে জীবন অবসান করিবে। হে নাথ! তুমি এপ্রকার আশীর্ব্বাদ কর যে, যে সকল পুত্র কন্যারা তোমার অনুষ্ঠান দেখিতে সমাগত হইয়াছে, তাহাদের কেহই যেন শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া না যায়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং